গ্লোবাল ডায়ালগ

৭.৪

১৭ টি ভাষায় বছরে চারটি সংখ্যা

কারি পোলানি লেভিটের সাথে কথোপকথন

ট্রাম্পবাদ-এর ধরণ

পিটার ইভান্স,
রাকা রায়,
ক্রিস্টিনা মোরা,
রুথ মিল্কম্যান,
দাইলান রিলেই,
সিহান তুগাল,
গে সেইদমান

আর্জেন্টিনায় সমাজবিজ্ঞানের সমর্থন

হুয়ান পাইওভানি,
ফারনান্দা বেইগেল,
আলেজান্দো গ্রিমসন,
অগাস্টিন সালভিয়া,
বেরেনিচ রুবিও,
গ্যাব্রিয়েল কেসলার

বিশেষ কলাম

> আলী শরিয়াতি স্মরণে

> *গ্লোবাল ডায়ালগের চাইনিজ সংস্করণ*

ম্যাগাজিন

GD ভলিউম ৭ / সংখ্যা ৪ / ডিসেম্বর ২০১৭
http://isa-global-dialogue.net

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

২০১০ সালে আট পৃষ্ঠার অবয়বে গ্লোবাল ডায়ালগ শীর্ষক একটি নিউজলেটার এর যাত্রা শুরু হয়। এটি যুগপৎ চারটি ভাষায়- ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং চীনা ভাষায়- প্রকাশিত হয়। এবং এটি একটি সাধারণ মাইক্রোসফট প্রোগ্রামের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন মাত্র চারজন। সাত বছর পর এটি একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এখন বছরে চারটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠা দীর্ঘ, যা এখন বিশ্বের সতেরটি ভাষায় প্রকাশিত হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে ১০০ জন লোকের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত ৩১ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যাতে বিশ্বের বিবিধ সমস্যা নিয়ে ৬৯ টি দেশের লেখকরা লিখেছেন ৫৫০ টি নিবন্ধ। শুরু থেকেই আমরা প্রাঞ্জল অনুবাদ এবং সরাসরি সহজলভ্য প্রচারের একটি নীতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতত্ত্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সেই বার্তাগুলি এখন বিশ্বের সবার কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে, সমগ্র বিশ্ব যখন একাধিক দুর্যোগের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

একদিকে, আমাদের বিবিধ তথ্য ও অন্যান্য প্রযুক্তিগুলি সেই সব দুর্যোগের গতি বাড়াতে পারে, আবার অন্যদিকে তারা আমাদের নতুন সুযোগ প্রদান করে। ডিজিটাল মিডিয়া *গ্লোবাল ডায়ালগ* তৈরি করা সম্ভব করেছে। কিন্তু এটা জোর দিয়ে বলতে হবে যে, অনেক মানুষের শ্রম ছাড়া এটি প্রকাশ সম্ভব হতো না। যদিও আইএসএ তাদের নিরলস কাজের স্বীকৃতির জন্য শুধু মাত্র একটি টোকেন দিতে সক্ষম হয়েছিল। সিনিয়র সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত তরুণ সমাজবিজ্ঞানীরা গ্লোবাল ডায়লগ তাদের ভাষাতে অনুবাদ করার সুযোগ গ্রহণ করে। বিশেষত, সেইসব দেশগুলোতে যারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে একটি প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। তাদের উৎসাহী সহযোগিতা সবচেয়ে প্রাণবন্ত এক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছে।

শুরুতেই আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনার, অগাস্ট বাগা (অন্য নামে, আরবু), *গ্লোবাল ডায়ালগকে* একটি নজরকাড়া ভিজ্যুয়াল রূপ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে আইএসএ-এর তিনটি ভাষায় পটু লোলা বাসাসতিলের সাথে মিলিত হন। লোলা পুরো অপারেশনের তত্ত্বাবধান করেন, এবং নিশ্চিত করেন যে প্রতিটি ভাষাতেই যেন সর্বোচ্চ মান অনুসরণ করা হয়। তাদের অংশীদারিত্বটি গ্লোবাল ডায়ালগকে একটি সুন্দর এবং সাবলীল ম্যাগাজিনে পরিণত করেছে। গুস্তাভো তানুগুটি গ্লোবাল ডায়ালগ ওয়েবসাইটটি ডিজাইন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সব পাঠক যেন সহজেই এই পত্রিকাটি অ্যাক্সেস করতে পারেন তা তিনি নিশ্চিত করেছেন ।

যখন আমি আইএসএ-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হলাম তখন আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সমাজবিজ্ঞানীদের জানার সুযোগ পাই। ঐ পরিচয়গুলি পত্রিকার বিষয়বস্তুগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে। যখন নিবন্ধগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য ফরম্যাটে সম্পাদনার কাজটি খুব দুর্গম মনে হচ্ছিল তখন আমি গে সেডম্যানকে বললাম আমাকে সাহায্য করতে। একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ হওয়ার আগে তিনি একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি উদারভাবে "সমাজবিজ্ঞানের দুর্বোধ্য ভাষাগুলোকে" সহজ কিন্তু মার্জিত ইংরেজিতে রূপান্তরিত করতেন। তিনি শুধু একজন স্বেচ্ছাসেবী ও দক্ষ সম্পাদক ছিলেন না, তিনি একই সাথে বিভিন্ন লেখকদের জন্য একজন সহানুভূতিশীল পরামর্শদাতাও ছিলেন। গে তার সূক্ষ্ম শিল্প প্রয়োগ করার আগে, বার্কলে স্নাতক ছাত্রদের একটি দল অ-ইংরেজি লেখাগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করতো।

আরো অনেককে ধন্যবাদ দেওয়ার আছে, কিন্তু তালিকার শীর্ষে থাকবেন সেইজ প্রকাশনার রবার্ট রজেক। প্রথম দিকে, কোন শর্ত ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেজ পাবলিশার্স অর্থায়নের প্রস্তাব দেয়। শুরু থেকে ইজবেলা বার্লিনস্কা, আইএসএ-এর সাংগঠনিক প্রতিভা এবং নিবেদিত তত্ত্বাবধায়ক, *গ্লোবাল ডায়লগের* প্রবক্তা হন। এই সাত বছর জুড়ে আমি আইএসএ-এর নির্বাহী কমিটির সমর্থন পেয়েছি। যার ফলে পুরো উদ্যোগটি সম্ভব হয়েছে। আমার সভাপতি পদ শেষ হওয়ার পরে আমি মার্গারেট অব্রাহাম এবং ভিনিতা সিনহার কাছ থেকে *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর জন্য অব্যাহতভাবে সমর্থন পেয়েছি। এখন আমাদের দুজন চমৎকার নতুন সম্পাদক, ব্রিগেইট আলেনবার্কার এবং ক্লাউস দোরে, যারা অতি সুচারুভাবে গ্লোবাল ডায়ালগ পরিচালনা করবেন এবং এই পত্রিকাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন বলে আসা করি। *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর বিষয়বস্তু এবং দিকনির্দেশনা হিসেবে নতুন ধারণা এবং প্রস্তাবনাগুলি দিয়ে তাদের লিখতে দ্বিধা করবেন না।

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর পৃষ্ঠাগুলি পড়ার সময় বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের প্রবাহে এক জোয়ার এবং ভাটা চোখে পড়ে। যখন ২০১০ সালে ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার পর একটি আশাবাদী সামাজিক আন্দোলনের জন্মলগ্নের সাথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল, শ্রম, পরিবেশগত, নারীবাদী এবং অন্যান্য সামাজিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের পাশাপাশি অকুপাই, আরব বসন্ত, ইন্দিনান্দাস এবং পিকুইটারস আন্দোলন। কিন্তু ২০১৩ সালের শুরুতে, দিগন্তে মেঘগুলি সংগ্রহ হতে শুরু করে এবং আমরা একটি প্রতিক্রিয়াশীল, গণতন্ত্র-বিরোধী সুইং দেখেছি। আমরা কার্ল পোলানিকে আমাদের দীক্ষা গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। পোলানির দ্য গ্রেট ট্রান্সফর্মেশন আমাদের অনেক দিন আগেই শিক্ষা দিয়েছিল যে, মুক্ত বাজার বিরোধী পাল্টা আন্দোলনগুলি সমাজতান্ত্রিক কিংবা ফ্যাসিবাদী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যা কখনও গণতান্ত্রিক আবার কখনও স্বৈরাচারী আন্দোলনে পরিণত হতে পারে। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ থেকে আমরা এখনও অনেক কিছু শিখতে পারি। সুতরাং এটি বিশেষভাবে উপযুক্ত যে আমার শেষ ইস্যু পোলানী কন্যা, কারি পোলানি লেভিটের সঙ্গে একটি কথোপকথনের মাধ্যমে শেষ করি যেখানে তিনি তাঁর পিতার প্রতিভা ও জীবনের এবং সে সময়ের বিশ্বের যে সম্পর্ক সে বিষয়ে আমাদের অবগত করতে পারবেন।

এই সাত বছর জুড়ে আমি বিভিন্ন দেশের জাতীয় সমাজবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি কখনও আমেরিকার সমাজ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা করি নি। যাইহোক, *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর সম্পাদক হিসেবে আমার শেষ ইস্যুতে আমি সাতজন বন্ধু ও সহকর্মীদের তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোন থেকে ট্রাম্পিজমের উত্থানের পর্যালোচনা ও প্রতিফলন করার জন্য আমন্ত্রণ করেছি। তারা তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্বব্যাপী ডানপন্থা সুইংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এই যে সমাজবিজ্ঞান নিজেই শুধু নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে নয় বরং ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেয়।

>>

হুয়ান পাইওভানি পরিচালিত আর্জেন্টিনাতে সামাজিক বিজ্ঞানীরা সমাজবিজ্ঞানের একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা বলয় প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যমে তাঁরা সমাজবিজ্ঞনের একটি পেশাদার, নীতিগত, সমালোচনামূলক এবং জনসাধারণের আনুকূল্যে ভূমিকা প্রদর্শন করেন। এখানে পাঁচটি প্রবন্ধ তাদের দৃষ্টিকোন উপস্থাপন করে। প্রকল্পটি শুধুমাত্র তার শুরুতে হলেও অন্যান্য জাতীয় সমাজতত্ত্বকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

সবশেষে, আমরা কি আমাদের পূর্বসূরিদের ভুলে যাব- সমাজতাত্ত্বিকরা যেমন, স্বৈরতন্ত্র বিরোধী, মার্ক্সবাদী ও ইসলামী চিন্তাবিদ আলী শরিয়াতি, যিনি ১৯৭৭ সালে মারা যান। ইরানী বিপ্লবের দুই বছর পূর্বে তিনি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তার ধারণাগুলি যে বিপ্লব পরবর্তী সমাজ আদর্শ ভাবে কী হতে পারত এবং বাস্তবত কীভাবে বিকশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। আজকে আমরা সেই ভাববাদীদের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভব করি। যারা সমাজবিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন যে ধারনাগুলো নিয়ন্ত্রকতা এবং ইউটপিয়ার ভারসাম্য রক্ষা করবে। *গ্লোবাল ডায়ালগ* এমন এক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে, যেখানে আমরা সম্মিলিতভাবে এক নতুন সম্ভাবনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি এবং সেইসাথে আমাদের এই ছোট গ্রহের ধ্বংসের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারি।■

> ISA-এর ওয়েবসাইটে **১৭টি ভাষায় অনূদিত *গ্লোবাল ডায়লগ* ম্যাগাজিনটি পাওয়া যাবে।**
> ব্রিগেতেহ অ্যাউলেনবাহা ও ক্লাউস দোরে**-এর কাছে লেখা পাঠাতে পারেন।**

কারি পোলানি লেভিট-এর সাথে তার খ্যাতিমান বাবা কার্ল পোলানিকে নিয়ে মাইকেল বুরাওয়ের কথোপকথন।

পিটার ইভান্স, রাকা রায়, ক্রিস্টিনা মোরা, রুথ মিল্কম্যান, দাইলান রিলেই, সিহান তুগাল, গে সেইদমান *ট্রাম্পবাদের উত্থান ও মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন।*

GD

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে ***গ্লোবাল ডায়ালগ*** প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Michael Burawoy.

সহযোগী সম্পাদক: Gay Seidman.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক সম্পাদক:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ
আরব বিশ্ব:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

আর্জেন্টিনা:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ:
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury.

ব্রাজিল:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

ভারত:
Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragya Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

ইন্দোনেশিয়া:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

ইরান:
Reyhaneh Javadi, Sina Bastani, Mina Azizi, Hamid Gheissari, Vahid Lenjanzadeh.

জাপান:
Satomi Yamamoto, Masataka Eguchi, Kota Nakano, Aya Sato, Kaori Saeki, Riho Tanaka, Marie Yamamoto.

কাজাখস্তান:
Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel.

পোল্যান্ড:
Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Paulina Domagalska, Adrianna Drozdrowska, Łukasz Dulniak, Jan Frydrych, Krzysztof Gubański, Sara Herczyńska, Kinga Jakieła, Justyna Kościńska, Karolina Mikołajewska-Zając, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Anna Wandzel, Jacek Zych, Łukasz Żołądek.

রোমানিয়া:
Cosima Rughiniș, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Maria-Loredana Arsene, Timea Barabaș, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, Alina Hoară, Alecsandra Irimie Ana, Alexandra Isbășoiu, Rodica Liseanu, Cristiana Lotrea, Mădălina Manea, Anda-Olivia Marin, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareș-Mihai Mușat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Codruţ Pînzaru, Ion Daniel Popa, Anda Rodideal, Adriana Sohodoleanu.

রাশিয়া:
Elena Zdravomyslova, Elena Nikiforova, Anastasia Daur.

তাইওয়ান:
Jing-Mao Ho.

তুর্কি:
Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

গণমাধ্যম পরামর্শক: Gustavo Taniguti.

> এ সংখ্যায় থাকছে

সম্পাদকীয়ঃ গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২

দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন-এর জন্মকথাঃ কারি পোলানি লেভিটের সাথে কথোপকথন
মাইকেল বুরাওয়ে, ইউএসএ ৫

> ট্রাম্পবাদের সামাজিক উত্থান

ট্রাম্পের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার অন্তরালে
পিটার ইভান্স, ইউএসএ ১১

ট্রাম্পবাদ ও শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্মজীবি শ্রেণি
রাকা রায়, ইউএসএ ১৪

অভিবাসন ও ট্রাম্প-যুগের রাজনীতি
জি. ক্রিস্টিনা মোরা, ইউএসএ ১৬

ট্রাম্পের শ্রমিক নিপীড়ন
রুথ মিল্কম্যান, ইউএসএ ১৮

আমেরিকার চরম মুহূর্ত?
দাইলান রিলেই, ইউএসএ ২১

লেনিনবাদী ডানপন্থার উত্থান
সিহান তুগাল, ইউএসএ ২৪

ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলতা
গে ডব্লিউ. সেইদমান, ইউএসএ ২৭

> আর্জেন্টিনায় সমাজবিজ্ঞানের সমর্থন

আর্জেন্টিনা নিবিড় অনুসন্ধানের অধীনে
হুয়ান ইগনাসিও পাইওভানি, আর্জেন্টিনা ৩০

আর্জেন্টিনার সামাজিক বিজ্ঞানের চিত্রায়ন
ফারনান্দা বেইগেল, আর্জেন্টিনা ৩২

আর্জেন্টিনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য
আলেজান্দো গ্রিমসন, আর্জেন্টিনা ৩৫

সমসাময়িক আর্জেন্টিনায় সামাজিক অসমতা
অগাস্টিন সালভিয়া ও বেরেনিচ রুবিও, আর্জেন্টিনা ৩৮

আর্জেন্টিনায় সামাজিক পুঁজির অনুসন্ধান
গ্যাব্রিয়েল কেসলার, আর্জেন্টিনা ৪১

> বিশেষ কলাম

আলী শারিয়াতি, ইসলামের বিস্মৃত সমাজবিজ্ঞানী
সুহেল রসূল মীর, ভারত ৪৩

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর চাইনিজ সংস্করণ
জিং-মাও হো, তাইওয়ান ৪৫

> দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন-এর জন্মকথা

কারি পোলানি লেভিটের সাথে কথোপকথন

কারি পোলানি লেভিট।

কার্ল পোলানি সমাজবিজ্ঞান এবং এর বাইরেও একজন মূলধারার তাত্ত্বিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন*-এর মাধ্যমে যা' একটি ক্লাসিক গ্রন্থ হিসেবে সমাজ-বিজ্ঞানের প্রায় সকল সাবফিল্ডকে প্রভাবিত করেছে। এর প্রভাব এমনকি সমাজবিজ্ঞানকে ছাপিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল এবং নৃতত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাজার অর্থনীতির বিধ্বংসী প্রভাবের সমা-লোচনা করার মধ্য দিয়ে বিগত চার দশকের নব্যউদার চিন্তা ও চর্চার সময়কালেই তিনি অগণিত অনুসারি পেয়েছেন। এই গ্রন্থ একাধারে পণ্যকরনের উৎস ও ফলাফলের একটা অনুসন্ধান এবং পণ্যকরনের বিরুদ্ধে আন্দোলনসমূহের একটা পাঠ্য। যেসব আন্দো-লন ফ্যাসিবাদ, স্ট্যালিনবাদ ও সামাজিক গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই। কার্ল পোলানি জীবিত ছিলেন ১৮৮৬ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল তার কন্যা **কারি পোলানি লেভিট**-এর সাথে। এখানে তিনি বাবা কার্ল পোলানির জীবন কিভাবে *দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন* গ্রন্থ রচনায় প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়ে আলাপ করেছেন। কারি বাবা কার্ল পোলানির সাথে তার মা ইলোনা ডুকজিনস্কার সাথে বিশেষ সম্প-র্কের উপরও আলোকপাত করেছেন। যিনি নিজেও ছিলেন আজন্ম রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ও একজন বুদ্ধিজীবি। কারি পোলানি তার বাবার জীবনের চারটি অধ্যায় সনাক্ত করেছেনঃ হাঙ্গেরি-পর্ব, অস্ট্রি-য়া-পর্ব, ইংল্যান্ড-পর্ব এবং উত্তর আমেরিকা-পর্ব। ডঃ কারি নিজেও একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি মন্ট্রিলে বাস করেন। তার প্রকাশনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *From the Great Transformation to the Great Financialization* (২০১৩)। এছাড়া তিনি *The Life and Work of Karl Polanyi* (১৯৯০) নামের একটা গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন। নিচের সাক্ষাৎকারটি মূলতঃ তার আর **মাইকেল বুরাওয়ে**-এর মধ্যকার একটা উন্মুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ। এটি ধারণ করা হয়েছিল ২০১৭ এর ১০-১৩ জানুয়ারি (অস্ট্রিয়ার) লিঞ্জে জোহানেস কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কার্ল পোলানি করফারেন্সে, যার সমন্বয়কারী ছিলেন ব্রিজিত ওলেনবাশের।

বুরাওয়েঃ তাহলে শুরু করা যাক। আমরা কার্ল পোলানিকে একজন হাঙ্গে-রীয় বলেই জানি। কিন্তু আসলে তার জন্ম হয়েছিল ভিয়েনাতে, তাই না?

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, এটাই সঠিক। মজার ব্যাপার হলো আমার বাবা আর আমি উভয়েই জন্মেছি ভিয়েনাতে আর আমার মা এর কাছাকাছি আরেকটা ছোট্ট শহরে। এই ভিয়েনা ছিল বুদ্ধিজীবীদের মিলনমেলা, অস্ট্রো-হাঙ্গে-রিয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল।

পোলানির বাবা-মা পরিবার শুরু করেন ভিয়েনাতে। পোলানির মা সিসিলিয়া ওল তার নানা সেসময়কার রাশিয়ার ভিলনা শহর থেকে ভিয়েনাতে পাঠান লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে। তিনি সেখানে রুশ ভাষা এবং জার্মান ভাষা রপ্ত করেন। ভিয়েনাতে তিনি পোলানির বাবা মিহালি

>>

পোলানির সাক্ষাৎ পান, যিনি ছিলেন একজন ইহুদি ইঞ্জিনিয়ার। মিহালি পোলানি জার্মান এবং হাঙ্গেরিয়ান ভাষার পারদর্শি ছিলেন।

কাজেই পোলানি জার্মান ভাষাভাষী পরিবার হিসেবে শুরু করে। এবং খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, আমি জানতে পারি যে আমার বাবা বুদাপেস্টে জিমনেশিয়ামে ভর্তি হওয়ার আগে কখনো হাঙ্গেরীয় ভাষা শিখেননি।

আমার বাবার জীবনের হাঙ্গেয়ির পর্ব ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেসময় তার উপর রাশিয়ার প্রভাব পড়েছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিকদের মাধ্যমে যারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের থেকে আলাদা ছিল। সেসময়কার সমাজ-তন্ত্র ছিল মূলতঃ গ্রাম এবং কৃষিসমাজ অভিমুখী। এর মধ্যে নৈরাজ্যবাদী উপাদান ছিল। সেই রাজনৈতিক প্রকল্পে কমিউন একটা গুরুত্বপূর্ন অংশ ছিল।

আমাকে একথা উল্লেখ করতে হবে যে, তার উপর রাশিয়ার প্রভাব খানিকটা ভারসয়াম্যে এসেছিল তার ইংরেজিভাষী বাবার মাধ্যমে। আমার বাবার জীবনে সব থেকে উলেখযোগ্য দুজন সাহিত্যিকের কথা বলতে গেলে শেক্সপিয়ার আর দস্তয়ভস্কির কথা বলতে হবে।

বুরাওয়েঃ আর সেসময় ক্লাটচকো নামের আরেকজন প্রবাসী রুশ বিপ্লবীর প্রভাবও ছিল।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, স্যামুয়েল ক্লাটচকো একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভিয়েনাতে বাস করতেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ার বিপ্লবী এবং ইউ-রোপীয় ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবীদের মধ্যকার যোগসূত্র। তিনি রাশিয়ার ভিলনাতে এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং কানসাসের এক রুশ কমিউনে বেড়ে ওঠেন। সেই কমিউন খুব বেশিদিন টিকতে পারেনি। এটি একসময় ভেঙ্গে পড়ে। জানা যায় যে, তিনি ৩০০০ গরু নিয়ে শিকাগোতে গমন করেন। পরবর্তিতে তিনি একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে নিউ ইয়র্কে আন্তর্জাতিক গার্মেন্টস নারী-শ্রমিক ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। কানসাস কমিউনের নামকরণ করা হয়েছিল নিকোলাই চায়কো-ভস্কি নামে এক রুশ ব্যক্তির নামে।

ভিয়েনায় আসার পর ক্লাটচকো পোলাসেক পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট হন। সেখানে তিনি যেসব রুশ ভিয়েনাতে মার্ক্সিস্ট বইপত্র কেনা বা অন্যকোন প্রয়োজনে আসত, তিনি তাদের দেখাশোনা করতেন।

আমার বাবা আমাকে বলতেন যে, এইসব লোকেরা তার উপর গুরুত্বপূর্ন প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের পাশাপাশি আরেকজন প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। তিনি ছিলেন বাবার কাজিন আরভিন জাবো। হাঙ্গেরির বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে যিনি একজন গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক ধরণের নৈ-রাজ্যবাদী সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। এদের কেউ কেউ পায়ে জুতা পরার বদলে পা খবরের কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে রাখতো। আমার বাবা এদের বীরত্ব এবং সাহসিকতায় গভীরভাবে আকর্ষিত হন। মোটের উপর, আমি বলতে চাই যে, আমার বাবা ছিলেন "রোমান্টিক"। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। বিশেষ করে বাকুনিনের প্রতি, যাকে আমি মনে করি সর্বকালের সেরা বিপ্লবী। তিনি ইউরোপের সমস্ত কারাগার ভেঙ্গে পালিয়েছিলেন।

বুরাওয়েঃ আর সমাজ বিপ্লবীদের প্রতি এই অনুরাগ তার মধ্যে সারাজীবন ধরেই ছিল যেজন্য আমরা তার মধ্যে বলশেভিকদের প্রতি একধরণের দ্বিধাগ্রস্থতা দেখি।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, এইটা সারাজীবনই ছিল। এর মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারি রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমক্র্যাটদের মধ্যকার আন্তঃদলীয় কোন্দল এবং বলশেভিক উপদলের প্রাধান্য।

বুরাওয়েঃ আপনার বাবা ছাত্রজীবনেই রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাই না?

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ। তিনি ছিলেন গ্যালিলিও সার্কেল নামের একটা ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। যাদের Szabad Gondolat বা "মুক্ত চিন্তা" নামের একটা পত্রিকা ছিল। এটি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, চার্চ এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় সাম্রাজ্য বিরোধী ছিল। তবে এটি কোন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিলনা। যদিও এর মধ্যে কেউ কেউ সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। এটি জিমনেশিয়াম এবং ইউনিভার্সিটির কিছু কিছু তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। আমি কোথাও পড়েছি যে, এই সংগঠন বছরে প্রায় ২০০০ পাঠদানের আয়োজন করত। অর্থ্যাৎ এর প্রধান কর্মসূচি ছিল শিক্ষা।

বুরাওয়েঃ আর এরপর হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

কারি পোলানিঃ আমার বাবা রুশ পক্ষের একজন ক্যাভালরি অফিসার ছিলেন। অবস্থা ছিল শোচনীয় রুশ এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় উভয় পক্ষের জন্যই। তিনি টাইফাস নামের এক জটিল রোগে আক্রান্ত হন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, এক সময় তার ঘোড়া তার উপর পতিত হলে তিনি ভেবেছিলেন যে, তিনি মরতে বসেছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন মিলিটারি হাসপাতালে।

বুরাওয়েঃ আর যুদ্ধ শেষে আসে হাঙ্গেরীয় বিপ্লব।

কারি পোলানিঃ ১৯১৮ সালের হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজা-তন্ত্র এবং কাউন্ট ক্যারলি প্রেসিডেন্ট হওয়ার মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি হয় সে বছরের হেমন্তে। এজন্য এই বিপ্লবকে বলা হয় এস্টার বা ক্রিসেন্থিমাম বিপ্লব।

এ সময় একত্ব স্বল্পস্থায়ী বিল্পব পরিষদ গঠিত হয়। যা পরের বছরের আগস্ট মাসে আরেকটা প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এই প্রতি-বিল্পব সংঘটিত হয় হাঙ্গেরীয় বুদ্ধিজীবী, সক্রিয় কর্মী, সাম্যবাদী, সমাজ-তন্ত্রী, উদারবাদীসহ ভিয়েনার প্রবাসীদের দ্বারা যাদের মধ্যে আমার বাবাও ছিলেন।

বুরাওয়েঃ অর্থ্যাৎ আপনার বাবা বিপ্লবের আগেই চলে গিয়েছিলেন, তাই না?

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, তিনি সমাপ্তির আগেই চলে গিয়েছিলেন।

বুরাওয়েঃ তিনি হাঙ্গেরীয় বিপ্লবকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

কারি পোলানিঃ অন্যান্যদের মতো তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। আমার মনে হয়, শুরুতে তারা দেশের সর্বত্র কাউন্সিলকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাউন্সিল যখন ব্যবসায়ে সর্বাত্মক জাতীয়করণ শুরু করে তারা তার বিরোধিতা করেন এইজন্য যে, এর শেষ পরিণতি খারাপ হবে। যা বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

বুরাওয়েঃ অর্থ্যাৎ হাঙ্গেরীয় সাম্যবাদী দলের নেতারা বুদাপেস্ট থেকে পালিয়ে ভিয়েনাতে আশ্রয় নিয়েছিল?

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ। প্রবাসী সাম্যবাদী দলের নেতা ছিলেন দুইজন- বেলা কুন আর জর্জ লুকাস। তাদের মধ্যে একটা দ্বৈরথ ছিল। এখানে আমার মাকে নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে। মা ১৯১৯ সালে মস্কোতে ছিলেন। শিক্ষা এবং রুশ ভাষায় দখল থাকার জন্য তিনি কার্ল রাদেকের হয়ে দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের অর্গানাইজিং মিটিং গুলোতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি ভিয়েনাতে ফিরে আসলে সাথে করে হাঙ্গেরীয় প্রবাসী সাম্যবাদী দলের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য নিয়ে আসেন। সেটা

>>

কার্ল পোলানি, দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন-এর লেখক।

ছিল হীরক আর তা গোপন করা হয়েছিল টুথপেস্টের টিউবের মধ্যে। মজার ব্যাপার হল, তাকে বলা হয় যেন এটি তিনি লুকাসের হাতে দেন। কারণ একজন ব্যাংকারের ছেলে হিসেবে লুকাস কুনের থেকে বেশি নির্ভ-রযোগ্য ছিলেন।

বুরাওয়েঃ কিন্তু আপনার বাবা-মা তখন একে অপরের সাক্ষাৎ পাননি। প্রকৃতপক্ষে তারা প্রথম সাক্ষাৎ করেন পরের বছর ১৯২০ এ, তাই না?

কারি পোলানিঃ সেটা ছিল ভিয়ানাবাসী এক শুভানুধ্যায়ীর বাসায় একটা বিপর্যস্তকারী সাক্ষাৎ। আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা- চারপাশের অগণিত মুগ্ধ তরুণের মধ্যে থেকেও মা তার থেকে দশ বছরের বড়, বিষণ্ণ, যৌবনোত্তীর্ণ, ঘরের কোণে লেখালেখিতে নিবিষ্ট একজনকে বেছে নিবেন তা ছিল সকলের কল্পনাতীত।

বুরাওয়েঃ কিন্তু তারা দুজনে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। একজন এক্টিভিষ্ট, আরেকজন বুদ্ধিজীবি। একজন তার জীবন কাটিয়েছেন মাঠে, আরেকজন পাঠে।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ এবং না। আমার বাবা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানে মিশে যেতেন। তিনি আমজনতার জন্য লিখতেন। যেকেউ পড়তে আগ্রহী হতো। যেকেউ তার লেখা প্রকাশে আগ্রহি হতো। হাঙ্গেরিতে এমনই ছিল। ভিয়েনাতেও, ইংল্যান্ডেও। অর্থ্যাৎ তিনি বর্তমানের মধ্যে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী, হ্যাঁ। কিন্তু তিনি এমন বুদ্ধিজীবী ছিলেন না যারা নিজেদের ধারণা ও বিশ্বাসে একনিষ্ঠ। তিনি একেবারেই তেমনটি ছিলেন না।

আমার মা তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করেছিলেন হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের একজন স্বনামধন্য নারী বিপ্লবী হিসেবে। একভাবে বলা যায় যে, তিনি জীবনে আর কোনকিছুই তেমন সফলভাবে করতে পারেননি যেমনটি করেছেন বিপ্লবী হিসেবে। এবং তাকে নিয়ে একটা আক্ষেপ আছে। আপনি জানেন যে, কেউ যদি অল্প বয়সেই জীবনের লক্ষ্য অর্জন করে ফেলে, বিশেষ করে তা যদি সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাসকে পাল্টে দেয়, তাহলে পরবর্তী জীবনে যা কিছুই অর্জিত হোক না কেন, তা কখনোই আগেরটির তুলনীয় হতে পারেনা।

বুরাওয়েঃ তাহলে তাদের দুজনেরই কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞরা হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে আপনার জন্ম তাদের জন্য একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হিসেবে আসল। আর তা আপনার বাবা-মাকে পুনরুদ্দীপ্ত করল।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, আমার বাবার নিজের বর্ণনামতে, আমার জন্ম বাবাকে তার যাবতীয় বিষণ্নতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন প্রচুর। তিনি লিখেছেন তার প্রজন্ম কিভাবে যাবতীয় দুর্দশার জন্য দায়ী, ভয়ঙ্কর, অর্থহীন, বোকামির যুদ্ধের জন্য দায়ী। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে লিখেছেন; লিখেছেন কত সামান্য পরিবর্তন এনেছে এই যুদ্ধ। তার মতে, এই যুদ্ধ কেন হয়েছিল তা কখনোই পরিষ্কার ছিলনা। এটা ছিল একটা মারাত্মক গণহত্যা। একটা মানবিক বিপর্যয় আর তিনি তার প্রজন্মের দায় অনুভব করতেন।

আমি ভাবি, এই যে সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ, এটা মনে হয় সেই প্রজন্মের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা আজ হারিয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে কি তার মতো করে সমাজের প্রতি দায়বোধ সম্পন্ন মানুষ এমনকি বুদ্ধিজীবি এখনো অবশিষ্ট আছে?

বুরাওয়েঃ এটা একটা বিশেষ প্রজন্ম ছিল, নানান দিক থেকে। কিন্তু একটা কারণ ছিল লাল-ভিয়েনা- ১৯১৮ থেকে ১৯৩৩ অবধি ভিয়েনার সমাজ-তান্ত্রিক পুনর্গঠন; যখন আপনার বাবা সেখানে বাস করতেন।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, লাল-ভিয়েনা ছিল ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়, নগর সমাজতন্ত্রের এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। এটা ছিল এমন একটা সমাজব্যবস্থা যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের স্বীকৃতি ছিল, কি সুযোগ-সুবিধায়, কি আবাসনে, যার সর্বোত্তম উদাহরণ ছিল কার্ল-মার্ক্স-হফ।

কিন্তু এটাই সব নয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও ছিল অভাব-নীয়। যেমন, কার্ল পোলানির মত একজন কোন সামাজিক মর্যাদা বা বি-শ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকটার পদ ছাড়াই সমাজতন্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে গণ-বক্তৃতা দিতে পারত। তিনি লুডভিগ ভন মিজের মুক্তবাজার বিষয়ক ধারণাকে একটা প্রতিষ্ঠিত ফাইন্যান্স জার্নালে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। মিজ উত্তর দিতেন আমার বাবাও প্রতিউত্তর দিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সমাজে একটা বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্র ছিল।

বুরাওয়েঃ সেই সময়ের আর কি কি আপনার মনে পড়ে?

কারি পোলানিঃ আমি ছিলাম মাত্র একজন শিশু। তবে আমার মনে পড়ে একটা দারুণ গ্রীষ্মকালীন-ক্যাম্পের কথা। সেটা ছিল সব থেকে আকর্ষ-নীয় সালজবার্গ লেকের ধারে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আয়োজিত একটা প্রোগ্রাম। সমগ্র বিশ্ব থেকে লোজকন এসেছিল লাল-ভিয়েনা

>>

দেখতে। যা ছিল সেসময়কার আধুনিক নগরায়নের সর্বোতকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

যদিও আমার বাবা-মায়ের কারও মধ্যেই সোশ্যাল ডেমোক্রেসি নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ ছিলনা, তথাপি তারা পরবর্তী জীবনে স্বীকার করতেন যে তথাকথিত লাল-ভিয়েনার সেই দিনগুলো ছিল স্মরণীয় এবং প্রশংসনীয়। এটা ছিল একমাত্র বিষয় যখন আমি মাকে দেখেছি সোশ্যাল ডেমোক্রেসির প্রশংসা করতে। সত্য বলতে কি, আমার বাবাও এ নিয়ে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না।

বুরাওয়েঃ ১৯২২ সালে আপনার বাবা সমাজতান্ত্রিক হিসেব-নিকেশ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেখানে তিনি সমাজতন্ত্রের আরেকটা ধরণ গিল্ড সমাজতন্ত্রের প্রশংসা করেছিলেন। সেটাও তো ভিয়েনার নগর সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

কারি পোলানিঃ দেখুন, সে সময় বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেই সমাজতন্ত্র ছিলনা, ঠিক? রাশিয়া মাত্র একটা রক্তাক্ত গণযুদ্ধে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। কাজেই সেসময় একটা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নির্মাণের বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপ চলছিল। আর মিজেস প্রথম গুলিটা করেছিলেন। তিনি একটা প্রবন্ধে লিখলেন যে, এটা অসম্ভব। কারণ মুদ্রা বাজার ভিত্তিক অর্থনীতি ব্যাতীত সম্পদের বণ্টনের কোন যৌক্তিক ব্যবস্থা নেই। আমি নিশ্চিত যে, যারা অর্থনীতি পরেছেন, তারা এই বক্তব্যের সাথে পরিচিত। আর পোলানি একে চ্যালেঞ্জ করলেন ওঁতও বাউয়ের ও জিডিএইচ কোলের ধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত তার নিজস্ব মডেল এ্যাসোসিয়েশনাল কো-অপারেটিভ সোশ্যালিজম দিয়ে।

বুরাওয়েঃ আপনার বাবা যখন ভিয়েনাতে ছিলেন, তখন ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব নিয়ে তার কিরূপ ধারণা ছিল?

কারি পোলানিঃ প্রথমত, ১৯১৭ সালের ১ম রুশ বিল্পব, যা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামেও পরিচিত, সেটা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল। এ নিয়ে তার খুব ভালো ধারণা ছিল। কারণ আর সব হাঙ্গেরিয়ানদের মতো তিনিও যুদ্ধের সমাপ্তি চাইতেন। জনমত ছিল চরমভাবে যুদ্ধবিরোধী। তারপর যুদ্ধ শেষ হলো। কাজেই প্রাথমিক রুশ বিপ্লব নিয়ে তারা উচ্ছ্বসিত ছিল বলে আমার মনে হয়।

বুরাওয়েঃ অক্টোবর বিপ্লবের বিষয়ে তার কি অবস্থা ছিল?

কারি পোলানিঃ পোলানির মতে ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবর উভয় বিপ্লবই ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। এগুলো ছিল ফরাসি বিপ্লব থেকে উৎসারিত সর্বশেষ ঢেউ যা ইউরোপ ছাড়িয়ে ইউরোপের মধ্যে সবথেকে পিছিয়ে থাকা দেশ রাশিয়ায় পৌঁছেছিল। তিনি এগুলোকে এভাবেই মূল্যায়ন করেছেন।

বুরাওয়েঃ অর্থাৎ প্রকৃত বিপ্লব এসেছিল তারও পরে যখন রাশিয়া সমষ্টিগত অর্থনীতি এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করে।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ। আমি মনে করি যে তিনি বলতেন সমাজতন্ত্র এসেছিল ১৯২৮ বা ১৯২৯ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। এর পূর্বে রাশিয়া ছিল মূলত কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের কাছে এখন ১৯৪০ সালে বেনিংটন-এ লেখা একটা প্রবন্ধ আছে, যা সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। সেখানে তিনি রাশিয়ার আভ্যন্তরীন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে লিখেছেন। সরলভাবে বলতে গেলে, সাম্যবাদী দলের ভিত্তি শ্রমিকসমাজ ছিল নগরের নিয়ন্ত্রণে এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য কৃষিসমাজের উপর নির্ভরশীল। এর সাথে একটা বহিঃস্থ টানাপোড়েনও ছিল। রুশ কৃষকদের তাদের পক্ষে প্রধান পণ্য উৎপাদিত শস্য বিশ্ববাজারে সরবরাহের উপায় ছিলনা। কারণ মহামন্দায় বিশ্ববাজার ধ্বসে পড়েছিল।

এসব ইউরোপের সবথেকে পশ্চাৎপদ দেশে রাশিয়ায় শিল্পায়নকে গুরুত্বপূর্ণ করেছিল। এর ফলে সেখানে জাতীয় সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণ করা হয় শুধু শিল্পে নয়, কৃষিতেও।

বুরাওয়েঃ অর্থাৎ এটি গোঁড়া থেকেই বিপরীতধর্মী, তাই না? কারণ অদ্যাবধি আমরা শুনে এসেছি যে তিনি ছিলেন সামাজিক বিপ্লব আর অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তিনি ছিলেন ষ্ট্যালিনপন্থী।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ। তবে অন্যান্যরাও যেমন আমার বাবার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, এটি ছিল পারিপার্শিক নির্ভর। প্রকৃতপক্ষে তার এই অবস্থান উৎসারিত হয়েছিল তৎকালীন পারিপার্শ্বিকতা এবং সম্ভাবনার সম্মিলনে। এখানেই তার ধারণার শক্তি এবং বৈপরীত্য।

প্রথম বৈপরীত্য ছিলঃ বাস্তবতা এবং স্বাধীনতা নিয়ে। বাস্তব অবস্থা কিরূপ আর রাশিয়ার জন্য বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলো কি? সেখানে সর্বহারা শ্রেণীর একটা বিপ্লব ঘটেছে। সেখানে একটা কৃষক সমাজ ছিল যারা জাতীয়করণ গ্রহণ করেনি। তারা জমির মালিকানা চেয়েছিল। এবং তা আদায় করেছিল। উপরন্তু, খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রনের জন্য তাদের ক্ষমতাও ছিল অনেক।

পাশাপাশি একটা আন্তর্জাতিক অবস্থাও ভূমিকা রেখেছিল। বিপ্লবের সামান্য পড়েই ১৯৩০ দশকে ফ্যাসিবাদ দেখা দিল। কেবল ইংল্যান্ডে থাকার সময়ই আমার বাবা সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন শক্ত সমর্থকে পরিণত হন। এর কারণ ছিল জার্মান আগ্রাসন ও নাৎসিবাদ।

বুরাওয়েঃ অর্থাৎ আপনার বাবা ভিয়েনা ত্যাগ করেন ১৯৩৩ সালে?

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, তিনি ভিয়েনা ত্যাগ করেন নাৎসিবাদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য। *Der Österreichische Volkswirt* নামের একটা প্রখ্যাত অর্থনীতি জার্নালের তিনি ছিল প্রধান সম্পাদক। রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতির জন্য সেই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত হয় যে পোলানির ইংল্যান্ডে চলে যাওয়া উচিত। তার ইংরেজি ছিল চমৎকার। সেখানে তার কিছু জানাশোনাও ছিল। সুতরাং তিনি ১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমালেন। সেই পত্রিকা ১৯৩৮ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ড থেকেই নিয়মিত লেখা পাঠাতেন।

আমরা সেখানে পুরো পরিবার যাইনি। আমার বাবা গিয়েছেন ১৯৩৩ সালে। আমাকে পাঠানো হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। সেখানে আমি খুব কাছের বৃটিশ বন্ধু ডোনাল্ড ও আইরিন গ্রান্ট; যারা ছিল খ্রিষ্টান বামপন্থী এবং তাদের সঙ্গে থাকতে শুরু করি। তারা বৃটেনের খ্রিষ্টান ছাত্র আন্দোলনের সাথে কাজ করছিল যুদ্ধোত্তর অষ্ট্রিয়ায় সহায়তার জন্য। এভাবেই তাদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আমার মা আমাদের কাছে এসেছিলেন ১৯৩৬ সালে, দুই বছর পর।

বুরাওয়েঃ আসুন এখন ইংল্যান্ডে, আপনার বাবার কাছে ফিরে যাই। সে সেখানে কি করল?

কারি পোলানিঃ তিনি প্রথম ১৯৩৩ সালে এসেছিলেন তখন তাঁর কোন নির্দিষ্ট কর্মসংস্থান ছিলনা। সেখানে তাকে সাহায্য করেছিল বেটি ও জন ম্যাকমুরাই এবং গ্রান্ট পরিবার। যারা খ্রিস্টান বামপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রী ছিল। সেখানে কমিউনিস্ট এবং ধর্মীয় নেতারাও ছিলেন তবে বেশিরভাগ ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট।

তিনি ফ্যাসিবাদের নির্যাস নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখেছিলেন যা তিনি খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আঘাত বলে বিবেচিত হয়েছিল। যা তার সহসম্পাদিত *ক্রিসসিয়ানিটি এন্ড দি সোশ্যাল রেভিলিউশন* নামক বইয়ে

>>

অস্টিয়ার লিঞ্জে কারি পোলানি লেভিটের সাথে মাইকেল বুরাওয়ে কথোপকথন।

অন্তর্ভুক্ত করেন। আমার বাবা মার্ক্সের প্রাথমিক লেখার দুটি খন্ডের মধ্যে *দ্য জার্মান ইডিওলজি* ও বিখ্যাত *প্যারিস ম্যানুস্ক্রিপ্ট*-এর উপর তাঁর ইংরেজ খ্রিস্টান বন্ধুদের নিয়ে একটি গবেষণা দল পরিচালনা করতেন। যেগুলো সবে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজিতে অনুবাদ করে এই লেখাগুলি থেকে তিনি তাদের পড়ে শোনান; যেহেতু তিনি এভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তিনি এই কাজ সম্পর্কে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাদের সাথে তার মতৈক্যের চেতনা আমি স্মরণ করি। মার্ক্স-এর প্রথম লেখাগুলোকে আমি মার্ক্স ও পোলানির সন্ধিক্ষন বলে মনে করি।

বুরাওয়েঃ তিনি দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন বইয়ে অনেক কথা বলেছেন। সুতরাং তার উপদেশে কোন বিষয়গুলো থাকত? কিভাবে ইংল্যান্ড তার চিন্তাকে প্রভাবিত করত?

কারি পোলানিঃ এটি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছিল না। কার্ল একটি বড় মাপের ও পুরানো বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলন ওয়ার্কার্স এডুকেশন এসোসিয়েশন (ডব্লিউইএ)-এর কর্মীদের সাথে চাকরি পেয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে এটি রস্কিন কলেজের সাথে যুক্ত। যারা অধিকতর শিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে সক্ষম ছিল না এমন শ্রমিক শ্রেণি মানুষকে এটি সাহায্য করে থাকে।

আমার বাবা কেন্ট এবং সাসেক্সের ইংরেজি প্রাদেশিক শহরে শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি পরিবারের সাথে পুরো রাতই কাটাতেন। তিনি শ্রমজীবী পরিবারগুলির জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছিলেন এবং সত্য কথা বলতে তিনি সাংস্কৃতির নিম্নমানসহ যে অবস্থার দেখতে পেয়েছিলেন তা তাকে হতাশ করেছিল। ভিয়েনায় শ্রমিক শ্রেণির লোকদের তুলনায় তারা সাংস্কৃতিকভাবে দরিদ্র ছিল। যদিও আর্থিক দিক থেকে ব্রিটেনের তুলনায় অস্ট্রিয়া অনেক দরিদ্র দেশ ছিল।

তিনি যে বিষয়টি শিক্ষাদান করতেন তা ছিল ইংরেজী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস যার সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। এটি তার নিজের অধ্যয়নের একটি সময় ছিল। আপনি যদি *দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন* বইটির পিছনে তাকান তিনি যে অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন তার বিশাল পরিসর দেখতে পাবেন। মার্ক্সের *গ্রান্ডরাইসেস*-এর মতোই এটি একই রকমের লেখক-রিকার্ডো, ম্যালথাস ও অন্যান্যদের মতো আকর্ষণীয় লেখার উপর নির্ভর করে। যা প্রথম দিকে শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে লেখা।

সুতরাং আমার মা এটি লিখেছেন এবং এটি লেখা ছিল *দ্য লাইভলিহুড অফ ম্যান* বইয়ের শুরুতেই যেটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। ইংল্যান্ড সমাজে কার্ল বাজার ব্যবস্থার পবিত্র ঘৃণার মূলোৎপাটন করেছিল, যা মানুষকে মানবতা বিবর্জিত করেছিল। এভাবেই সে এটি লিখেছিল।

তিনি অবশ্য ইংল্যান্ডে শ্রেণী প্রথাকেও আবিষ্কার করেছেন। এটি বিভিন্ন আলোচনার সমন্বয়ে লিখিত হয়েছিল। এবং তিনি শ্রেণী প্রথাকে ভারতের বর্ণপ্রথা আর যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রদায় প্রথার সাথে তুলনা করেছেন।

বুরাওয়েঃ ১৯৪০ সালে কার্ল পোলানি যুক্তরাষ্ট্রের বেনিংটন কলেজে লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

কারি পোলানিঃ হ্যাঁ, বেনিংটনে তিনি *"দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন"* লেখার জন্য রকফেলার ফাউন্ডেশন থেকে দুই বছরের একটি ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। তিনি বেনিংটনের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ভাল সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু রকফেলার ফাউন্ডেশনের নিকট তাকে রিপোর্ট করতে হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা পড়তে দিতেন, তারা এটি পছন্দ করত না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার উপযুক্ততা নিয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

তারা লিখেছিল যে, তিনি আসলেই বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং "হাঙ্গেরীয় আইন ও কলেজ পাঠদান এবং দর্শন"-এর লেকচার শুনতেন এবং নোট করে রাখতেন। বলতে গেলে তিনি দর্শনের ওপর আগ্রহী ছিলেন। এটি ছিল সামগ্রিক প্রস্তাব। যাই হোক তারা এই প্রস্তাবকে পুনঃনির্মাণ করেন। এবং দুই বছর পরে ১৯৪৩ সালে- আমার বাবা ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে চান নি। তিনি ইংল্যান্ডে যুদ্ধ পরবর্তী পরিকল্পনায় অংশ নিতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ মূল যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এটা স্পষ্ট ছিল যে, মিত্র শক্তি জয়ী হতে যাচ্ছিল। এবং তিনি *"দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন"*-এর বাকি দুটি উপান্ত্য অধ্যায় অসমাপ্ত রেখেছেন। এবং যদি আপনি দেখেন, ঐ অধ্যায়গুলোর অসমাপ্ত থাকার চিহ্ন রয়েছে। শেষ অধ্যায় নয়, শেষ চাপ্টারের আগের দুটোতে এমন ছিল।

যদি তিনি বইটি শেষ করার জন্য থাকতেন, আমি মনে করি যে তা "কমন ম্যান'স মাস্টারপ্লান" নামক প্রস্তাবিত বইয়ের খসড়া সীমারেখা। যা তিনি ঐ শেষ দুটি অধ্যায়ে হয়তো সংযোগ করতেন। তার কিছু অংশ তিনি তার সহকর্মীদের কাছে রেখেছিলেন। এই দুটি উপান্ত্য অধ্যায় নিয়ে অনেক বিতর্ক এবং মতভেদ আছে।

বুরাওয়েঃ কিন্তু অবশেষে তিনি আমেরিকায় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেওয়ার জন্য ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু আপনার মায়ের জন্য আমেরিকায় বসবাসে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সুতরাং কানাডায় বসবাস করায় ইতি টানলেন।

কারি পোলানিঃ ইংল্যান্ডে বসবাস করা আরেকটি অপশনও হতে পারত, যেখানে বাবা ডব্লিউইএ-তে কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এটিও

>>

"মার্কেট ব্যবস্থাকে মানুষের ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভাগ্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রক হিসেবে গন্য করলে, পরিণতিতে সমাজের ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসবে"

কার্ল পোলানি

পরিষ্কার ছিল যে, আসলেই তার কিছু বলার ছিল। তাকে একটি বই লিখতে হত। এবং তার কাজও করতে হত। এবং তিনি ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগও পেতে যাচ্ছিলেন না। এটি ছিল খুব পরিষ্কার। সুতরাং ১৯৪৭ সালে কলাম্বিয়া থেকে প্রস্তাব আসল। এটি ছিল *দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন*-এর ওপর ভিত্তি করে। এই বইটির নিবন্ধ ছিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট ম্যাকাইভারের। যেটি অর্থনীতিক স্কুলগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিকরন ও সদৃশের ভিত্তিতে পরিচিত ছিল; এক কথায় পোলানির চিন্তা।

তখন লন্ডনে ইলিওনাকে বলা হয়েছিল যে, সে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের তার জন্য নিষিদ্ধ। এটা ছিল বড় সমস্যা। আমার বাবা ছিলেন খুবই চিন্তিত। তিনি তাকে দিয়ে আমেরিকানদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কোনোভাবেই করল না। ঐটা সম্ভব ছিল না।

তাই তিনি একটি ধারণা করেছিলেন যে, তারা সম্ভবত কানাডায় একটি বাড়ি তৈরি করেছে। এবং অবশেষে তিনি তাকে প্রবর্তিত করেছিলেন যে, এটি একটি সহজ সমাধান। সে তাদের জন্য টরোন্টোর বাইরে, গ্রাম্য এলাকায় একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করল- একটি ছোট সুন্দর বাড়ি। সেটি ছিল ১৯৫০ সাল। তিনি নিউইয়র্কের ছাত্রের সাথে মত বিনিময় করতেন। তিনি ক্রিস্টমাস, ইস্টার এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে আসতেন। এবং তিনি যখন অবশেষে ১৯৫৩ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেন, তিনি কানাডাতে অধিক সময় কাটাতেন। তার ছাত্ররা তার সাথে দেখা করতে আসত। এবং অন্যান্যরাও আসত।

বুরাওয়েঃ তাঁর গবেষণা একটি নতুন মোড় নিল। তিনি নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বেশি আগ্রহী হয়ে পড়েন। কিন্তু আমি যে চিন্তিত, সেটা আরেকটি আলোচনার জন্য গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ধন্যবাদ কার্ল পোলানির জীবন সম্পর্কে এতগুলো কথা বলার জন্য। আপনি দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন-এর অসাধারণ প্রাক ইতিহাস নিয়ে গূঢ় আলোচনা করেছেন। আমি মনে করি আমরা এখন এটা ভাল বুঝতে পারব যে, বিংশ শতাব্দিতে এটি কিভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বস্তু ছিল এবং কেন এটি বর্তমানেও এত গুরুত্বপূর্ণ।

> ট্রাম্প-এর অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতার অন্তরালে

পিটার ইভান্স, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, ইউএসএ এবং আইএসএ-এর অর্থনীতি ও সমাজ (আরসি ০২), ভবিষ্যমান গবেষণ (আরসি ০৭), শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪), সামাজিক শ্রেণীসমূহ ও সামাজিক আন্দোলন (আরসি ৪৭) ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৫৬) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

আমেরিকাই প্রথম-এটা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা।

"অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের" একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় তাদের বিংশ শতাব্দীর উত্তরসূরীদের কাছে, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন থেকে ফ্রেডরিক লিস্ট পর্যন্ত। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ধনী দেশগুলির সাথে "তাল মিলিয়ে" চলার দরিদ্র দেশগুলির একটি বুদ্ধি-বৃত্তিক ও মতাদর্শগত হাতিয়ার। ট্রাম্পের "আমেরিকাই প্রথম" স্লোগানটি

>>

এবং ব্রিটেনের বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্রেক্সিট প্রত্যাখ্যান একটি নতুন "অর্থনৈতিক জাতীয়তা উত্থান"-কে ইঙ্গিত করে? একটু গভীর পর্যালোচনা এই তথ্যকে গুরুতর বিভ্রান্তিকর বলে ধারণা দেয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ"-এর সংস্করণটি ফিতা-কাটার অনুষ্ঠানের মতই একটি আড়ম্বর মাত্র। "আমেরিকাই প্রথম" ডোনাল্ড ট্রামের প্রিয় স্লোগান। কিন্তু যখন "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের" তার সংস্করণটি বিশ্বব্যাপী নব্য উদারপন্থী পুঁজিবাদের ব্যর্থতাগুলির পক্ষে থাকে, তখন এটি বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের জন্য কোন হুমকি নয়। ভংগুর ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি)-এর কবরের উপর একটি অতি-রিক্ত ক্ষতিকারক নোংরা প্রলেপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিদ্যমান বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবিক পরিবর্তনগুলি একটি কৈশিক প্রকল্প বলে মনে হচ্ছে। বিদেশে চাকরির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমেরিকান কর্পোরেশনের প্রতি ব্যপক আহ্বান থাকলেও, কোন প্রমাণ নেই যে এই আবেদনগুলি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন সংযোগে বাঁধা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, যে কারণে স্টিভ বেনন ট্রাম্পের তালেবানের একটি "নীল নকশার" কৌশলবিদের মধ্যে বিষয়গুলো সব থেকে নিকটতম ভাবে দেখেছেন। এবং দাবি করে যে "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ" প্রশাসনের তিনটি মূল স্তম্ভের দ্বিতীয়। ট্রাম্পের মতো বেনন বুঝতে পারেন যে, "অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদ" একটি চিহ্ন যা বর্ণবাদী ও অভিবাসী বিদ্বেষ জমে থাকা অসন্তুষ্টিকে কাজে লাগানোর জন্য। যা সম্পৃক্তকরণ ও সম্প্রসারণ করে স্থাপন করা যেতে পারে এবং একই সাথে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্র-তিষ্ঠানকে দমন করতে পারে।

যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় "পুঁজিবাদের স্বর্ণযুগ" যা চার দশক আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই নব্য পুঁজিবাদের অধীনে যে জীবন তা বেশিরভাগ আমেরিকানদের জন্য সদয় নয়। স্থায়ী মজুরি একটি নিম্ন-গামী এবং নিন্দাগত বাস্তবতা সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আয় ও সুবিধাগুলো আরো অধিক ০.০০১% হারে স্থানান্তরিত হয়েছে (সম্প্রতি পিকেটি, সায়েজ ও জুকম্যান দ্বারা দীর্ঘায়িত হয়েছে)। সহস্রাব্দের নতুন টানাপো-ড়েনগুলো নতুন আসক্তির জন্ম দিচ্ছে এবং স্বল্প শিক্ষিত শ্রেতাঙ্গ মানুষের জন্য জীবনের প্রত্যাশাগুলি ঐতিহাসিকভাবে নিঃশেষিত হচ্ছে।

প্রচলিত আমেরিকান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একটি বাক্সে নিজেই আটকে গেছে। পুঁজিবাদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয় রক্ষায় ঝুঁকির মোকাবিলা করার জন্য এটি রাজি নয়। কিন্তু জনসমর্থন হ্রাসের প্রবণতা পরিবর্তন করতে এবং পুঁজির ক্রমবর্ধমান হ্রাসের গতিবিধি পরিবর্তন করতে পারেনি। প্র-তিষ্ঠিত রাজনীতিবিদরা কয়েক দশক ধরে সাধারণ আমেরিকানদের সন্তু-ষ্ট করতে ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের একমাত্র তত্ত্ব ছিল "মুক্ত বাণিজ্য"-ই তাদের জীবন উন্নত করতে পারে।

ট্রাম্পের আগ্রাসী বাগারম্বপূর্ণ "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ"-এর আলিঙ্গন তাকে বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি দূর্বল এবং নড়বড়ে অবস্থানে নিয়ে গেছে। পুঁজিবাদের কাঠামোগত কারনে, নেতিবাচক প্রভাবগুলি বিদেশী নেতাদের মধ্যে দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ পায়। যা পরবর্তী আলোচনার জায়গাকে সংকীর্ণ করেছে। এটি এমন দুর্বলতা যা যুদ্ধবিরোধী জাতীয়তা-বাদী আলোচনার বিপরীত হতে পারে। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ তার অর্থনৈতিক নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মনোযোগ আকর্ষণ না করে; মূলধনকে আরও যৌক্তিক দাবি করার অনুমতি দেয়া মূলত অযৌক্তিক এবং এক প্রকার বিধ্বংসী অর্থনৈতিক আচরণ।

এই রাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্ততা ও সক্রিয়তা তৈরির ফলে ট্রাম্পের অর্থ-নৈতিক জাতীয়তাবাদ এজেন্ডাটি "দ্বিতীয় স্তম্ভ" হিসেবে স্থাপিত হয়। ট্রাম্প আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে কম জনপ্রিয় মার্কিন রাষ্ট্র-পতিদের একজন। কিন্তু অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ তার সবচেয়ে কার্যকর মতাদর্শগত সরঞ্জামগুলির একটি। এটি ছাড়া বর্ণবাদ ও অভিবাসী বিদ্বেষ সংক্রান্ত আহ্বান তার একমাত্র আদর্শগত অস্ত্র।

ব্রেক্সিট যুক্তিগতভাবে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের একটি পরিপূরক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে যে "বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাজারগুলি সকলকে সমৃদ্ধ করে"। মন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন হয়তো মনে করতে পারেন যে সাধারণ ব্রিটিশরা লন্ডন শহরের ব্যাংকারদের জন্য তার এ মর্তাদর্শের ভাগীদার হবে। যার মুনাফা বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারে একটি বিশেষ অবস্থানে থাকবে। কিন্তু তার হিব্রু ব্রিটিশ জনগণকে অর্থনৈতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সরাসরি ভোট দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে বিশ্বায়ন। ক্লিনটন থেকে ওবামার কোন আমেরিকান রাজনীতিক এমন কিছু অনুমোদন দেয়ার সাহস করেনি। ব্রিটিশ জাতি এখনো বিশ্বায়নের প্রত্যাখ্যান নিয়ে আতংকিত।

ট্রাম্প এবং ব্রেক্সিট বিশ্বব্যাপী মূলধন লাভের জন্য মুনাফা অর্জনের হুমকি দিচ্ছে না। তবে তারা বৈশ্বিক নব্য উদারতাবাদের রাজনৈতিক পরিকাঠামোগুলির উত্থানের (অথবা সম্ভবত অনুমোদন) সংকেত দিতে পারে। বৈশ্বিক পুঁজিবাদ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে সাধারণ নাগরিকদের ভোট দেবার সুযোগ হঠাৎ করে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এলিটদের জন্য। "একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদের পক্ষে সর্বোত্তম সম্ভা-ব্য রাজনৈতিক শুল্ক" লেলিনের এই মতবাদ আর রাজনৈতিক অভিজাত-দের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। ইলেক্টোরেটগুলি অভিজাতদের বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। তারা ধারণা করে যে সাধারনভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের নি-র্বাচন ভাল জীবন নিয়ে আসবে। উগ্রপন্থি ও গণতান্ত্রিক উভয় এই প্রশ্নে উদারপন্থী। এ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে কি না তার সম্ভাবনাকেও তারা বিবেচনা করে। যেমনটি উলফগ্যাং স্ট্রেক বলেছেন, "গণতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের স্বল্পমেয়াদি বিয়ে ভেঙ্গে গেছে"।

দক্ষিণ বিশ্বে এই সমস্যাটি আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনীতিবিদরা বুঝতে পারেন যে, তারা বিশ্বব্যাপী পুঁজির শক্তির দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক স্থান এবং এটি আরোপিত নিয়মসমূ-হের মধ্যে চালানো উচিত। চি জিনপিং সতর্কভাবে অর্থনৈতিক জাতীয়তা-বাদীর মর্তাদর্শকে এড়িয়ে যান যখন তিনি দেওভসের সাথে কথা বলেন। এমনকি ব্রাজিল, চীন ও ভারতের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গা-নাইজেশনে)-এর বিস্ময়কর জয়লাভ নব-উদ্যোক্তা বাণিজ্য নিয়মের অস-ন্তোষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি হাতিয়ার। জাতীয়তাবাদীদের বৈধতা ঘোষণার পরিবর্তে কৌশলটি ছিল দক্ষিণের দেশগুলোকে তাদের নিজেদের ধারণায় তৈরি মুক্ত বাণিজ্যের নিয়ম দিয়ে আটকে ফেলা। তবুও ডেভিড হার্ভের এক দশক আগে নব্য উদারবাদীতার মতাদর্শিক অগ্রগ-তির জন্য যে নিয়মের বর্ণনা দিয়েছেন তা মঞ্জুর করা যেতে পারে। বাজারের মহিমান্বিত বলপূর্ব প্রভাব দ্যাং জিয়াওপিংকে প্রবেশ করে থাকতে পারে। চাইনিজ পদ্ধতি এখন মৃত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার থাবো এম্বেকি-এর নব্য রাজনৈতিক আনুগত্য এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এমনকি নব্য-উদারনীতির সূত্রগুলিতে বিশ্বাসের ফলে, বৈশ্বিক পুঁজিবা-দের শক্তির কাছে এখনও বিশ্বব্যাপী দক্ষিণের নেতারা দুর্বল এবং খুব কম ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীরা ট্রাম্পের দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী রয়েছে। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কার্ডের অভাব, বর্ণবাদ, অভিবাসী বিদ্বেষ ও দমনের কুখ্যাত সরঞ্জামগুলি প্রায়ই কৌশলগতভাবে ব্যর্থ হওয়ার অনেক সময় নেতাদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।

এরদোগানের তুরস্কের বিপ্লব, *গ্লোবাল ডায়ালগ* ৬.৩ (সেপ্টেম্বর ২০১৬) সংখ্যায় সিহান তুগল দ্বারা বর্ণিত একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এটি এমন একটি জাতির সাথে শুরু করে যা "মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ" ছিল। এরদোগানের বিচার ও উন্নয়ন পার্টি প্রথমে নব্য উদার পুঁজিবাদকে প্রশ্রয় দান করে। তারপর নব্য উদারপন্থী পুঁজিবাদ প্রচলিত গণতান্ত্রিক নিয়মগুলির মধ্যে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য একটি উপাদানগত ভিত্তি প্রদান করতে পারেনি। এই শাসনটি "তুচ্ছ সর্বগ্রাসী-তা" বিবেচনা করে "গণ সংহতি ও কট্টরপন্থার" উপর নির্ভর করে তুরস্ককে

>>

এগিয়ে নিয়ে যায়।

ভারতে নরেন্দ্র মোদির শাসন একই চিত্রের বাহক।। ধর্মীয় কট্টরপন্থী-দের সবচেয়ে চরমপন্থা একটি শাসনতন্ত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে; যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাচনী গণতন্ত্র (যদিও অত্যন্ত অনুপযোগী) ৭০ বছর ধরে সকল মতভেদের বিরুদ্ধে বেঁচে ছিল। সহস্রাব্দ ঘুরে ভারতের নবগঠিত পুঁজিবাদের স্বীকৃতির ফলে দেশটির বেশিরভাগ মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু মোদির বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) অন্য "বাইরের" ও "অবিশ্বস্ত" হিন্দুদের সাথে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে উন্মুক্তভাবে হিন্দু শ্লোগানধর্মী কৌশলে বড় মুলধন যোগান দিয়ে দৃঢ় সংযোগ থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

মনোযোগ ট্রাম্প নাকি দক্ষিণে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ও উৎপাদন সম্পর্ক থেকে যে লাভ পাওয়া যায় তা "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্থান" দ্বারা হুমকির সৃষ্টি হয় না। সাধারণ মানুষ ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে প্রকৃত হুমকি হচ্ছে বৈষম্যমূলক নব্য উদারপন্থী পুঁজিবাদের শাস্তিমূলক প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছার ও ক্ষমতার অভাবের পরাশক্তির ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক কৌশল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বৈশ্বিক হুমকি। কারণ তিনি একজন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী নয়। কিন্তু তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সামরিক যন্ত্রপাতি প্রধানের কমান্ডার ছিলেন। প্রকৃত নীতিমালা পর্যালোচনা করে সম্ভবত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে এত অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী নন যে, তিনি আবিষ্কার করেছেন অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী বক্রোক্তি তার দৃঢ়তা থেকে পুঁজিবাদী আধিপত্যের সর্বাধিক ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যে বিভ্রান্ত করতে সহায়ক। অন্যান্য নেতারা যারা পুঁজিবাদের ব্যর্থতার সাথে বসবাস করে; কিন্তু তাদেরকে জাতীয় অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের তাস খেলতে বিশ্বব্যাপী পুঁজির শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তারা মূলত ক্ষমতার বিকাশের জন্য আরও জঘন্য কৌশল ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়।

কোন "অনমনীয়" যুক্তি আমাদেরকে হয় উন্নন জীবনযাত্রা প্রদানে পুঁজিবাদের চলমান ব্যর্থতা অথবা রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ঘৃণাত্মক কৌশলগুলির অবলম্বনকে স্বীকার করতে বাধ্য করে না। যতক্ষণ না তাদেরকে নিচের দিক থেকে প্রগতিশীল সংহতির আঘাত দ্বারা কম্পিত করা না হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বদা মনে করে যে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রূপান্তরকে বাঁধা দেয়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে যা অপ্রত্যাশিত, তা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা ও নিরুৎসাহিত বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

মিথ্যা অর্থনৈতিক জাতীয়তা বিকাশের মাধ্যমে পুঁজিবাদের আরও প্রতিক্রিয়াশীল সংস্করণে ফেরত পাঠানোর জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে মার্কিন জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত রেকর্ডের বাইরে যেতে অনুমতি দেওয়া হয় নি। বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নি স্যান্ডার্স, যিনি সর্বোচ্চ অনুমোদন পেয়েছেন এবং যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কিছু করার বিশ্বাসযোগ্য প্রচেষ্টা করেছেন। একজন সমাজতান্ত্রিক হয়েও তিনি দুই প্রধান দলের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়ে উঠছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
পিটার ইভান্স <pevans@berkeley.edu>

> ট্রাম্পবাদ ও শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্মজীবী শ্রেণী

রাকা রায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, ইউএসএ

ট্রাম্পের সমর্থকের মূল অংশ- শ্রেতাঙ্গ শ্রমিক শ্রেণী।

গণমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবী উভয় মহলে ট্রাম্পের ভোটারদের নিয়ে এবং ভার্জিনিয়া ভিত্তিক কাল্টভিলের মতো ডানপন্থী আন্দোলনকারী যারা ব্যাপক শো আপ করেছে যাদের বলা হয় "বিক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ"। তাদের নিয়ে লেখালেখি একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। *ওয়াশিংটন পোস্টের* জিজ্ঞাসা- "এতো বেশি শ্বেতাঙ্গ মানুষ কেন এত ক্ষুব্ধ?" সমাজবিজ্ঞানী মিশেল কিমেল বলেন যে, "ক্ষুব্ধ অধিকার" তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। যুক্তরাষ্টের বিগত নির্বাচন শেষে যখন ভোট গণনা ও বিশ্লেষণ করা হলো তখন একটি স্পষ্ট সমর্থক গোষ্ঠী দেখা গেল। কলেজ ডিগ্রিবিহীন শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের ৭১% ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে এবং কলেজ ডিগ্রিধারী শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ভোট দিয়েছে ট্রাম্পকে(৫৩%)।

যেখানে বাম ও ডানদের অধিকাংশই তাদের "বিক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গ পুরুষ" ভোটার হিসেবে দেখে থাকে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় বিষয়টির সবগুলো উপাদান খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে। এই শ্রেণীর ভোটার গোষ্ঠী হলো একই সাথে শ্বেতাঙ্গ, পুরুষ এবং কর্মজীবি; এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয়, শ্রেণী এবং লিঙ্গের বিষয়গুলো একইসাথে বিশ্লেষণ ও বুঝতে হবে।

যুক্তরাষ্টে ফোর্ডইজম এর পতন এবং এর সাথে সম্পর্কিত 'ভালো" কাজ কমে যাওয়া শুধুই কর্মজীবী শ্রেণীগত বিষয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতকের মাঝামাঝি ফোর্ডইজম মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে অ্যাসেম্বলি লাইন ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পর্কিত ভালো কর্মসংস্থান করতো এবং ভালো বেতন দিতো যাতে শ্রমিকেরা উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করতে পারে। সেই সাথে কাজের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তাও বেশি ছিল। কিন্তু বাস্তবে ফোর্ডইজম একইসাথে আরো অনেক কিছুই বুঝায়। বৃহৎ শিল্প উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ ভোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ফোর্ডইজম পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি মাত্র বৈশিষ্ট ছিল না। এটা একই সাথে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিফলন ছিল। ফোর্ডইজম এর আদর্শ স্বচ্ছলভাবে সংসার চালানোর উপার্জনকেও ধারণ করে যেখানে একজনের উপার্জনে পুরো পরিবারের খরচ চালাতে পারে। এই ধারণায় সত্যিকার অর্থে সচ্ছলভাবে সংসার চালানোর উপার্জনকে ধরে নেওয়া হয়েছিল শ্রমের বিভাজন অর্থে যেখানে পুরুষ উৎপাদনের বিষয়টা এবং নারী ভোগের বিষয়টা দেখাশোনা করবে (এবং কর্মীদের সুবৃদ্ধি ও সোশ্যাল রিপ্রোডাকশন কমিয়ে আনবে)। লৈঙ্গিক বোধের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতো যে নারী নয় পুরুষই ভালো কাজ করবে আর এভাবেই তাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে। এবং ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে নারীর উপার্জন ক্ষমতা অনেক কম (নারী-পুরুষ সমান বেতন আইনের অবর্তমানে) এবং তাকে ঘরে থাকতে হবে। সত্যিকার অর্থে অনেক পুরুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ছিল যে, তারা পুরুষ এবং এজন্যই তাদের ক্ষমতা আছে পরিবারের ভরণ-পোষণের।

এই সংসার চালানোর মতো উপার্জনক্ষম পুরুষদের বাইরেও অনেক পুরুষ ছিল যাদের মজুরি যথেষ্ট ছিলনা। যেমন কালো এবং অভিবাসীদের। ফোর্ডইজম এভাবেই দক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবী পুরুষদের সুবিধা দিত। একইসাথে নারীরা এই সুবিধার বাইরে থাকতো যারা কিনা পুরুষের সম-

>>

কক্ষ ছিল না এবং সেই সকল নারীদেরও এই সুবিধার বাইরে রাখা হয় যে পরিবারের পুরুষটি পরিবারের খরচ চালানোর মতো যথেষ্ট উপার্জন করত না। এটা এমন একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হতো স্বাস্থ্য খাতে, শিক্ষায় এবং বয়স্কদের জন্য। যখন একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মজীবী মানুষ একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারত এবং এটা তাদের নাগালের মধ্যেই ছিল।

নারীদের সামাজিক আন্দোলন, কালোদের সমান অধিকার, সমান বেতন, উৎপাদনমূলক কাজের অধিকার, বাকস্বাধীনতা, যুদ্ধবিরোধী ও যৌন স্বাধীনতার বিভিন্ন আন্দোলনের ঢেউ সমন্বিতভাবে ফোর্ডইজম-এর পতনের কারণ হিসেবে কাজ করে। ফোর্ডইজম-এর পতন ও একক পারিবারিক স্বচ্ছল উপার্জনের সমাপ্তির সাথে সাথে দ্বৈত উপার্জনক্ষম পরিবারের উত্থান ঘটে এবং পরিবারের একক স্বচ্ছল আয়ের ধারণাটা বড় ধরণের ধাক্কা খায়। বর্তমানে বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীর নিম্ন মজুরির অঞ্চলগুলোতে পুনঃস্থাপিত হয়েছে ফলে যন্ত্রের ব্যবহারের কারণে অনেক কর্মসংস্থান নষ্ট হয়েছে। নতুন ব্যবস্থা কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়কেই কাজের সুযোগ দিয়েছে এবং রাষ্ট্র ও যৌথ খাতগুলোকে সামাজিক কল্যানমুলক ক্ষেত্রে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করেছে।

চল্লিশ বৎসরের বেশি সময় ধরে শ্রেতাঙ্গ পুরুষের মধ্যম আয় যা মূল্যস্ফীতিকে সমন্বয় করত আজ তা নিদেনপক্ষে নিশ্চল হয়ে গেছে। যেখানে সাদা নারী কর্মজীবী প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। মধ্যম আয়ের কালো নারীদের সংখ্যা দ্বিগুনেরও বেশি বেড়েছে এবং মধ্যম আয়ের কালো পুরুষের সংখ্যাও বেড়েছে। এমনকি মহামন্দা এবং পরিমিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাঝেও সাদা নারী এবং কালো নারী-পুরুষ এগিয়ে গেছে। কিন্তু সাদা পুরুষের আয় বৃদ্ধির টাকাটা চলে গেছে প্রধানতঃ ধনীদের পকেটে।

যেহেতু ফোর্ডইজম একই সাথে শ্রেণী, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এবং লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত ছিল, এর পতনের প্রতিক্রিয়াটাও এই তিনটি বিষয়কে মাথাচাড়া দেওয়ার ভিত্তি দিয়েছে। যখন কোনও সাদা কর্মজীবী পুরুষ তার কর্ম হারায় তখন তারা পুরুষত্ব হারানোর অনুভূতি বোধ করে। নারীর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং অন্য রঙের মানুষের উপরে প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে। তারা নিজেদের যা ভাবতো সেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই ক্ষেত্রে "ক্ষুব্ধ অধিকার" শব্দটি যথাযথ মনে হলেও আমি মনে করি সেটি যথেষ্ট নয়।

দার্শনিক ন্যান্সি ফ্রেজার সম্প্রতি যুক্তরাষ্টের দুই ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলেছেন-পুনর্বিন্যাসের আন্দোলন এবং স্বীকৃতির আন্দোলন যা হারিয়ে যাওয়া উৎস হতে উৎসারিত রাজনীতিকে বুঝতে সাহায্য করে। ফ্রেশার পুনর্বিন্যাস আন্দোলনকে বস্তুগত অসমতার আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছেন যার মধ্যে আছে উপার্জন এবং সম্পদের মালিকানা, কাজের প্রাপ্যতা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা। পুনর্বণ্টন বলতে তিনি আর্থ-সামাজিক অসাম্যও বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন বলতে বুঝায় প্রতীকী অবিচার। যেমনঃ সাংস্কৃতিক আধিপত্য, স্বীকৃতি, অসম্মান- প্রান্তিক গোষ্ঠী যেমন সমকামী, উভকামী, কালো অথবা নারীর মতো যারা সমাজে সম্মানের জন্য আন্দোলন করছে।

ফ্রেজার গবেষণা করে পুনর্বিন্যাস ও স্বীকৃতির বিষয়কে আলাদা করে দেখিয়েছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে এই বিষয় দুটো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কলেজ ডিগ্রিবিহীন শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা ২০১৬ সালে ভোট দেয় স্বীকৃতি ও পুনর্বিন্যাসের জন্য। তারা পুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি চেয়েছে যারা আর সংসারের খরচ চালাতে পারবে না বলে ভীত ছিল পুরুষ হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার। এই শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই অনুভব করতো যে তাদের শ্রেতাঙ্গকে ব্যাঙ্গ করা হয়েছে, জনগণ গোড়া হয়ে যাচ্ছে, নারীরা ক্ষমতা পাচ্ছে এবং রাষ্ট্র দৃশ্যত অন্য রঙের মানুষকে সুবিধা দিচ্ছে সুবিধাজনক পলিসির মাধ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থীরা এখন অনেক চতুর এবং এই পরিস্থিতি বামদের চেয়ে ভালো বুঝেছে। সেই সাথে এটাকে পুঁজি করে মার্কিন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। যেমনঃ

- যোগ্য বনাম অযোগ্য দরিদ্র দাবিদার (সেই ধারণা যেখানে কিছু মানুষ দারিদ্র বরণ করেছে। কারণ তাদের চাকরি নিয়ে নেওয়া হয়েছে বনাম কিছু মানুষ যারা কাজ করতে চায়না)।
- নেটিভিজম (অভিবাসীরা শুধু যোগ্যদের কাছ থেকে কাজগুলো নিয়ে নিচ্ছে না বরং তাদের সংখ্যা আমেরিকাকে একটি অপেক্ষাকৃত কম সাদা অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করছে এমন একটা উৎকণ্ঠা)।
- পুরুষরা হবে জীবিকা নির্বাহী (এটার অর্থ যেসকল নারীরা নেতৃত্ব দিতে চায় বা পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে চায় তাদেরকে তাদের পেছনেই ফেলে রাখা) সফলভাবে কাজে নিয়োগ এবং পুনর্বিন্যাসের এই সামগ্রিক আলোচনার স্বীকৃতি তাদের মধ্যে এক ধরণের প্রতিহিংসার রাজনীতির জন্ম দেয় যা শ্বেতাঙ্গ কর্মীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মার্কিন বামপন্থী আলোচনায় পুনর্বিন্যাস ও স্বীকৃতির রাজনীতির মধ্যে একটি বৃহত্তর অসংযুক্তি দেখা যায়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুবিচারের রাজনীতি (উদাহরণ স্বরূপঃ ট্রান্স ফ্রেন্ডলি বাথরুম) এবং পরিবেশগত রাজনীতির যত বিষয়গুলো সামনে আনা হয়েছে সেগুলো পরস্পরবিরোধী। ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটারের মতো গ্রুপ যারা স্বীকৃতি ও পুনর্বিন্যাসের রাজনীতিকে সমন্বয় করার প্রয়াস চালায় তাদের আবেদন এখনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেনি। যদিও আলোচনাগত ও বস্তুগত কারণসহ আরো অনেক কারণেই বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করা সবসময়ই কঠিন- যে বিষয়গুলোর যোগসাধনের ফলেই ডানপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছে এবং কর্মজীবী শ্বেতাঙ্গ পুরুষদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
রাকা রায় <rakaray@berkeley.edu>

>>

> অভিবাসন ও ট্রাম্প-যুগের রাজনীতি

জি. ক্রিস্টিনা মোরা, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, ইউএসএ

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম যিনি-আমেরিকা অভিবাসীদের জায়গা এই সত্যতার বিদ্রুপ করছেন।

২০১৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে আলংকরিক বাকুযুদ্ধ শুরু হয়েছিল যে, কে আবার আমেরিকাকে মহান করতে পারবে? কে পারবে আমেরিকার নৈতিক ও অর্থনৈতিক নিম্নগতিকে রুখে দিতে। আর এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল অভিবাসী সমস্যা, যাদের বলা হয় "মন্দ বাসিন্দা" এবং মেক্সিকোর অপরাধীরা এতে আরো মসলা যোগ করে যেন বিস্ফোরণ ঘটায় প্রতিনিধি ট্রাম্পের বক্তব্য ও প্রচারণা। অভিবাসীদের সমতা, অপরাধী সেই ধারাবাহিকতায় চাকুরিচ্যুত হওয়া শ্রেণী, জাতীয়তাবাদীদের মদদ দান, অভিবাসী প্রবেশ বন্ধ নিয়ে উত্তেজনা এ বিষয়গুলো আরো গভীর ও জটিল আকার পায় যখন রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন তথা ট্রাপ আমেরিকা/মেক্সিকো বর্ডারের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং জনতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে "দেয়াল তুলে দাও"।

অনেক অভিবাসী বুদ্ধিজীবীর কাছে জনগণের এই ভয়ংকর উত্তেজনাটিকে মনে হয় ভুল। যার কারণ মূলত তিনটি প্রথমত, বিগত দশকে অভিবাসী আগমনের হার প্রায় শূণ্য। প্রতি বছর যে পরিমাণ অভিবাসী আসে প্রায় সমসংখ্যক ছেড়ে চলে যায়। এবং সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মেক্সিকান অভিবাসীরা আসার বদলে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমেরিকায় গণ অভিবাসনের যুগ শেষ। তবুও অভিবাসীদেরকে রাজনৈতিকগোষ্ঠী বেআইনী বলে আখ্যা দিয়েছে দ্বিতীয়ত কংগ্রেস বাজেট অফিস সহ অধিকাংশ গবেষণায় নির্দেশ করে যে অভিবাসীরা মোট অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক বড় মাত্রায় সাহায্য করে। অভিবাসীদের মধ্যে যারা অননুমোদিত তারাও কর দেয় এবং যারা দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসী তাদের একটা বড় অংশ দেশের উদ্যোগক্তাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তারপরও বিভিন্ন রাজনীতিবিদ তাদের ব্লগে এই বলে সর্তক করে যে অভিবাসীরা জনসচেতনতা মূলক কাজে কম আগ্রহী এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজিত। সবশেষে অভিবাসীরা সবার সাথে মিশতে চাইলেও সংস্কৃতির জন্য তাদের একটি বিশাল হুমকি মনে করা হয়। বিশেষ করে তাদের সন্তানরা যারা ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অধিকাংশ অভিবাসীই ধার্মিক। আর এ কারণেই রোনাল্ড রিগান ও ল্যাটিনোদের রিপাবলিকান বলেছিলেন যা তারা আজও জানেনা।

এ রকম অনেকগুলো গবেষনার ফলাফল থাকা সত্ত্বেও দিনশেষে অভিবাসন নিয়ে যে চলমান আতঙ্ক তারই জয় হয়। এটা কি শুধুই ডানপন্থি রাজনীতিবিদের ক্ষেত্রে তা নয়। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মিডিয়া ও তার মূল স্রোতের ডেমোক্রেটিক নেতারা এই আগুনকে উস্কে দিচ্ছেন। মিডিয়া সরাসরি কট্টর অবস্থান না নিলেও বিভিন্ন পন্থায় তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন, *নিউইর্য়ক টাইমস* তারা প্রায়শই অভিবাসিদের খরচ ও অপরাধের পরিমাণ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু তারা কিভাবে সমাজের উপকারে আসে তা প্রকাশ করেনা। তাছাড়াও ডেকা (ডির্ফাড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড এরাইভালস)[১] একটি অনুচ্ছেদে বলা হয় যে ওবামা সরকার একই ধরণের জাতীয়তাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল। বুশ শাসন আমলেও ধীরে ধীরে অনেক অভিবাসীদের বিতাড়িত করা হয়। বুশ তার শাসনামলে বিগত দুই দশকের থেকেও বেশি অভিবাসিদের বিতাড়িত করে। এ কারনে রির্পোটে তাকে "ডির্পোটার ইন চিফ" বলা হয়। এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে তার শাসনব্যস্থায় মূলত যারা নতুন অভিবাসী তাদের বিতাড়িত করা হয়। যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের তুলনায়। কিন্তু এর ফলে যারা অভিবাসিদের পক্ষের আইনজীবী ছিল তাদের আন্দোলন সামান্যই স্মিত হয়। যারা আশা করেছিল যে তাদের এই আন্দোলন বুশের ইয়েস ইউ ক্যান বাতিল করতে সক্ষম।

নভেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ডেমোক্রেটরাও অভিবাসিদের অধিকার নিয়ে অনেক ওয়াদাপূরনের কথা বলেছিল যাতে তারা বিজয়ী হয়। টিম কেইন, ডেমোক্রেটিক ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তার স্প্যানিশ ভাষায় তৈরী "ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশানের" ভাষণে অভিবাসীদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, ডেমোক্রেটিক পার্টি এই অভিবাসী আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখবে। ক্লিনটন টেক্সাস ও ফ্লোরিডার রাস্তায় র‍্যালি করার সময় বার বার ঘোষণা দেন যে অভিবাসীদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ওবামার শাসনামলে যা কিছু হয়নি, তিনি তার সব করবেন। হিসপ্যানিক/ল্যাটিনো সহ আরও কিছু সংস্থা এ ঘোষনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। এবং দক্ষিনপূর্ব রাজ্যে প্রথম একজন ল্যাটিনোকে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে স্থান পেতে ভূমিকা রাখে।

এশিয়ার গোষ্ঠিগুলোও পিছিয়ে নেই। যদিও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ল্যাটিনোদের তুলনায় তারা সংখ্যায় কম তবুও এশিয়ার সংস্থাগুলোও এ অভিবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নির্বাচনের আগের মাসেও এশিয়ার জনগোষ্ঠী ও ভোটাররা ভার্জিনিয়া ও নেভাডার মধ্যে অঙ্গরাজ্য নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভোটার রেজিষ্ট্রেশন ক্যাম্পেইন চালু করে। একই সাথে মানুষের সর্তক করে যে, ডেমোক্রেটকে ভোট দেয়াই মঙ্গলজনক, কারণ তারা অভিবাসিদের এ আন্দোলনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

>>

কিন্তু এ ধরনের প্রশংসনীয় পদক্ষেপের পর এশিয়ান বা ল্যাটিনোদের কেউ ইলেকট্রোরাল ফলাফলকে পরিবর্তন করতে পারেননি। জাতীর ভাগ্য নির্ধারণ হয় কিছু ছোট সম্প্রদায় ও শহরের মাধ্যমে যেমন- মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, অহিও। সমুদ্রতীরে অভিবাসীদের প্রবেশপথ আছে যে রাজ্যগুলোতে সেগুলো দ্বারা নয়। এক্ষেত্রে মধ্য দক্ষিণের রুশবেল্ট রাজ্য পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে নব্বই দশক থেকে এখন পর্যন্ত সেখানকার অভিবাসীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অভিভাসীরা যে শুধুই কৃষিক্ষেত্রেই জায়গা করে নিয়েছে তা নয়, তাদের বাহ্যিক অবস্থান ও সংস্কৃতি ডানপন্থি নেতাদের কাছে অস্ত্রের মত যারা তাদের অবস্থানকে দৃঢ় করার জন্য এর ব্যবহার করে। অভিবাসিদের চাকরি হারানোর ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানকে দায়ী করা হয় কিন্তু রাজনীতিবীদরা বিশ্ব অর্থনীতি ও সামাজিক অসমতার চলমান বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়না।

সুতরাং কি কারণে তারা অভিবাসিদের অধিকারের বিষয়টি ত্যাগ করেছেন? বিশেষ করে ওয়াশিংটনের নেতারা এই অভিবাসী বিষয়টি শ্রুতিগোচর করতেই নারাজ। উত্তরটি পরিষ্কার না হলেও এটুকু বলা যায় রাষ্ট্রগুলো খুব শীঘ্রই অভিবাসীদের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কোন পরিকল্পনা নেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্যালিফোর্নিয়া যারা নথিবিহীন অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা ও ড্রাইভিং লাইন্সেস দিয়ে থাকে, এছাড়া সব ধরনের আইনি সহযোগীতা ও সুবিধা নিশ্চিত করে। সেখানে শহরের অন্যান্য জায়গায় তাদের "স্বর্গীয়দের" মত রাখা হয়। যারা বর্তমানে ট্রাম্পে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে।

কিন্তু তবুও রাস্তা সহজ নয় ট্রাম্প, ওবামা তৈরী অভিবাসন নীতি ও যুগের বদল চায়। তার শাসনামলে প্রথম বছরেই অভিবাসীদের সাথে অপরাধের সংযোগ প্রমান করতে ব্যস্ত ছিল। তারা মুসলমানদের যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা হঠাৎ করেই জাতীর মধ্যে মুসলমান ও সন্ত্রাসের সংযোগ নিয়ে যে ধারণা ছিল তা উস্কে দেয়। তিনি জয়ী অরপাও এবং এরিজোনা শেরিফের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন যারা কোর্টের নিয়ম ভঙ্গ করে "বেড হোমারস" হিসেবে পরিচিত হয় শুধুমাত্র তাদের অনথিভুক্ত অভিবাসনের কারণে। ট্রাম্প ডেকা কর্মসূচীও বন্ধ করে দেন, যদিও তাদের মূল লক্ষ্য ছিল শিশু অভিবাসীরা যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডেযুক্ত নয় বা জনগনের নিরাপত্তা ঝুকির জন্য দায়ী নয়।

আন্দোলনের কি সত্যি জবাব এসেছে ২০০৬ সালে হাজার হাজার অভিবাসী তাদের অধিকারের দাবীতে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে। তারা স্লোগান দেয় "এগিয়ে আসুন, ভোটাধিকার পাবই"। অভিবাসীদের অধিকার ও মানবাধিকারের এক দশক পেরিয়ে গেলেও কোন ফলাফল আসেনি। অ্যামেন্যাস্টি ছাড়া অভিবাসীরা ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকও হতে পারত না। একজন সক্রিয় মানবাধিকার কর্মী মানবাধিকার সংস্থার কাছে আশাবাদ জানান নে যে আমেরিকানরা অদূর ভবিষ্যতে অভিবাসীদেরকে বিশ্ব নাগরিক সম্প্রদায় হিসেবে মেনে নেবে। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি খুবই অলীক চাওয়া কারণ হল ট্রম্পের আমেরিকান জাতীয়তাবাদীনীতি যা নিয়ে কর্মীরা খুবই সংকিত এটা নিয়ে যা ভবিষ্যত আন্দোলন হয়ত আরো বিতৃষ্ণার জন্ম দেবে। কারন ২০০৬ সালের আন্দোলনের পর ইতিমধ্যে স্থানীয় অনেক অভিবাসী বিদ্বেষী সংগঠন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওবামা নির্বাহী আদেশের অধীনে আশ্রয় নীতি বাতিল করতে হুমকি দিচ্ছে। যা ডিএসিএ (শিশু আগমনের জন্য বিলম্বিত পদক্ষেপ) নামে পরিচিত। এটি তাদের জন্য ছিল যারা নাবালক থাকাকালীন অবৈধভাবে আমেরিকায় এসেছিল। তারা স্বপ্নদর্শী হিসেবে পরিচিত ছিল।

অভিবাসী আন্দোলন আসলে একটি রাজনৈতিক গুটি যা দুই দিক থেকেই ব্যবহৃত হয়। পরিবারের সাথে একাত্ব হবার এ লড়াই অভিবাসীদের আমেরিকান স্বপ্ন পুরণের একটি সুযোগ অবশ্যই প্রাপ্য। আর অভিবাসীদের অধিকার আদায়ে কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোন বাবা-মাই তার আমেরিকায় জন্ম নেয়া সন্তানকে ফেলে যাবে না। কোনও ব্যক্তিই তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আশ্রয় বা সুযোগ ত্যাগ করতে রাজি হবেনা। শুধু এই কারণে যে তার জন্ম দেয়ালের অন্য পাশে। একই সাথে আমরা এটাও জানি যে আমেরিকার অভিবাসন নীতির কোন বড় ধরণের উন্নয়ন কখনো হবেনা। কারণ নিয়ম সেভাবেই থাকে যেভাবে তাকে সাজানো হয়। আর এই নিয়ম এমনভাবে বানানো ও সাজানো যে, এর মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে খুব স্বল্প দামে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া ও শোষণ করা যাবে। কোন সমসাময়িক নিয়মের সামান্য পরিবর্তন বা স্বল্পমেয়াদি অ্যামেন্যাস্টি কার্যক্রম এই বিশাল গতিশীল নিয়মকে ভাঙ্গতে পারবেনা। ■

১ দ্য দিফারড অ্যাকশন ফর চিলড্রেন এরাইভাল (ডিএসিএ) ছিল ওবামা শাসনামলের আদেশ। যা তাদেরকে অনুমতি দিত যারা নাবালক হিসেবে দেশটিতে প্রবেশ করত এবং সেটা অবৈধভাবে প্রবেশই হোক অথবা অবস্থানই হোক। নির্বাসন থেকে এই বিলম্বিত পদক্ষেপের ২ বছরের নবায়নযোগ্যতা মেনে নেওয়া হত একইসাথে কাজের অনুমতির জন্য উপযুক্ত করা হত।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জি. ক্রিস্টিনা মোরা <cmora@berkeley.edu>

> শ্রমিক নিপীড়নকারী ট্রাম্প

রুথ মিল্কম্যান, নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ এবং আইএসএ-এর শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউনিয়নের উচ্চ মর্যাদা ও ফাইলে সফলভাবে আবেদন করেন। ইউনিয়ন নেতারা প্রেসিডেন্টের পিছনে সারি দিতে শুরু করেছে। এখানে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইউনিয়ন নেতাদের পার্শ্বে অবস্থিত।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত ক্ষমতা দখলের আগে বামপন্থি নেতাদের সব থেকে বড় সাফল্য হল যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করা ও এর কর্যক্রমের মৃত্যু ঘটানো। প্রায় দশক পেরিয়ে যাবার পর ইউনিয়ন বদ্ধ এবং অন্য শ্রমিক সংগঠনগুলোর আন্দোলন ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। যে ধারা হঠাৎ ১৯৮০ সালে রোনাল্ড রিগানের নির্বাচনের পর থেকে শুরু হয়েছিল, যে জনপ্রিয়তার আবেদন রোজ বেল্টের পর শ্রেতাঙ্গ কর্মজীবী শ্রেণী ৩৬ বছর পর ট্রাম্পের বেলায় দেখিয়েছে। রিগান ইউনিয়নবদ্ধ বাড়িগুলো থেকে একটা বড় অংশ প্রায় ৪৫% ভোট লাভ করেছে। ১৯৮০ সালের পর ট্রাম্পই ৪৩% ভোট পেয়েছে, কিন্তু এ বিষয়টি ধীরে ধীরে জনগণের ভাবনা থেকে চলে গেছে।

অবশ্য ইউনিয়নবদ্ধ গোষ্ঠিগুলোর আধিপত্যের কারনে বিগত বছরগুলোতে শ্রমিক আন্দোলনগুলো হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫০ এর মধ্যবর্তী সময়ে এর হার ছিল ৩৫% যা ২০১৬ সালে কর্মচারীদের মধ্যে ১০.৭% বেসরকারীদের মধ্যে ৬.৪% নেমে এসেছে। ১৯৫০ সালে ইউনিয়নের সদস্য-

>>

দের মধ্যে যে হার ছিল প্রায় ৩৫%। ১৯৮০ সালে শ্রমিক ধর্মঘটের হার কমতে শুরু করে, আর এই ধর্মঘটের কাইণ ছিল অফিসের কর্মকর্তারা ইউনিয়ন নেতাদের নিজেদের স্বার্থে উস্কে দিত। "কর্ম অধিকার আইন" (যা বেসরকারি খাতে নিষিদ্ধ) ২০১৬ সালের শেষের দিকে প্রায় ২৭টি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে, (১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ২০টি রাজ্যে ছিল) যার মধ্যে তৎকালীন শক্তিশালী ইউনিয়ন বদ্ধ রাজ্য ওয়াশিংটন ও মিশিগানও ছিল। ২৮ তম রাজ্য হিসেবে গত ফেব্রুয়ারি মাসে মিছোরি এই তালিকায় যোগ দেয়। আর এটা সকলেরই জানা যে একবার কোন শক্তিশালী ইউনিয়নকে অকেজো করতে পারলে তা গত ৪০ বছর ধরে চলতে থাকা সামাজিক অসমতার বিভিন্ন স্তরে স্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়বে।

বর্তমান বছর গুলোতে সব থেকে আশাবাদী বিশৃঙ্খলা বদ্ধ শ্রমিক ক্ষেত্র হল সরকারি ক্ষেত্রগুলো। যেখানে ইউনিয়নবদ্ধ হবার হার বেশী এবং তুলনামূলকভাবে স্থির। কিন্তু বিশাল অর্থনৈতিক অধঃপতনের পর সরকারি খাতেও বদল আসতে শুরু হয়। নতুন ধরনের দাপ্তরিক ব্যবস্থা সরকারি খাতেও বাধার সৃষ্টি করে, রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রণাধীন রাজ্যগুলোতে জোরপূর্বক অধিকস্র নিয়ে গোষ্ঠিগত দরকষাকষি শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে উইস্কসন ছিল প্রথম রাজ্য যেখানে প্রচ্ছদে একটি শিশুর ছবি দিয়ে অনুমোদিতভাবে এই দরকষাকষি শুরু হয়। ২০১১ সালে নব নির্বাচিত রিপাবলিকান গর্ভনর স্কট ওয়াকার হঠাৎ খুব দ্রুত সমস্ত খরচ তালিকা ও সরকারি ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সমস্ত অধিকার বন্ধ করে দেন। পরে জণগনের ব্যপক বিক্ষোভের মুখে এই পন্থা বন্ধ হয় এবং ওয়াকার গর্বের সাথে আইনে সই করেন।

এ বিষয়টি গরডন লেফার তার ২০১৭ সালের বই *"দি ওয়ান পার্সেন্ট সলিউশন"*-এ উল্লেখ করেন। উস্কন মূলত ডানপন্থি হিসেবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারি খাতের ইউনিয়নগুলোকে দেশব্যপী শান্ত করতে শুরু করেছে। সেটা ক্ষুদ্র আকারে নয় কারণ ইউনিয়নগুলোর ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক অর্থের জোগানের অনেক বড় একটা উৎস। ইউনিয়নবদ্ধতার হার সরকারিখাতে জাতীয়ভাবে খুব কমই তারতম্য হয়েছে ২০১৬ তে ৩৪.৪% যা ২০০৮ এ ছিল ৩৬.৮%। কিন্তু এটা আরো পরিবর্তন হবে যদি উস্কনের মত রিপাবলিকানরা নেত্রত্বে আসে।

রেগানের প্রথম বছরে অফিসে সাদা শ্রমিক শ্রেণীর নির্দয়ভাবে একজন প্রার্থীর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যার ফলে তার বেশ কয়েকজন সদস্য গ্রেফতার হয়েছিলেন -তিনি নিজে একজন সাবেক ট্রেড ইউনিয়নবাদী। ১৯৮১ সালে ধর্মঘট শুরু করার পরে রিগ্যান বিখ্যাতভাবে হাজার হাজার বিমান ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে বহিষ্কার করেছিল - এমন একটি পরিকল্পনা যা আমেরিকার শ্রমের নিম্নগামী ট্র্যাজেক্সোকে একেবারে স্থবির করে। ২০১১ সালে এয়ার কনট্রোলারস ইউনিয়ন রিগানকে সিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা চালিয়েছিল। যদিও ফেডারেল কর্মীরা আইনীভাবে স্ট্রিটিং করা থেকে নিষিদ্ধ, তবে তারা সময়মত এভাবে কাজ করে; এয়ার কন্ট্রোলারদের ওয়াকআউটে রেগানের কঠোর প্রতিক্রিয়া ছিল। তাদের ইউনিয়নের ক্রিশ্চিয়ান ছিল রেগান যুগের আইকনিক শ্রম নাটক, কিন্তু তার প্রশাসনও ইউনিয়নগুলিকে দুর্বল করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল - এমনকি ইউনিয়ন সদস্যপদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ফেডারেল সংগ্রহকেও সংক্ষিপ্তভাবে সরিয়ে দিয়েছিল (ব্যবসা পদক্ষেপের মুখোমুখি হচ্ছিল এমন পদক্ষেপ)।

ট্রামের প্রচারাভিযানের বক্তৃতা নিয়মিত "ভুলে যাওয়া মানুষ"-কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, মস্তিষ্কে মস্তিষ্কের মূর্তিগুলি নির্মাণ করে, বিশেষত নির্মাণ শিল্পে যেখানে তিনি নিজের ভাগ্য তৈরি করেন। একই সময়ে, তিনি কারখানার মালিকানাধীন বা কারখানায় নির্মাণের পরিবর্তে ডেস্ক-এ বা কৌঁসুলিতে নিযুক্ত কলেজ-শিক্ষিতের দ্বারা অপমানিত হন। সাদা কলারের শ্রমিকরের জন্য ট্রাম্পের অতি সহানুভূতি এবং ক্লিনটনের পক্ষে তার বিরোধী-অভিজাত ব্যক্তিটি "দ্য ডপলারবলস" হিসাবে খারিজ করে, "রিগান ডেমোক্র্যাটস' নামেও পরিচিত হয়। এমনকি স্লোগানটিও "আমেরিকাকে আবার মহান করুন" একটি পুনর্নির্মাণ, প্রথম রিগানের জন্য ১৯৮০ সালে নির্মিত।

কিন্তু যদি তার কাজও এই ধরনের প্রতিধ্বনিত হয়, তবে ট্রামের প্রকৃত শ্রম নীতিগুলি- রেগানের হাই-প্রোফাইল অ্যান্টি-ইউনিয়ন আক্রমণের তুলনায় অনেক কম। তবুও জনগণ ট্রাম্পের বোমাঘাতী টুইট এবং অন্যান্য বিষয়গুলিতে রেন্টস এবং হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে অশান্তি নিরসন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে, ঠিক এমন একটি কর্মী কর্মসূচী, যা ডানদিকে এগিয়ে এসেছে, কেবল চুপচাপই রাডারের নীচে এগিয়ে চলেছে। প্রচারাভিযান অলঙ্কারশাস্ত্র "চাকরী-হত্যাকাণ্ড" প্রবিধানের সাথে পালন করে, ট্রামের প্রশাসন ওবামা বছরে বিভিন্ন শ্রম প্রবিধান ভেঙে যাওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, বিশেষত, বেতন সীমাতে (১৯৭৫ সাল থেকে অপরিবর্তিত) মুলতুবি থাকা বজায় রাখার জন্য স্বয়ংক্রিয় যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত কাজের বেতন. এবং যদিও এটি খুব কমই একটি 'শ্রম" সমস্যা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, "ওবামা কেয়ার" (ওবামা-এর স্বাস্থ্য বীমা প্রোগ্রাম) প্রত্যাহারের ফলে সাদা শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাবে।

পাঁচ সদস্যের ন্যাশনাল লেবার রিলেশনস বোর্ড (এনএলআরবি) এর ট্রাম্পের মনোনয়ন, যেটি ইউএস প্রাইভেট-সেক্টর যৌথ দরকষাকষির নিয়ন্ত্রণ করে, এটি রেগান বছরে আরেকটি ইকোতে নৃশংসভাবে ইউনিয়ন বিরোধী। দুই ট্রাম্প-নিযুক্ত এনএলআরবি সদস্য ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছে এবং তৃতীয় মেয়াদে তাদের সাথে যোগ দেবে যখন একজন নিয়োগকর্তার মেয়াদ ডিসেম্বরের মেয়াদ শেষ হবে। সেই সময়ে ট্রাম্প বিজ্ঞাপনে বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করবে; ২০১৮ সালে শুরু হয়, ওবামা বছরে শ্রম-বন্ধুত্বপূর্ণ এনএলআরবি সিদ্ধান্তের দীর্ঘ সিরিজ প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। ট্রাম্পের প্রাথমিক মনোনীত ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগের প্রধান, ফাস্ট ফুড মোগুল অ্যান্ড্রু পুজারদার, প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু এই ঘটনায় গৃহকর্মী সহিংসতার ইতিহাসের কারণে এবং তার একটি অনথিভুক্ত অভিবাসীর নিয়োগের কারণে, তার শ্রম নিয়ন্ত্রণের কণ্ঠরোধের কারণে নয় ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রাম্প অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তবে, যে নেইল গরসাচ সুপ্রিম কোর্টের হয়। প্রকৃতপক্ষে সব পর্যবেক্ষক গোর্স্কের ভোটের পক্ষে *জুনস ভি. এএফএসসিএম*ই বর্তমানে ডেটে বিচারক হিসেবে গণ্য করার প্রত্যাশা করে। জাতীয় রাইট টু ওয়ার্ক ফাউন্ডেশন এবং রক্ষণশীল লিবার্টি জাস্টিস সেন্টার থেকে সমর্থন সহ ইলিনয় পাবলিক কর্মীদের একটি ছোটো গোষ্ঠী, জনসাধারণের খাত দ্বারা আবৃত অ সদস্যদের দ্বারা "ন্যায্য ভাগ" বা "সংস্থা" ফি বাতিল করার হুমকি দেয়। যৌথ দরকষাকষি চুক্তি. বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় আইনগুলি জনসাধারণের সংগঠনগুলিকে কেবলমাত্র তাদের সদস্যের সদস্য হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য করে না, যারা কেবল সদস্য হিসাবে সাইন আপ করে; ন্যায্য-অংশীদারিত্বের অর্থ এই প্রতিনিধিত্বের খরচ এবং "ফ্রি রাইডার্স" প্রতিরোধ করার জন্য। উইলিসিন এবং আইওয়া সহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই ধরনের ফি নিষিদ্ধ করা হয়েছে; জনস সারা দেশ জুড়ে নিষেধাজ্ঞা প্রসারিত করবে। এই জনসাধারণের জন্য একটি বিধ্বংসী ঝড় হবে, ডেমোক্র্যাটিক- এবং রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যে এককভাবে।

এটি একটি পূর্বগতির উপসংহার নয় যে এই ভারী হাতি পদক্ষেপ সমস্ত সংগঠিত শ্রম পর্যন্ত প্রসারিত হবে, তবে তারিখ থেকে, ট্রেড ইউনিয়নের সাথে ট্রাম্পের সম্পর্কগুলি শ্রেণিগতভাবে "বিভক্ত ও জয়লাভ" কৌশল অনুসরণ করে, যা রেস এবং লিঙ্গ দ্বারা তাতপর্যপূর্ণভাবে সীমিত। প্রথম দিন তিনি উদ্বোধনের পর কাজ শুরু করেন, ত্রপ হোয়াইট হাউসে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন; পরে তিনি পুলিশ ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সাথে একই বৈঠক করেন। এই শ্রম নেতা একটি সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে যা ব্যাপকভাবে পুরুষ এবং মূলত সাদা। সংগঠিত শ্রমের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষেত্রগুলি ছিটকে ফেলার প্রচেষ্টায় আরেকটি উপাদান হচ্ছে ট্রামের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এজেন্টদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনি-

>>

য়নটির পূর্বপুরুষ, যার সংখ্যা তিনি ইতিমধ্যেই প্রসারিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ন্যাপ্টা (নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট) এবং অন্যান্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ঘোষিত বিরোধিতায় কয়েকটি ইউনিয়ন নেতাদের সাথেও উতপাদন খাতের অবশিষ্টাংশের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটেছে, যদিও অন্যরা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাক্টরি চাকরির বিষয়ে তার "জাল খবর" দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ।

এই ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ পুনর্বিবেচনাগুলি স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত, তবে, যখন এটি সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আসে, যার বেশিরভাগই নারী এবং রঙের মানুষগুলির অন্তর্ভুক্ত - এবং কিছু ক্ষেত্রে যারা অভিবাসী কর্মীদের ট্রামের জিনোফোবিক অলঙ্কারশাস্ত্র নিয়মিত এক্সপেরিমেন্ট করে। মার্কিন জন্মগ্রহণকারী শ্রমিকদের পরিবর্তন করার তাঁর অকথ্য প্রচেষ্টা - যাদের বেশিরভাগই ইউনিয়ন নয় - অভিবাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আরেকটি, এমনকি আরো অশুভ বিভেদ-এবং জয়ী কৌশল। এখানে ট্রাম্প রেগান থেকে তীব্রভাবে বিপথগামী, যিনি গত প্রধান অভিবাসন সংস্কারের (১৯৮৬ সালের অভিবাসন সংস্কার এবং নিয়ন্ত্রণ আইন) সভাপতিত্ব করেন এবং লক্ষ লক্ষ অনথিভুক্ত অভিবাসীদের অমান্য করেছিলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমটি, ট্রাম্পের শ্রম ও ইউনিয়নগুলির সাথে যোগাযোগটি "গ্রেট কমিউনিকেটার" এর মতোই সমানভাবে অনুরূপ। যদি ইতিহাসের একটি পাঠ্যপুস্তক বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করা হয় তবে দ্বিতীয়বারের মতো দুঃখের বিষয় হিসেবে দ্বিতীয়টি কল্পনাপ্রসূত হিসাবে এটি দ্বিতীয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
রুথ মিল্কম্যান <rmmilkman@gmail.com>

> আমেরিকার চরম মুহূর্ত?

দাইলান রিলেই, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, ইউএসএ

নেপোলিয়ন বেনাপোর্ট ৩য়, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৮৪৮-৫২ সালে। তিনি কার্ল মার্ক্সের ক্যারিসমেটিক লিডার-এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। তাকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মতো মনে হয় যখন পুঁজিবাদী শ্রেণী তার আধিপত্য হারিয়ে ফেলে।

ট্রাম্পের বিজয় কি মার্কিন রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলে? হ্যাঁ, কিন্তু যেভাবে প্রত্যাশা করা হয় সম্ভবত সেভাবে হয়না। ফ্যাসিবাদী সূচনার প্রতিফলন নয়, ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি "নব্য-বোনাপাড়টিজম" এর প্রতিনিধিত্ব করছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধিপত্য বিস্তারকারী রাজনীতির জন্য এটি একজন প্রতিভাবান আকর্ষণীয় নেতার প্রতিস্থাপন ঘটায়। ফরাসি উনবিংশ শতাব্দীর সংস্করণে, পরবর্তী দিনগুলিতে বোনাপার্টিজম একটি আধিপত্য বিস্তারকারী সংকটের সাথে যুক্ত হয় যা আমেরিকার

>>

পুঁজিবাদী শ্রেণির নিজস্ব স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাধারণভাবে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার দাবীর মাধ্যমে তারা বস্তুগত ক্ষয় থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটায়। এই সঙ্কট একটি দলীয় কাঠামোকে বিভক্ত করে এবং প্রাক আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অরাজনৈতিক জনগণের প্রেক্ষাপটে দলীয় ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। ট্রাম্পের প্রতি যে কোনও সন্তোষজনক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যই অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরতে হবে যা কিনা নির্বাচনের সময় তার পক্ষে সহায়ক পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকবে।

> আধিপত্য এবং সংকট

১৯৩০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত - অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদী শ্রেণি নিজেদের জন্য উচ্চ মজুরী, মোটা অংকের লাভ এবং (অপেক্ষাকৃত) পূর্ণ কর্মসংস্থানের উপর ভিত্তি করে একটি ফোরডিস্ট আধিপত্য বজায় রেখেছে। দীর্ঘ পোস্ট যুদ্ধের গৌরব ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান প্রশাসনের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণির উল্লেখযোগ্য লাভ প্রদানের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে, আমেরিকান অর্থনীতির মন্দা অবস্থা এই শাসন ব্যবস্থাকে অবনমিত করেছে। দ্রুত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান মুনাফা, একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বিস্তৃতি পাওয়া অভিজাত ব্যবসায়ীদের জন্য সহনীয় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জার্মানি, জাপান, এশিয়ান টাইগার অর্থনীতি এবং অবশেষে চীনের প্রতিযোগিতার ফলে লাভের হার হ্রাস পায় এবং খেলার প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকে ক্যাপিটাল অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে এবং দুই পক্ষ দ্রুত সমন্বয় করেছে। কার্টারের অধীনে মার্কিন কল্যাণ রাষ্ট্রের খরচ কর্তনের প্রচলন শুরু হয় এবং ওবামা সরকারের আমলে অব্যাহত থাকে। নব্য আধিপত্য বিস্তারের সূত্রটি ছিল নব্য উদারনীতি, যা ভোটারদের মাধ্যমে বাজারে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। মজুরি বৃদ্ধি এবং সামাজিক কর্মসূচির পরিবর্তে, ট্যাক্স কমানোই যেন সম্মতির মৌলিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়।

৩ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে এই নব্য উদারনীতি সূত্রের সঙ্কট শুরু হয় যখন $৭০০ বিলিয়ন ট্র্যাবলড অ্যাসেটস রিলিফ প্রোগ্রাম (টিএআরপি), ব্যাংকগুলোকে অর্থ যোগান দিয়ে দেউলিয়া হওয়ার আগে উদ্ধার করে। এর মাধ্যমে মুক্ত বাজারের মতাদর্শগত ভণ্ডামিও প্রকাশ পায়। ওবামার প্রশাসন সময় নব্য উদারনীতির উপাদান চলমান থাকে, পরিবেশ ও এলজিবিটিকিউ বিষয়গুলির (অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়) সঙ্গে ছাড় যুক্ত করা হয়। তবুও ওবামা প্রশাসনকে সহজবোধ্য নব্য উদারবাদী হিসাবে বর্ণনা করা যাবে না। ওবামা বুশের তুলনায় অর্থযোগানের সমর্থন করে, এবং ধনী সম্পদশালীদের অধিকতর চাপ দিয়েছিলেন, বিশেষ করে সাধ্যের মূল্যে যত্ন এক্টের (বীমার জন্য ওবামার প্রোগ্রাম, প্রায়ই ওবামা কেয়ার হিসাবে অভিহিত) বীমা শিল্প সংক্রান্ত সকল কলাকৌশলের মাধ্যমে। ওবামার সময়, ব্যক্তিগত মালিকদের এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পুনর্গঠন করা হয়েছিল, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে রাষ্ট্র-নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল।

ট্রাম্প নিওলিবারালিজমের পতনকে কার্যকরভাবে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম খুবই শ্রদ্ধাশীল মতামতের বলয়ে বিস্তৃত হয়েছে - নিউ ইয়র্ক টাইমস কলামিস্ট (এবং নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ) পল কারুম্যান মন্তব্য করেন "সামাজিক ও অর্থনৈতিক পতনের একটি ডাইস্টোপিয়া" যা তৎকালীন আমেরিকান বাস্তবতা নিয়ে সামান্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ট্রাম্পের উদ্বোধনী ভাষণকে নিন্দা জানিয়েছে " এটি মৌলিক সমস্যা। ট্রাম্প বাস্তবধর্মী বিবরণ দিয়ে পয়েন্ট করে থাকেন। ১৯৮০ সালে, উতপাদনখাতে যখন শতকরা ২২ শতাংশ কর্মসংস্থান পায়, উত্তর এবং দক্ষিণে মিসিসিপি, পূর্বের বেশিরভাগ কাউন্টিতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল ; দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমে, মহাকাশ কর্মসংস্থানগুলি সেই পরিসংখ্যানগুলিতে যোগ করে। ২০১৫ সাল নাগাদ উতপাদন কর্মসংস্থানের মাত্র ১০ শতাংশ কমে যায়, যা কেবলমাত্র মধ্যপশ্চিমের বিখ্যাত "জং ধরা বেল্ট" নয় বরং দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকেও প্রভাবিত করে। শিল্প কারখানা বিমুখতার বাস্তব সামাজিক ফলাফল আছে, দারিদ্র্য, মাদকদ্রব্য অপব্যবহার এবং এর মত।

আমেরিকার উতপাদন ভিত্তিতে একটি গহবর তৈরি হয়েছে এবং মধ্যমা বেতন স্থির রয়েছে, সিইও এর বেতন স্ফীত হয়েছে। মার্কিন পুঁজিবাদী শ্রেণির স্বার্থগুলি বৃহত্তর সমাজ থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে অনুপস্থিত। এই বিশেষ অর্থে ট্রাম্পের নির্বাচনে শাসকশ্রেণীর নেতৃত্বের সংকটের একটি প্রকাশ। যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অভিজাতরা আর কোনও গ্রহণযোগ্য দাবি করতে পারেন না যে তার বিশেষ আগ্রহ জনসংখ্যার অধিকাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে মিলছে।

> ২০১৬ঃ কি একটি ওয়াইল্ডকার্ড নির্বাচন?

এক অর্থে, ২০১৬ সালের নির্বাচন ছিল একটি ঐতিহাসিক ওয়াইল্ডকার্ড। তবে তিনটি শক্তিশালী কাঠামোগত কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিলঃ দলীয় ব্যবস্থার ভেতরে তৈরী হওয়া শুন্যতার খাতিরে যা ট্রাম্প এবং স্যান্ডার্স উভয়ের বিদ্রোহকে সুযোগ দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-আধুনিক চরিত্র এবং পরিশেষে ব্যাপক রাজনৈতিক সহমর্মিতা। প্রথম ইস্যুটি খুব স্পষ্ট যে কতটা আলোচনার প্রয়োজন, কিন্তু দ্বিতীয় দুইটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক কিছু অসংলগ্ন চরিত্র ট্রাম্পের বিজয়ে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। এটি এইভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যেন ক্রীতদাস ব্যবস্থাকে যারা টিকিয়ে রাখে সেই গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য ভোটার বিকৃতি করা যায়। আমেরিকান সিস্টেম তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি- উইলহেলমাইন কেসরেরেইচ বা Giolitti এর দিনের ইটালিয়ান পার্লামেন্টের সঙ্গে বিনিময় করে: প্রথম-অতীত- পরবর্তী নির্বাচন সময়ে সীমিত ভোটাধিকার, ব্যালট এর সুযোগ এবং রাজ্য ভিত্তিক নির্বাচনী কলেজের উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা। প্রায় তিন মিলিয়ন জনপ্রিয় ভোট হারানো সত্যেও ট্রাম্প প্রেসিডেন্সি জিতেছে। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অ্যাম্পিয়াং-রেজোমিউম বিকৃতিটি এখন আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঠিক যেভাবে নগরায়ণ চলমান রয়েছে।

ব্যাপক রাজনৈতিক সহনশীলতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নির্বাচনে মাত্র ৫৫ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহন করেন। সবসময় দেখা যায় যে যারা একটু সম্পদশালী, শিক্ষিত ভোটার তাদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে অধিক। রিপাবলিকানদের তুলনায় ডেমোক্র্যাটিক ভোটাররা ভোটের বাইরে থাকতে পারে বলে মনে হয়: এক জরিপে দেখা যায়, ৪৬ শতাংশ নিবন্ধিত রিপাবলিকানরা ভোট দিয়েছে, কিন্তু নিবন্ধিত ডেমোক্রেটদের মধ্যে মাত্র ৪২ শতাংশ, যেখানে বর্ণের লোকেরা ভোটার নয় এমনদের মধ্যে অপ্রতুলভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি ডেমোক্রেটিক প্রধান ভোটারদের মধ্যে সামান্য বেশি ভোটের সম্ভাবনা থাকলে হয়ত ট্রাম্প সেই ট্র্যাকগুলি বন্ধ করে দিয়েছে।

> সম্মতি ভঙ্গ

ট্রাম্প কি সমাধান প্রস্তাব করেছেন? আইন পাস করার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতার আলোকে এই দাবি উত্থাপিত হচ্ছে যে নির্মাতাদের, উৎপাদকদের ও ভোক্তাদের জন্য খরচ কমানো একই সাথে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত বিধিনিষেধগুলি "অনাহূত"। উচ্চ আমদানি শুল্ক এবং অভিবাসন সীমিত করার ফলে দেশীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সাহায্য করবে। কিন্তু ধারণা করা হয় যে নীতিমালার "প্রবিধান" একটি প্রধান বাধা যা কিনা বিস্ময়কর মার্কিন বিনিয়োগে সীমাবদ্ধ নিয়ে আসে।

>>

কার্ডের উপর কি ভূ-রাজনৈতিক পুনর্গঠন হয়েছে? যদিও ন্যাটো এবং জাপানকে সমর্থন দেয়া হবে না এমন বায়ুমণ্ডল তৈরিতে ব্যর্থতার কারণেই সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি (দাঁতহীন প্যারিস সমঝোতা থেকে প্রত্যাহার, "মানবাধিকার" এবং "গণতন্ত্র" সম্পর্কে ধার্মিক ব্রোমাইডের প্রত্যাখ্যান) প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না; ন্যাটো এবং জাপানকে সমর্থন দিয়ে নিজেদের আওতায় রাখা হবে। বুশ ও ওবামা যুদ্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত থাকবে।

> ভবিষ্যৎ

রাজনৈতিক সংগ্রামের নতুন নকশা কি হবে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ট্রাম্প একটি "রাষ্ট্রের-পুঁজিবাদী "অবকাঠামো-চালিত পরিকল্পনা করে, যা বিদেশে ধরা-বাধা-বিরোধী দর কষাকষি করার কৌশলের সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু এই প্রকল্প মূলত অযৌক্তিক মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল ঘাটতিতে পরে যেতে পারে যখন চীনের প্রতি বিরোধপূর্ণ অবস্থানে চলে যায় , যার সঞ্চয় সম্ভবত এই ব্যয়বহির্ভূত আগ্রাসনের জন্য ব্যবহার করা হবে? ফেডারেল রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলির বিভিন্ন মাত্রার সুযোগের জন্য প্রভাবশালী শ্রেণীর সাথে আমাদের কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হওয়া উচিত ।

ট্রাম্প ফ্যাসিবাদী নয় কারণ তিনি একটি পার্টি সংগঠন, একটি মিলিশিয়া এবং একটি মতাদর্শের অভাব রয়েছে; তার বৈদেশিক নীতি ক্ল্যাসিক্যাল ফ্যাসিস্ট ধারণা অনুসারে সম্প্রসারণবাদীর পরিবর্তে "বিচ্ছিন্নতাবাদী"। বার্লুসকোনি হয়তো সুস্পষ্ট সমান্তরাল মনে হতে পারে, কিন্তু দুটি প্রধান পার্থক্য আছে। প্রথমত, ইটালিয়ান টাইকুন ট্রাম্পের তুলনায় একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল: তার বিশাল ম্যাগাজিন সাম্রাজ্যের সাথে, তিনি দেশের রাজনৈতিক শ্রেণির সাথে একটি সরাসরি এবং ঘনিষ্ঠ লিঙ্ক ছিল যা ট্রাম্পের অভাব ছিল।

আরও গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত, বার্লুসকোনির ভূমিকা মডেল ছিল রোনাল্ড রেগান, এবং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শৈলী স্বাভাবিকতার জন্য ইতালীয়দের ইচ্ছার প্রতি আহ্বান জানান। সংক্ষিপ্ত মধ্যে, বার্লুসকোনি একটি দেরী-সময়ের নব্য উদার ছিল - একটি ছাঁচ যা ট্রাম্প পরিষ্কারভাবে ব্রেকিং হয়। পুতিন বা অরব্যান আরও বেশি উপকারী হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ট্রাম্পকে "নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক" চিত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে, যারা অনুগামীদের একটি অনানুষ্ঠানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করবে এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে।

একটি "ট্রাম্প-কিনিসিয়ান" অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম-একটি ক্রমবর্ধমান সন্দিহান প্রত্যাশা-একটি স্থায়ী নির্বাচনী জোট শুরু করার আশায় ফেডারেল সম্পদ উচ্চ মিডওয়েস্টকে চ্যানেল করতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে লাভবান হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রজেক্ট-ভিত্তিক পুঁজিবাদের একটি অপ্রচলিত উপায়ে প্রকল্পটি অসম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। আমরা আশা করতে পারি যে তাতক্ষণিক ড্রিফট এবং পতন ঘটাতে হবে। অন্যদিকে, ট্রাম্পের বিজয়ী অভিজাতদের গভীর ভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিশীল পরিবর্তনগুলির জন্য সম্ভাবনাগুলি খুলতে পারে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
দাইলান রিলেই <riley@berkeley.edu>

> লেলিনবাদী ডানপন্থার উত্থান

সিহান তুগাল, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, ইউএসএ

স্টিভ বেনন, পরিবর্তিত ডান পন্থার একজন বুদ্ধিজীবী স্থপতি। রাষ্ট্র নির্মূল করতে লেনিনের মতবাদকে তিনি স্পষ্টভাবে আলোচনা করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডানপন্থী পপুলিস্টদের বিজয়টি আশ্চর্যজনকভাবে পুরো জাতির অর্ধেক জনগোষ্ঠী সম্মতি জানিয়েছে। যদি একটি বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করা হয়, তবে, এই ঘটনাটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। এককথায় বলা যায়, নব্য-উদার যুগের ব্যাবসায়িক চক্রগুলি যারা হঠাত করে ফুলেফেপে বড় হয়েছিল তারা এখন অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট সরাসরি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয় না, তবে (১৯৭০-এর দশকের পর) সব ধরনের সাম্যবাদী মতাদর্শ এর বিরুদ্ধে শোষণকে উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যপন্থী মানবতা, এবং পুঁজিবাদকে জব্দ করার ক্ষেত্রে বামপন্থী ধারাগুলি সুযোগ হারায়। নব্য উদারপন্থি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবনতি এবং ক্রমাগত অ্যান্টি-কালেক্টিভিজম, একটি বিশ্বব্যাপী প্রবণতা হিসেবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অবশ্য আমি এখানে তাদের সম্পর্কে কম বলব। আমেরিকাতে, গত কয়েক দশক ধরে, বামপন্থি থেকে ডানপন্থিদের দিকে পপুলিস্ট চেতনা ও রাজনীতির যে অভিবাসন ঘটেছে তার ব্যপকতা ঐতিহাসিক রুপ নিয়েছে। ফলস্বরূপ, বামপন্থীরা একটি উপযুক্ত চ্যালেঞ্জ (কেবল পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখা অথবা একে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার মতো) নিতে সহমত হতে পারে নি, যদিও বাস্তবে সমাধান না হলেও ডানপন্থী চ্যালেঞ্জ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, উদ্যমী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে ।

>>

> বামপন্থীদের মুক্তি

বামপন্থী বক্তব্য এখন আর জনসাধারণের ভাষা বলে মেনে নেয়া যায় না। এটা কিভাবে জানি না, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেনো, তার বেশিরভাগ মতাদর্শই এরকম চায় না। আমেরিকান বামপন্থীদের মধ্যে জনসাধারণের দুর্বল দিক বুঝতে হলে, ইতিহাসে আমাদের পূর্বপুরুষের পপুলিজম বিরোধী অবস্থানের দিকে নজর দিতে হবে।

আমি এই বিভাজনকে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করি, যেটি কাগজপত্রে বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে প্রকাশ পায়ঃ ১৯৬৮ (পশ্চিমের অভিজ্ঞতায়)। পুঁজিবাদ বিরোধীতার পাশাপাশি, স্ট্যালিনবাদ, সামাজিক গণতন্ত্র, ও নতুন ডীল এবং আমলাতান্ত্রিক জোরের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে একটি বিদ্রোহ হয়েছিল। যদিও অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হলেও, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার পরিণামে অনেকেই স্ট্যাটিজমের পতন এবং (নব্য) উদারনীতির বিজয় থেকে ভুল শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। ১৯৬৮ একটি অত্যাবশ্যকীয় ভুল ছিল। ডানপন্থীরা এটি থেকে উদ্ধার পেয়েছিল, বামপন্থীরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৬৮ সালে-উদার বাম এবং স্বায়ত্বশাসনকারী/অরাজকতাবাদী আন্দোলনই ছিল পশ্চিমের দুই প্রধান উত্তরসূরী - শুধুমাত্র সংগঠন, মতাদর্শ এবং নেতৃত্বের বিষয়ে নয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জনতার পক্ষে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রেও একটি মারাত্মক সন্দেহ প্রবনতা জন্ম নেয়। এই ধরনের আলাপচারীতা (এবং রাজনীতি) নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয় যে "সর্বনাশ" এবং সর্বগ্রাসী (বামদিকের দ্বারা) বা "দায়িত্বহীন" এবং নিরর্থক (উদার বাম) দক্ষিণ ইউরোপ (যেখানে শ্রেণী মতাদর্শগত, এবং সাংগঠনিক পরিচালনা ছাড়াই বামপন্থী জনপ্রিয়তা ফিরে আসে) এবং ল্যাটিন আমেরিকা, যেখানে ডানপন্থীরা নতুনভাবে জেগে উঠা শূন্যস্থানগুলো দখল করে থাকে।

কাগজে কলমে পরাজিত হলেও ১৯৬৮ সালের উদারবাদী চেতনা, নব্য উদারনীতি এর ভেতরে স্ট্যাটিজম বিরোধীতা কে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বামপন্থীদের মধ্যে বিভক্তি, আধুনিকতা পরবর্তী নিহিলবাদ এবং বাম-উদারপন্থীর মধ্যে আরো ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনে।

বাম-উদারনীতির প্রকল্পটি কি ছিল? যদিও বাম-উদারনীতি এর কারণ ও বিস্তার বিশ্বব্যাপী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনেই মূলত তার প্রকৃত আত্মপ্রকাশ পেয়েছে । এই প্রকল্প এর চুম্বক শব্দটি ছিল "অন্তর্ভুক্তি", যা সমতার স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়। যেমন এন্থনি গিডেনস এর মতো সমাজতত্ত্ববিদদের অনুপ্রেরণাতে, নতুন ইংরেজী পরিভাষা কেন্দ্রে (নতুন শ্রম ও ক্লিনটনবাদ), টেবিলে আরো বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে খুব জোর দেয়া হয়। তিন দশক ধরে, জাতি, জেন্ডার, এবং যৌন পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পায়- কিন্তু টেবিলটি নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তাই হ্যাঁ, ব্ল্যাক এবং ল্যাটিনো পুরুষ ও নারী এমনকি মুসলমানরাও এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশিষ্ট পদে সুযোগ পান যা তারা পূর্বে কমই ভাবতে পারত; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে, কালো ও লাতিনো কয়েদীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে মুসলমানদের সংখ্যা যাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমাবর্ষণ করার দায়ে নিষিদ্ধ ও অভুক্ত করেছে।

বাম উদারনীতিবাদ কল্যাণমূলক কর্মসূচী এর মাধ্যমে নিতান্ত সাধারণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সাথে কথা বলে। যেহেতু গণতান্ত্রিক নেতারা বড় বড় হাঙ্গর থেকে লজ্জায় দূরে সরে গিয়েছিলেন এই কাজটি তাই শুধুমাত্র সেসব শ্বেতাঙ্গদের সম্ভব ছিল যারা সঙ্কুচিত টেবিল থেকে দূরে সরে গিয়ে আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন। মান নেমে যাওয়া শ্বেতাঙ্গদেরকে একদল বর্ণবাদী হিসেবে ধারণা করা হয় "এ বাস্কেট অফ ডিপ্লোরেবল"; যে মানুষগুলোর সাথে আমরা কখনই কথা বলতে পারবনা (এই প্রকৃত অবস্থাটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে)।

> আত্মঘাতি বামপন্থি ও ডানপন্থিদের প্রতি সহানুভূতি

কার্যত, সংখ্যালঘুদের টেকসইভাবে গতিশীল রাখা এবং সংগঠিত করা সম্ভব হয় না (২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনের বিখ্যাত কালো ভোট "অনুপস্থিতি"); মান নেমে যাওয়া শ্বেতাঙ্গরা উভয় পক্ষকেই অবিশ্বাস করে, কিন্তু উদারনৈতিকদের আরো ঘৃণ্য রূপে আবিস্কার করে। প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী (উভয় উদার বাম ও প্রগতিশীলতা) এলিট-চালিত "বৈচিত্র্য" এবং "অন্তর্ভুক্তি" এর এই উদারপন্থী খেলাটিতে ধরা পড়েছিল, এবং স্যান্ডার্সের উত্থান পর্যন্ত এরকম ঘটেছে। এই চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্তিগুলি একটি নতুন ডিলের পরিস্থিতিকে অসম্ভাব্য বলে মনে করে।

বামপন্থিরা কতদূরে আছে? উদার বামের বিপক্ষে কঠিন অপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও, অনেক পরিবর্তনশীল বুদ্ধিজীবী ও কর্মীরা "মতাদর্শের শেষ" এবং সংগঠিত নেতৃত্ব (যার ফলে বামপন্থী "রাইজোম" এবং প্রগতিশীল ডেমোক্রেটদের মধ্যে নির্বাচনের প্রতিযোগীতা) উদযাপন করে। সিয়াটেল থেকে অকুপাই পর্যন্ত, আমেরিকার বামেরা যার পর নেই চেষ্ঠা করেছে এড়িয়ে চলার তার চেয়েও বেশী বরং সংগঠিত নেতৃত্বকে দুর্বল করে দেয়। যেহেতু কেন্দ্র ভেঙ্গে পড়ে। তাই, ডানপন্থীরা উত্তর দেওয়ার জন্য আরও বেশি তৈরী ছিল। প্রথম এবং সর্বাগ্রে, অধিকারবীদরা কোন মতাদর্শ বা সংগঠিত নেতৃত্ব ছেড়ে দেননি। কাগজের উপর, তারা উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কিন্তু রাডারের অধীনে নেতৃত্ব সংগঠন, এবং নেতাদের যখন আদর্শ মতাদর্শ তৈরী হয় ।

যখন বামপন্থী দলগুলো তাদের ১৯৬৮ সালের মতাদর্শ এবং সে সময়ের সংগঠনের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল ঝেরে মুছে ফেলা শুরু করে (এমনকি ১৯৬৮ সালের উদারবাদী ও বিপরীত চেতনার উদযাপনকালে) আমেরিকার ডানপন্থীরা তখন ১৯৬৮ সালের করমকান্ডের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত করেছিল। তবে বিপ্লবের রেশ ধরে এটি যুদ্ধের দাবি জানায় , ডানপন্থীরা খুব সংগঠিত এবং মতাদর্শিক ছিল। ১৯৬৮ সালের এক ভুলে যাওয়া উইং এর দমনমূলক কলাকৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে মূলধারার স্থানান্তরিত করার সাফল্যটি ছিলঃ লেনিনের বিপ্লব তত্ত্বের একটি বিশেষ পাঠ।

> আমেরিকার ডানপন্থা'র "২১ শতকের লেনিনবাদ"

বরখাস্ত হওয়া স্টিভ বেনন আমেরিকার ডানপন্থি নেতৃস্থানীয় একজন বুদ্ধিজীবী "ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রথম বর্ষ পূর্তির আগেই মিথ্যা প্রশান্তি হিসাবে আসেন। আসলে, বেননের দুসাহসিক হোয়াইট হাউস ভ্রমন দীর্ঘ যাত্রার একটি পর্যায় ছিল। - বিপ্লবী-জনসাধারণের ভাষা, এবং বাম থেকে ডানপন্থি হওয়ার কৌশল । বেনন বলেছেন: "আমি একজন লেনিনবাদী। লেনিন [...] রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, এবং এটি আমারও লক্ষ্য। আমি সবকিছু ধ্বংস করে দিতে চাই, এবং আজকের প্রতিষ্ঠার সবগুলোই ধ্বংস করবো। "তবে লেনিনবাদ কি এইগুলির অন্তর্গত? একটি জটিল গণতন্ত্রের মধ্যে, লেনিনবাদ শুধুমাত্র দীর্ঘ বিপ্লবের অংশ হিসেবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কয়েক দশক ধরে, সামাজিক বিজ্ঞান জোর করেছে যে প্রবেশের কেন্দ্রগুলির কারণে, কোন তৃতীয় পক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফল হতে পারে না। এই "বৈজ্ঞানিক সত্য" উদারবাদী বামপন্থী এবং স্বায়ত্তশাসনকারী/অরাজকতাবাদীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করেছে ।

আমেরিকান কট্টর ডানপন্থিরা এই ঘটনা থেকে অনেক জটিল করে ফেলেছে। এটা এমন ছিল যেন তারা একবিংশ শতকের নির্দেশনা অনুসরন করছে, লেনিনের (১৯০২ সালের) সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি অনুসরণ করছে। বাক্যটি শুরু করেন এইভাবেঃ "যদি আপনি একটি পার্টি তৈরি করতে না পারেন, পার্টি কে অচল করে দেন; এটি এড়িয়ে যান এবং এটিকে জয় করে নেন। "তারা একযোগে তিন তিনটি শর্ত অনুসরণ করেছে। আমাদের কাল্পনিক,

>>

"আমি একজন লেনিনবাদী। লেনিন রাষ্ট্র নির্মূল করতে চেয়েছিল এবং আমারও সেটাই লক্ষ্য। আমি সব কিছু চুরমার করে দিতে চাই এবং আজকের সকল স্থাপনাকে ধ্বংস করে দিতে চাই।"

স্টিভ বেনন, ২০১৪

সংশোধিত কি করা হবে? তারপরেও কি চলবে: "দলীয় নেতাদের হওয়ার আগেই, নিশ্চিত করুন যে, তার সব প্রতিষ্ঠানই পঙ্গু হয়ে গেছে।" যদি চা পার্টি (রিপাবলিকানদের মধ্যে জনসাধারণের দলভুক্ত) ইতিমধ্যেই রিপাবলিকান প্রতিষ্ঠানে পতিত না হয়ে থাকে , তাহলে পরবর্তীতে ট্রাম্প এর বিস্তৃতি বন্ধ করতে সক্ষম।

আমেরিকান ডানপন্থী পপুলিজম উইংটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক অবস্থার অধীনে লেনিনবাদ। আমেরিকান ডানপন্থীরা সমাজকে আগলে ধরে রাখে, রাশিয়ান বলশেভিকদের মত নয়, যারা প্রায় সমস্ত সমাজ ও রাজনীতি থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল । সংশোধিত কি করা হবে? হতে পারে যেঃ "সমাজের প্রতিটি কেন্দ্রে সংগঠিত হও সংগঠন ও রাজনীতির কোন স্থানকে অবমূল্যায়ন করবেন না, এমনকি যদি (বিশেষ করে যদি) এটা শত্রু শিবিরের অন্তর্গত বলে মনে হয়। "ডানপন্থীরা জানে যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি একচেটিয়াভাবে বামপন্থীদের হাতে ছেড়ে দিতে হয় না। "যতটুকু সম্ভব, শত্রুর সাংগঠনিক ভূখণ্ড এবং মতাদর্শকে যথাযথভাবে তারা আয়ত্ত করে নেয় এবং যেটুকু ব্যর্থ হয় সেটুকু পৃথক করে দেয়। " বিকল্প -ডানপন্থী" প্রচার মাধ্যমের প্রতিষ্ঠাতা অ্যান্ড্রু ব্রেটবার্টকে নিয়ে শুরু করে এটি স্বাস্থ্যসেবা খাতে একটি বড় চুক্তি তৈরি করে; এবং ট্রাম্প ও বেননের উত্থানের সাথে এটি কর্মসংস্থান এবং অবকাঠামো এর বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় ।

আজ লেনিনবাদী ডানপন্থীরা সামাজিক মানচিত্রের অন্যান্য সম্ভাব্য পপুলিস্টদের অস্তিত্বকে অবহেলা করতে পারে না, যদিও তারা হয়তো যথেস্ট শক্তিশালী নাও হতে পারে। একুশ শতকের- কি করা উচিত? তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে : "যদি শত্রুদের কিছু উস্কানি এই কৌশলগুলির নাগালের বাইরে থাকে, তবে তার অধিবাসীরা দায়িত্বহীণভাবে অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।" যেমন বিকল্প ডানপন্থী প্রজন্ম ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে এবং ২০১৭ সালের প্রথম দিকে বামপন্থী অবশিষ্টাংশের অন্যান্য পকেটগুলি যখন গণ সমাবেশ ছাড়াই তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল উদারপন্থীরা ("ফ্রি স্পিচ" নামে) প্রতিরক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। উদারপন্থীদের "ফ্রি স্পিচ" এর প্রতি উতসাহ সামান্য হ্রাস পায় যখন সারলোটসভিলে বর্ণবাদী ভিড়ের মধ্যে বিকল্প ডানপন্থী একটি ট্রাক চালায়। কিন্তু ওয়াশিংটন পোস্ট এখনও পর্যন্ত বামপন্থী সহিংসতা ও বিকল্প ডানপন্থা স্বাধীনতা এর উপর গুরুত্ব দেয়, যখন ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে বিকল্প ডানপন্থীরা বার্কলে ফিরে আসে। এক ঢিলে অনেক পাখি মারা পড়ে: শত্রু বিভক্ত; তার বিভ্রান্তি, ইচ্ছার অভাব, এবং দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়; তার খ্যাতি কষা হয়; এবং দূর থেকে ডানপন্থীরা আরো চাঙ্গা হয়।

যেহেতু "রাষ্ট্র" আজকের বিংশ শতাব্দীর যে কোনও সংজ্ঞার তুলনায় বেশি জটিল, "কল্পনা করা" যেতে পারে, কারণ এতে কমপক্ষে ১৯১৭ সালের চেয়ে কম নাটকীয় কর্ম রয়েছে। আমরা এখনও জানি না যে বর্তমান সংস্থার সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়া সময়ের জন্য কী কী সংরক্ষিত আছে। তবে আমরা শীঘ্রই তা খুঁজে বের করতে পারি। তার পদত্যাগের পর, স্টিভ বেনন তার শত্রুদের উপর "যুদ্ধ" ঘোষণা করেন, আনন্দে যোগ করেন যে তিনি তার "অস্ত্র" নিয়ে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) ফিরে আসছেন। একটি পপুলিস্ট বিপ্লবকে আবৃত (যদি বিলুপ্ত হতে থাকে) উদারনীতির একটি জমির একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়, এবং বিপর্যয় ভোগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিপ্লবটি এখনও পর্যন্ত নিস্পত্তির পথে নয়।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
সিহান তুগাল <ctugal@berkeley.edu>

> ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলতা

গে ডব্লিউ. সেইদমান, ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন-ম্যাডিসন, ইউএসএ এবং আইএসএ-এর শ্রম আন্দোলন (আরসি ৪৪) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট চরমভাবে অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন। এখানে তার অপকর্মের সহযোগী গুপ্তা ভ্রাত্রাদ্বয় তার পাশে অবস্থিত।

ট্রাম্পের নির্বাচনে জয়লাভের পর বিশ্বায়ন ও কর্তৃত্ববাদী লোকরঞ্জনবাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বহু কালি খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ আলোচনাই বিশ্বের উত্তরাঞ্চলের ধনী দেশগুলোর ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্বের দক্ষিংশের দেশগুলো কী ভাবছে?

গত ২৫ বছর ধরে, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা একটি নতুন যুগের গর্বিত দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক দশক ধরে কর্তৃত্ববাদী শিল্পায়নের পর পৃথিবীর দুইটি অসম সমাজ গণতান্ত্রিক সংবিধানের সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত নেতারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বৈশ্বিক সমন্বয়ের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রোগ্রাম জারি রাখছে।

উভয় দেশই ১৯৯০ এর দিকে সংগঠিত সুশীল সমাজ, শ্রম আন্দোলন ও দরিদ্র গোষ্ঠীগুলো ঔপনিবেশিকোত্তর সম্ভাবনার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হতে শুরু করেছে। দুইটি দেশের দলই প্রগতিশীল ধারার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন, একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় প্রতিশ্রুতি করেছে।

খনিজ ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে উভয় দেশই ২০০০ সালের আগে থেকে পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্য লাভের সুফল ভোগ করে আসছে। জনপ্রিয় দলগুলোর একটি বাস্তবসম্মত ভারসাম্য, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ও স্থানীয় নাগরিকদের খুশি রাখতে বৈশ্বিক অর্থনীতির সেতুবন্ধন ঠিক রাখছে, যেখানে সামাজিক নীতিগুলোতে "দরিদ্র"-দের প্রতি দীর্ঘ সময় ধরে কিছু গোষ্ঠীকে বর্জনের প্রথা অনুসরণ করে আসছে বলে দেখা গেছে।

আজকের পৃথিবীতে মন্দার কারণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে দক্ষিণ আফ্রিকার এএনসি ও ব্রাজেলিয়ান ওয়ার্কারস পার্টি বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়েছে, দুর্নীতির অভিযোগে আলাদা হয়ে গেছে এবং তাদের জনপ্রিয় সমর্থন হারাচ্ছে। দুইটি দেশের নেতাদের মধ্যে দুর্নীতি ও বড় আকারের দুষ্কর্মের অভিযোগ উঠেছে। দুইটি দেশেরই বড় বড় বেসরকারি কোম্পানিগুলো বৃহৎ নির্মাণ প্রকল্প জেতার লক্ষ্যে প্রাইভেট ব্যবসায়ে ভর্তুকি, আকর্ষণীয় সরকারি চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে তথাকথিত ক্রোধের প্রতিক্রিয়া দেখাতে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ঘুষ দিয়েছে।

অবশ্যই দুর্নীতি এখন সমাজে নতুন কিছু নয়। উভয় দেশের ক্ষেত্রেই, কর্তৃত্ববাদী শিল্পায়ন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তির আওতায় ঐতিহাসিকভাবে বেগবান হয়েছে। নিপীড়নমুখী সরকার বৃহৎ কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত, যা রাজনীতিবিদদের তাদের সাফল্যের জন্য সমর্থন ও রাষ্ট্রীয় চুক্তির ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু গণতন্ত্র নতুন ধরনের স্বচ্ছতা তৈরি করেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমগুলো বিস্তৃতভাবে এমন অনেককিছু প্রকাশ করেছে, যেগুলো অতীতে দেখা যায়নি। উভয় দেশেই নতুন গণতান্ত্রিক সংগঠনের অংশ হিসেবে স্বাধীন অনুসন্ধানক্ষম ইউনিটগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাক স্বাধীনতার জন্য নতুন নিরাপত্তা বলয় অতিমাত্রায় দুর্নীতি রুখে দাঁড়াতে পুংখানুপুংখভাবে অনেককিছু প্রকাশ করেছে। গনতন্ত্রে রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রীয় কর্তাদের আদালতে আমজনতার সামনে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে,

>>

কোনটি একেবারে সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যবসায়, সেই অনুযায়ী নতুন অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে।

ব্রাজিলে শ্রমিক পার্টি স্বাধীন অভিসংশকদের নতুন ক্ষমতা দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় তদন্তকারীদের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে শিথিল শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিশ্চিত করেছে। এটা একটা পরিবর্তন যা বৃহৎ লাভা জাতো স্ক্যান্ডালসহ অন্যান্য স্ক্যান্ডাল উন্মোচনে রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপে রাজনীতিবিদদের অনুসৃত কথোপকথন টেপ করার মাধ্যমে অভিসংশকদের সামর্থ্যের কেন্দ্রে নিহিত শক্তিকে দৃশ্যমান করে তোলে । দক্ষিণ আফ্রিকায়,একটি নব্য স্বাধীন তদন্তকারী ইউনিট একটি একটি মেয়াদে সংসদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, যা জাতিগতবৈষম্যত্তোর সংবিধানের জন্য সৃষ্ট। ২০১৬ সালে "সরকারি রক্ষীবাহিনী" সাংবিধানিকভাবে একজন সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বেসরকারি নাগরিকদের অভিযোগ শুনবে ও তদন্ত করবে, এই হিসেবে রাষ্ট্রীয় সত্তা ও বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যে ওয়েব অফ কোরাপ্ট নামে একটি চুক্তি হয়েছে, যাকে বলা হয় একটি "রাষ্ট্র কর্তৃক ধারণকৃত প্রতিবেদন"। তখন সরকার ও বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যে আদানপ্রদানকৃত ইমেইল লিক হয়ে একটি পুঙ্খানুপুংখ ভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে জনসাধারণের ওয়াকিবহালের সুযোগ তৈরি করেছে যে কীভাবে সরকারি চুক্তি বেসরকারি চুক্তিকারীদের সমৃদ্ধ করেছে।

বিস্ময়ের কিছু নেই, এই ধরনের আত্মপ্রকাশ জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়েছে। উভয় দেশেই, প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো রাজপথে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে সমর্থন জানিয়েছে। বিশেষ করে পণ্যের অধোগতি দুইটি দেশকেই সরে আসতে বাধ্য করেছে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, দরিদ্র করে তোলে এরকম প্রোগ্রামগুলোতে সম্পদ ও সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য ট্যাক্সের চেয়ে অধিক পরিমাণে অনুদান দেওয়া হয়েছে মূসক ও আয়কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এই হুমকিটি প্রকাশিত হওয়ার পর নব্য শহুরে মধ্যবিত্তরা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ও রাজপথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

বাম রাজনীতিকে এই হতাশার দিকটি একবার এই জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের তিরস্কার করে হ্যস্তন্যস্ত করেছে এবং সেখানে এর কোন বিকল্প ছিল না। ব্রাজিলের ডানপন্থী মিডিয়া ব্যারনস সংরক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের সমর্থন জানিয়েছে। অনেকে এটাকে "সফট ক্যু" হিসেবে মতামত দিয়েছেন। সাবেক পিটি রাষ্ট্রপতি ডিলমা রৌসেফ ব্যক্তিগত দুর্নীতির জন্য অভিসংশিত হননি। কিন্তু তিনি মন্দার সময় সামাজিক কল্যাণ জারি রাখতে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন।

ব্রাজিলের সংরক্ষণশীল রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতা একত্রিত করতে দ্রুতই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি মিশেল টেমারের (একজন ডানপন্থী রাজনীতিবিদ যিনি ডিলমা রৌসেফের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ততদিন ক্যাম্পেইন চালিয়েছিলেন যতদিন তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারেননি) অবৈধভাবে ঘুষ ও স্যুটকেস ভর্তি টাকা দেওয়ার ঘটনা ভিডিও টেপে ধারণকৃত প্রমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু টেমার দক্ষভাবেই অস্পষ্ট আইনি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তার ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করেছেন। ব্রাজিলের সিনেট সংরক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের দ্বারা পরিচালিত। তাদের অনেকেরই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সিনেট টেমারকে আগাম নির্বাচন দেওয়ার অভিসার বাতিল করাতে সমর্থন যুগিয়েছে, যা ব্রাজিলের অভিজাতদের মুক্তি ও ক্ষমতার সেই পুরোনো প্রথাকে আবার পুনরুজ্জীবিত করছে।

দরিদ্র ব্রাজিলিয়দের জন্য সরকারের পরিবর্তন মানে হল দৈনন্দিন জীবন ও সুযোগের পরিবর্তন। টেমারের অনির্বাচিত মন্ত্রীপরিষদ ব্রাজিলে যে নীতিগুলো "আরও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়" সেগুলোকে অন্যভাবে প্রয়োগ করছে, পেনশন, সামাজিক মঞ্জুরী কমাচ্ছে, সামাজিক সেবাগুলোকে অনাড়ম্বর করে তুলছে, নতুন শ্রম আইনকে বাতিল করছে এবং ভবিষ্যতে সামাজিক ব্যয় বাড়াচ্ছে।

ব্রাজিলের প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে আছেন প্রেসিডেন্ট টিমার ও জনপ্রিয় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুলা।

এই কুৎসাটি ব্রাজিলের একবার দুর্দান্ত শ্রমিক পার্টিকে কোন কাতারে রাখেনি। পার্টির জনপ্রিয় ব্যক্তি সাবেক রাষ্ট্রপতি লুলা দা সিলভাকে দুর্নীতির অভিযোগে দশ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে (এই কনভিকশনটি এখন আপিল করছে)। পার্টির মূল ব্রাজিলের একদা গর্বিত শ্রম আন্দোলন একেবারে হারিয়ে গিয়ে অসংগঠিত হয়ে পড়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ডাইনামিক্স ব্রাজিলের মধ্যে বিদ্যমান এক রোগ বিশেষ। দেশের পণ্য ভিত্তিক অর্থনীতি পড়ে গেছে, মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি অনৈতিক সরকারি ব্যয়ের কারণে ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে। বর্তমান এএনসি নেতৃত্ব এই কুৎসায় জড়িয়ে পড়েছে, সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়া সত্ত্বেও "আত্মবিশ্বাস নেই" এমনভাবে টিকে আছে।

রাষ্ট্রপতি ইয়াকব জুমা ব্যক্তিগত দুর্নীতির জন্য সুবিদিত। লক্ষ লক্ষ সরকারি ডলার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যয়, যখন আদালতে চলমান অভিযোগগুলোর কারণে ও অজস্র ইমেইল লিক হওয়ার ফলে দেখা যায় যে, সরকারি চুক্তিগুলোতে অবৈধভাবে জুমার পরিবার ও কাছাকাছিদের, বিশেষ করে উল্লেখযোগ্যভাবে সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসিত গুপ্তরাই সরকারি অনুদানের জন্য স্পষ্টভাবে স্থানান্তরিত ব্যক্তি একই।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল, রাজনীতিবিদেরাই দেশে একমাত্র খারাপ না। ব্রাজিলের অনেক তেল কোম্পানির মতই নির্মাণ কোম্পানিগুলো ও কৃষি-

>>

ব্যবসায়ের বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি ও দল বিশেষে ঘুষ দিতে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে আকর্ষণীয় সরকারি চাকরিগুলোর ক্ষেত্রে, অনেক সাদা-মালিকানাভিত্তিক দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়গুলোর ক্ষেত্রে (কালো-মালিকানাধীন ব্যবসায় শুরুর ক্ষেত্রে -জার্মান, চীনা ও ব্রিটিশ বহুজাতিক-কোম্পানিগুলো) দরপত্রের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে ও সফলভাবে সে সকল ব্যক্তিরা সেগুলো পাচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়া একটি তথ্য জনসাধারণ বিশেষ করে যারা বিশ্বব্যাপী হিসাবরক্ষণ ও আইন নিয়ে কাজ করে এমন পেশাজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা হিসাবরক্ষক ও আইন ব্যবসায়ীদের বৈধতা দিয়ে গ্রহণযোগ্য নয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কখনো কখনো নিলাম জেতাকে বৈধ মনে হয়। এমনকি জনসংযোগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দুষ্কর্মে সহযোগী ছিল, গুপ্তা কম্পোর্টিয়ামের হয়ে কাজ করছে। বৃহৎ ব্রিটিশ জনসংযোগকারী প্রতিষ্ঠান বেল পোতিঙ্গার সামাজিক গণমাধ্যমে একটি কুৎসাজনক ক্যাম্পেইন করে যা (যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্রুপাত্মক) "সাদা একচেটিয়া মূলধন" হিসেবে জুমা ব্র্যান্ডের সমালোচনা করে।

অবশ্যই, প্রতিবেশ ও ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। যখন ব্রাজিলের ডানপন্থী রাজনীতিবিদেরা গনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পুরনো সংস্কারকে বহাল করতে চেষ্টা করেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কালো সংখ্যাগরিষ্ঠরা সাদাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে হার মানতে চায়নি। ব্রাজিলে, গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবস্থা সচল করে নগদ ও পেনশন মঞ্জুর করার মাধ্যমে দরিদ্র গৃহস্থালির প্রকৃত উন্নয়নসাধন করেছে।

ব্রাজিলের পিটিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অনেক সমর্থন হারাতে দেখা গেলেও কল্যাণ প্রোগ্রামগুলো বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এএনসির প্রয়াসের প্রতি কালো আফ্রিকানদের বড় একটি অংশ সহানুভূতিশীল থেকেছে। উভয় দেশেই জাতিগতভাবে বর্জনের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকাশিত নীতিমালাগুলো সাদাদের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা এখনো বৈষম্য-মূলক। জাতিগত সংগ্রামের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আস্থাগুলো দীর্ঘ লড়াইকে প্রতিফলিত করে। মোটাদাগে, বড় অংশে অনেক মধ্যবিত্ত-শ্রেণির কালো দক্ষিণ আফ্রিকানকে এএনসি ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বস্ততা অর্জনের নাম করে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত-আধিপত্যশীল বেসরকারি চাকরির উচ্চ পদ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদেরকে শিক্ষক , নার্স, পুলিশ, আমলা কিংবা রাজনীতিবিদদের চাকরি দেওয়া হয়েছে।

তথাপি, এএনসির প্রতি বিশ্বস্ততা বিশেষ করে নগর জীবনে যেখানে তরুণ ভোটাররা বেকারত্বের ক্ষেত্রে বড় পরিসরে হতাশা, অসম সামাজিক সেবা এবং সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে অনবরত জাতিগতভাবে অসমতা প্রকাশ করেছে, সেখানে দুর্বল হয়ে পড়েছে । একজন মোহনীয় (আর দুর্নীতি) সাবেক এএনসি তরুণ নেতা ইকোনমিক ফ্রিডম ফাইটারস (ইএ-ফএফ)-এর অনেক তরুণ ভোটারদের পরিবর্তনের ধোঁয়াশাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার নতুন রাজনৈতিক দলের দিকে আকর্ষণ করেছে। যদি জুমা এই জায়গায় থাকে, এএনসি আগামী নির্বাচনে সংসদীয় গরিষ্ঠতা হারাতে পারে। আর তখন কর্তৃত্বপূর্ণ লোকরঞ্জনবাদী ইএফপি ভালভাবে ক্ষমতায় আসবে।

এরপর কী হবে? দুইটি দেশের ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র-বিরোধী হুমকি প্রকৃত বাস্তবতা। একটা হুমকি যা স্পষ্টভাবে ট্রাম্পের নির্বাচনকে তিক্ত করে তোলে। ১৯৯০ এর আগে নাগরিকেরা ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষমতা-ধর মৈত্রী হিসেবে গণ্য হত। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে, এখনো ভঙ্গুর গণতন্ত্রগুলোকে সমর্থন ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু ট্রাম্পের অধীনে বিশ্বব্যাপী হোয়াইট হাউজের নিরবতাকে তিক্ত করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কী আবার ফিরে আসতে পারে? এমনকি সামরিক শাসন ছাড়া ব্রাজিলের বর্তমান সরকার সামাজিক নাগরিকত্বের অধিকারকে একটি নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সাদাদের আধিপত্যের দিকে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু কর্তৃত্বশীল লোকর-ঞ্জনবাদের হুমকিই আসল। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
গে সেইদমান <gseidman@wisc.edu>

> আর্জেন্টিনা নিবিড় অনুসন্ধানের অধীনে

হুয়ান ইগনাসিও পাইওভানি, লা প্লাটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা, এবং আইএসএ-এর ভবিষ্যমান গবেষণা (আরসি ০৭) এবং যুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ (আরসি ৩৩) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য

কোডসক-এর কতৃপক্ষ এবং পিসাক-এর ব্যবস্থাপক জুয়ান পিওভানি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে ২০১৭ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। চিত্র গ্রহণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বেশিদিন আগের কথা নয়,আর্জেন্টিনার বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী নব গঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রাণালয়ের উৎসাহের সাথে প্রখ্যাত রসায়নবিদ লিনোবারানোকে মন্ত্রী হিসেবে স্বাগত জানিয়েছে। এরপর তার একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে। পাজিনা ১২ সংবাদপত্রকে বলার সময় বারানো জানায় যে, কীভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। তিনি সফটওয়্যার, ন্যানো প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি উন্নয়নে তাঁর পরিকল্পনাও কথাও অবহিত করেন। এক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের কথা জানতে চাইলে বারানো তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সম্মত হন কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানকে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করেন এবং পদ্ধতিগতভাবে একটি মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হলেই সামাজিক বিজ্ঞান যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে বলে তিনি জোর দেন।

বলাবাহুল্য, বারানোর মন্তব্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিক্ততার জন্ম দিয়েছে। ফলে সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান কাউন্সিলের ডিন (কোডসক) মন্ত্রীকে এই দাবির ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। ডিন এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা এবং মার্জনাও প্রত্যাশা করে। একই সাথে তিনি সামনাসামনি বসে আলোচনা করতে আগ্রহী যে সামাজিক বিজ্ঞান কী করছে, কিংবা সমাজে অবদান রাখার জন্য আরও কী করতে পারে।

অবশেষে, মন্ত্রী ২০০৯ সালে কোডসকের প্লেনারি সেশনে অংশগ্রহণে সম্মত হন, যেখানে তিনি ঘোষণা করেন তিনি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজে কী ধরনের অবদান রাখছে তা প্রকাশের জন্য একটি বড় প্রকল্পে অর্থায়ন করবেন। এইটা সাম্প্রতিক সমাজের ওপর ভিত্তি করে আর্জেন্টিনার জাতীয় গবেষণা প্রোগ্রাম তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা ২০১২ সাল থেকে কোডসোকের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৫০টি সামাজিক বিজ্ঞানের অনুষদের সঙ্গে এটা সম্পৃক্ত এবং এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও সেক্রেটারি অফ হায়ার এডুকেশন পলিসিজ অনুদান দেন।

পিসাকের ডিজাইন করতে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। এটা শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন একক প্রকল্প এত বৃহৎ পরিসরে বৈজ্ঞানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যের আওতায় কাজ করতে পারে না। এর পরিবর্তে, একটি গবেষণা প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া যথার্থ মনে হয়, যা সারা দেশের প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের সম্মিলিতভাবে চিন্তা প্রকাশে সহায়ক হয়ে উঠবে।

পিসাকের শুরুর দিনগুলোতে আমরা, এই প্রোগ্রামের যে গঠনমূলক কোন লক্ষ্য নেই, তবে আর্জেন্টিনার সামাজিক বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এটা প্রোথিত হয়েছে, যা বিস্তৃত ও সমন্বিত হতে শুরু করেছে ১৯৮৩ সাল থেকে যখন থেকে আর্জেন্টিনা গণতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটছিল, তা স্পষ্ট করেছি। কিন্তু আমরা পৃথক, আঞ্চলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অসামঞ্জস্যতা, "শহরকেন্দ্রিকতা তৈরির ক্ষেত্রে" গবেষণার বিষয়বস্তু ও সামাজিক প্রপঞ্চগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সামাজিক জ্ঞানের সঞ্চারণে প্রতিবন্ধকতা (একাদেমির অভ্যন্তরে ও বাইরে) এবং সামাজিক গবেষণাকে নাগালের বাইরে রাখার প্রবণতা-বিশেষ করে "প্রান্তিক" আঞ্চলিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেশে তৈরি কিছু ফলাফল, এরকম অনেকগুলো সমস্যা চিহ্নিত করেছি।

আর্জেন্টিনিয় সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশের মূল্যায়ন দশটির অধিক প্রকল্পকে পরিব্যাপ্ত করে তিনটি গবেষণার ক্ষেত্রকে সুস্পষ্ট করে তোলে । পিসাক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির ওপর সংগঠিত। অবশ্যই, এর প্রধান উদ্দেশ্য হল সামগ্রিকভাবে সাম্প্রতিক সমাজকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বহুজ্ঞানশাখাভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু আমরা যে সকল দেশ সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান উৎপাদন করে প্রাতিষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিক শর্তগুলোর অধীনে সেগুলো পরীক্ষা এবং আর্জেন্টেনিয় সমাজভিত্তিক পূর্ববর্তী গবেষণাগুলোতে প্রতীয়মান বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে ধারাবাহিকভাবে সংকলন করার সুযোগ পেয়েছি।

মজার বিষয় হল, এই প্রকল্পটি মাইকেল বুরাওয়ে যে চার ধরনের সমাজবৈজ্ঞানিক শ্রমের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে মেলে, ক্রিটিক্যাল, প্রফেশনাল, পলিসি ও পাবলিক। পিসাক, কীভাবে সামাজিক গবেষণাগুলো আর্জেন্টিনায় সংঘটিত হয়, এর ভিত্তি এবং প্রধান প্রধান তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রকে প্রকাশ এবং আধিপত্যশীল মডেলগুলোতে জ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা বা সরে যাওয়া পরীক্ষা করে খোঁজার চেষ্টা করে, এরকম আরও অনেক ক্রিটিক্যাল সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটা সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রায়োগিক গবেষণা প্রশ্ন তুলে ধরে, এর ফলাফল একাদেমিয় পরিমণ্ডলের শ্রোতাদের জন্য বৈজ্ঞানিক পত্র হিসেবে প্রকাশ করে। একই সঙ্গে পিসাক তার নিজেকে উল্লেখ করতে পারে এমন একাদেমিয় ওয়ার্ল্ড তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পিসাকের

>>

অনেক গবেষণা প্রশ্নে নীতিপ্রণেতাদের অগ্রাধিকার প্রতিভাত হয়েছে, দক্ষতার ভিত্তিতে জ্ঞান ও সামাজিক নীতিতে প্রভাব আনয়নে জনসাধারণের জন্য কাজ করে এমন সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে ও সামাজিক আন্দোলন নিয়ে কাজ করছে। পরিশেষে, পিসাক গণ বিতর্ক তৈরিতে এর বড় বড় প্রোফাইলগুলো কাজে লাগিয়েছে। সমাজে বিদ্যমান ব্যাখ্যাগুলো এবং গণমাধ্যমগুলোতে যে সকল সামাজিক গতানুগতিক ধারণা প্রচলিত রয়েছে,সেগুলোর বর্জনে যুক্তিবলে আক্রমণ করার সমালোচনায় নেমেছে।

কেননা আমরাও জ্ঞান উৎপাদনের শর্তগুলোর ক্ষেত্রে সম্যকভাবে অবগত। আমরা জাতীয় সামাজিক বিজ্ঞানের সিস্টেমে মনযোগী হয়েছি, যেমন- বৈজ্ঞানিক ও উচ্চ শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভৌগোলিকভাবে বণ্টনের ভিত্তিতে, গবেষকদের একাদেমিয় পরিক্রমণ, গবেষণার আলোচ্যসূচি, গবেষণা প্রকাশনা এবং আরও অনেক ইস্যুর দিকে আলোকপাত করছি। *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর এই সংখ্যায় ফার্নান্দো বেইগেল-এর প্রবন্ধটিতে এই প্রকল্প, আর্জেন্টিনায় জ্ঞান উৎপাদনের তুলনামূলক স্টাইল (এবং জ্ঞানের বিস্তৃতিকরণ) বিশ্লেষণে, বিজ্ঞানীদের, যা আধিপত্যশীল আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক নিয়ম এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয় থেকে উত্থিত আলোচ্যসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ততার ব্যবধান তুলে ধরে, তা গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন।

পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফলকে ব্যবস্থাভিত্তিক করে তোলার জন্য আমরা ছয়টি বড় বিষয় নিয়েছি। সামাজিক কাঠামো,জীবন মান, রাষ্ট্র, সরকার ও জন প্রশাসন, নাগরিকত্ব, সামাজিক সংহতি ও সামাজিক সংঘর্ষ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ভোগ ও চর্চা। বহুধা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক একটি দল সম্মিলিতভাবে প্রত্যেকটি বিষয় নির্বাচন করেছে, যা প্রাসঙ্গিক একাদেমিয় প্রকাশনা, একরকম "সাহিত্য পর্যালোচনা" তৈরিকে বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থায়িত করেছে, এই প্রতিবেদনগুলো এখন পাওয়া যাচ্ছে। ক্লাকসো-এর ভার্চুয়াল লাইব্রেরির ওপেন অ্যাক্সেস ভার্সন www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana এবং পিসাকের ওয়েবসাইট http://pisac.mincyt.gob.ar. থেকে এগুলো ডাউনলোড করা যেতে পারে। *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর এই সংখ্যায় আলেজান্দ্রো গ্রিমসনের প্রবন্ধটিতে কীভাবে গবেষণার ফলাফলগুলো আর্জেন্টিনায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সমধর্মীভাবে নিরূপণের অফিসিয়াল চিত্র তৈরি করে, এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি দেখান যে, আমাদের বৈচিত্র্যময় সমাজ ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন সংখ্যালঘুদের লড়াইয়ের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সামাজিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পরিশেষে, সাম্প্রতিক আর্জেন্টিনার সামগ্রিক বাস্তবতা প্রতিভাত করতে আমরা ৩৩৯টি শহরসহ ২০০০ এর অধিক অধিবাসীদের ওপর মাঠগবেষণাসহ তিনটি জাতীয় জরিপ চালিয়েছি। একটি জরিপ হল সামাজিক কাঠামো ও জীবন মান সম্পর্কিত। দ্বিতীয়টি হল, সামাজিক সম্পর্ক, আর তৃতীয়টি হল মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রতিফলন। আমরা এই পদ্ধতিগত দিকগুলোকে কয়েকটি কারণে গ্রহণ করেছি। একটি হল, গবেষণা অনুদান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা দলগুলোকে স্বল্পঅনুদান ছড়িয়েছিটিয়ে দিয়ে থাকে। তারা বড় প্রকল্পগুলোকে উৎসাহিত করে না। আরেকদিকে, গুণগত পদ্ধতির অভিপ্রেত গুরুত্বের দিক হল, দেশের সামাজিক বিজ্ঞানীরা পরিমাণগত পদ্ধতি ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ একেবারে ছেড়েই দিয়েছে। আমাদের (অনুদানের অধীনে) গুণগত গবেষণা সীমিত সামাজিক পরিসরে, বড় বড় শহর এলাকায় গবেষণা করেছে, এতে প্রতীয়মান হয় যে, আর্জেন্টেনিয় সমাজ এখনো পর্যন্ত এলাকাভিত্তিক বৈচিত্র্য তুলে আনাকে উপেক্ষা করেছে।

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর এই ইস্যুতে আগুস্তিন সালভিয়া ও বেরেনিছ রুবিও প্রথম জরিপ সম্পর্কে আর্জেন্টিনার অসমতা ও সচলতার কাঠামো এবং সুনির্দিষ্ট সামাজিক দলের জীবনবস্থার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আলোচনা করেছেন। গ্যাবরিয়েল কেসলার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের যৌক্তিকপ্রতিপন্নতা যা সামাজিক মূলধন, সামাজিকতা, আত্ম-চিহ্নিতকরণ ও সামাজিক বাধা, সংঘর্ষমূলক সামাজিক সম্পর্ক, অংশগ্রহণ, এবং সামষ্টিকভাবে কর্মদ্যোগ ও আরও যে বিষয়গুলো জাতীয় সামাজিক পরিমণ্ডলে অপরীক্ষিত থেকে গেছে, সেগুলোর দিকে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন।

এখন পিসাকের ফলাফল প্রকাশ হতে শুরু করছে। আর্জেন্টিনার সামাজিক বিজ্ঞান দুইটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হচ্ছে। একটি, আমরা নব্যউদারতাবাদী নীতিগুলোর অভিমুখী একটি নতুন রাজনৈতিক চক্রে প্রত্যাবর্তনের মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করছি। অন্যান্য জাতিগুলোর মত, এটা অনেকাংশে গবেষণায় অনুদান কমিয়েছে। কাজেই নতুন কর্তৃত্ব পিসাকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলোর দিকে ফিরে গেছে, নতুন অনুদান দিয়েছে, যদিও পিসাক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে পারবে কিনা এবং এটা বড় পরিসরের সামাজিক গবেষণার উদ্যোগ নিতে পারবে কিনা, এটাতে একটা সংশয় থেকেই যায়। অন্যদিক থেকে, আমরা সত্যোত্তোর ডিসকোর্সের সাক্ষী। বিশেষ করে সামাজিক গণমাধ্যম, যেগুলো সামাজিক বিজ্ঞানকে আদর্শগতভাবে গুরুত্বহীন ও জনসাধারণের জন্য অনুদান দিতে অযোগ্য বলে খারিজ করে দেয়। একইভাবে, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা বারংবার "ফলিত" গবেষণা ও "প্রয়োজনীয়" বা "যান্ত্রিক" জ্ঞানের সপক্ষে যুক্তি আরোপ করে কারণ হিসেবে বলে যে, সামাজিক বিজ্ঞান কাজে লাগছে না।

যাই হোক, পিসাকের প্রাথমিক ফলাফল সামজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সক্রিয়-সামাজিক বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও নীতিপ্রণেতাদের কাছ থেকে বড় পরিসরে জোরালো সমর্থন পাচ্ছে। সকল বিপত্তির মাঝেও পিসাকের ফলাফলের প্রতি উদ্যমী অভ্যর্থনা আমাদেরকে ভবিষ্যতে আর্জেন্টিনার সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে আরও প্রত্যাশী করে তোলে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ইগনাসিও পাইওভানি <juan.piovani@presi.unlp.edu.ar>

> আর্জেন্টিনার সামাজিক বিজ্ঞানের চিত্রায়ন

ফারনান্দা বেইগেল, কুয়ো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা এবং আইএসএ-এর সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য (আরসি ০৮)

বুয়েনোস আইরেসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা সংঘ। চিত্র গ্রহণে জুয়ান ইগনাসিও পিওভানি।

বিগত ৪০ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশনা ব্যবস্থার একটি "সার্বজনীন" ভাষা এবং লেখার ধরন তৈরি হয়েছে যা বিজ্ঞানের ভৌগোলিক পরিধি সীমাকে নতুনভাবে চিত্রায়িত করেছে। এবং একইসাথে মূলধারার আবহে মুষ্টিমেয় ও নির্দিষ্ট সংখ্যাক জ্ঞান শাখার জন্য একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রান্তিক অবস্থান ব্যাতিরকে যেখানে পুরো বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের কাজগুলো ইন্সটিটিউট ফর সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন-এর সংযুক্ত সাময়িকীগুলোতে দেখা যায় না (আইএসআই-বর্তমানে ক্লারিভেট এনালিটিক্স/ ওয়েব অফ সায়েন্স)।

যাইহোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির দিকে এখন বাড়তি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংঘ যেমন ল্যাটিন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা তথ্য জানার অধিকারকে অবাধ ও উন্মুক্ত করতে ঘটে যাওয়া বেশকটি আন্দোলন এরই অংশ বিশেষ। ১৯৬০ সাল থেকে ল্যাটিন আমেরিকান সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হস্তক্ষেপ সহযোগে মর্যাদা তৈরির জন্য "আঞ্চলিকরন" এবং বৈজ্ঞানিক নীতিগুলির "জাতীয়করণ" করেছে।

এই আন্তর্জাতিক বলয়ের বাইরে, স্থানীয় বলয়গুলোর অতালিকাভুক্ত জার্নাল রয়েছে যা বিশেষভাবে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাগুলোর সীমিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এগুলো আন্তর্জাতিক নয় এমন একাডেমিক বিষয়গুলোতে অধিক প্রতিফলন ঘটায়। এই প্রান্তস্থ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতে গতিময়তার দিকগুলো কি? আমি যুক্তি দিয়েছি যে এই বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী বলয় মেরু প্রাচীর নির্মাণ করছে। ফলে একটি "দ্বি-মুখি' একাডেমিক অভিজাত তৈরি হচ্ছে। একদল বাইরে দৃষ্টি দিচ্ছে এবং আরেকদল ভিতরে।

মূল্যায়ন এবং একাডেমিক প্রকাশনার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা বৈধতার বিভিন্ন মূলনীতিকে উৎসাহিত করেছে। স্বীকৃতির বিভিন্ন বলয় হিসেবে (সব বৈধ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুরস্কার নিয়ে) জাতীয় সীমা অতিক্রম করেছে। বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় বুদ্ধিজীবী বলয়ের ক্রমাগত বিভাজন- এবং প্রান্তসীমা থেকে বিজ্ঞানীদের অবস্থানের উপর তাদের প্রভাব- এটা শুধুই ইংরেজী ভাষার আধিপত্যের ফলাফল নয়। মূল্যায়নের সংস্কৃতি এবং কাঠামোগত অসমতার দ্বারা এই বলয়গুলোকে ইন্ধন যোগানো হয়েছে। প্রকাশনার ভাষা, প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন এবং শৃঙ্খলার ভিত্তিতে একটি ত্রিভুজমুখী স্তরবিন্যাস নীতি একাডেমিক অসমতাকে আকৃতি।

>>

আর্জেন্টিনা উৎপাদনের ধরণ এবং সঞ্চালন বিশ্লেষণের জন্য একটি কৌতহলোদ্দীপক উদাহরণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনসাধারণের জন্য তহবিলের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন পিএইচডি প্রোগ্রামের সমন্বয়সাধন এবং আর্জেন্টিনার ফেলোশিপ প্রকল্পে এবং গবেষণা নিয়োগে স্পষ্টত "জাতীয়তাবাদী-কে" জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ন সময়ের গবেষকদের সংখ্যা গত এক দশকে তিনগুণ বেড়েছে, যা ২০০৩ সালে ৩,৬৯৪ থেকে ২০১৩ সালে বেড়ে ৯,২৩৬-এ দাঁড়িয়েছে। তবে এই সময়ের মধ্যে, বৈশ্বিক একাডেমিক ব্যবস্থার প্রভাবশালী উৎপাদন শৈলীতে আর্জেন্টিনীয় সুদক্ষ বিজ্ঞানী এবং যারা আরও অন্তর্মুখী বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে পার্থক্যটি বিস্তৃত হয়েছে।

প্রকাশনার সূচক মানে স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন পারিতোষিক পাওয়া। জাতীয় গবেষণা সংস্থা, কনিসেট, আন্তর্জাতিক (মূলধারার) জার্নালগুলিতে প্রকাশনা, বিজ্ঞান বা স্কপাসের ওয়েব তালিকাভুক্ত করা অত্যন্ত মূল্যবান। যাইহোক কনিসেটের সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা এবং কৃষি বিজ্ঞান ল্যাটিন আমেরিকান জার্নালগুলিতে, সায়েলো বা লাতিনেক্সে তালিকাভুক্ত প্রকাশনাকে গুরুত্ব দেয়। এই মূল্যায়ণশীল সংস্কৃতিতে মূল্যায়ন মান ও মৌলিকত্ব তালিকাভুক্তি, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর বা এইচ-সূচকের পক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছে। যেখানে শ্রেষ্ঠতের মাত্রায় সমস্ত গ্রন্থপঞ্জির তথ্যের সংযুক্তি বিতর্কের বিষয়।

জাতীয় বা স্থানীয়, অতালিকাভুক্ত জার্নালগুলির প্রকাশনাগুলো সাধারণত রাজধানীর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য কর্মজীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর্জেন্টিনার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসন ও রাজনৈতিকীকরণের দৃঢ় ঐতিহ্য রয়েছে এবং স্বীকৃতির স্থানীয় বলয়টি অত্যন্ত গতিশীল। আর স্থানীয়ভাবে সম্পাদিত শত শত পত্রিকাগুলো মূলত কাগজে ছাপা হয়। এগুলোতে স্থানীয় পণ্ডিতদের আন্তর্জাতিক মান থেকে নিম্নমানের কাজ প্রকাশ করে। এই কাজগুলো কি নিম্ন মানের? এই ব্যাপক স্থানীয় বলয়গুলো নিয়ে এখনো গবেষণা করা হয়নি। আমরা তাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য অনুমান করতে পারি না। তবে এই স্থানীয় পরিচিতি এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ (এমনকি বিপরীতমুখী) মূল্যায়নের সংস্কৃতির সাথে আর্জেন্টিনার স্থানিক আবর্তনের সাথে পরিচিত সামাজিক বিজ্ঞানীরা এবং দেশের ৫০ টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য বিভিন্ন প্রবিধান নিয়ে যারা জাতীয় গবেষণা পেশার জন্য দুটি ভিন্ন পথে (একটি হল কনিসেট, অন্যটি হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ) জড়িত এবং তারা উৎকণ্ঠিতভাবে একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচির সাথে জড়িত।

> "কর্মজীবনের সেরা প্রকাশনা"-এর পাঁচটি

সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা কনিসেট-এর গবেষক তাদের প্রশ্ন; যেখানে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে প্রভাবশালী প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য কী? আমরা ৪,৮৪২ জন ব্যক্তিকে একটি নমুনা পরীক্ষা করেছি (৭,৯০৬ জনের মধ্যে) তারা পদোন্নতির জন্য আবেদন করেছিল এবং তাদেরকে "কর্মজীবনের সেরা পাঁচটি প্রকাশনা" নির্বাচন করার জন্য বলা হয়েছিল। এই নমুনা দলে ২০১৫ সালের সর্বাধিক সক্রিয় কনিসেট গবেষকদের অর্ধেকেরও বেশি রয়েছে এবং সহকারী সদস্য, অতিরিক্ত সদস্য, স্বাধীন গবেষক, প্রধান এবং উচ্চতর অনুষদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়, বয়স ও পদানুক্রমের ভিত্তিতে এটি ভারসাম্যপূর্ণ। প্রতিষ্ঠান বছরে একবার পদোন্নতির জন্য আবেদন গ্রহণ করে এবং আবেদনগুলো মূলত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।

গুরুত্বপূর্ণ হল আবেদনকারীরা সম্ভবত মূল্যায়ন পর্ষদ খুশি হবে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের "কর্মজীবনের সেরা" পাঁচটি প্রকাশনা নির্বাচন করে। তাই তাদের পছন্দ প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। বিশেষত সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার (সাবিমাবি) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাছাইকৃত এই প্রকাশনাগুলি গবেষকদের সিভিতে তালিকাভুক্ত অন্যান্য প্রকাশনাগুলির প্রতিফলন করে না।

যাচাই বাছাইয়ের জন্য নমুনা দলের দ্বারা জমা দেওয়া প্রকাশনাগুলির তথ্যভান্ডারে ২৩,৮৫২ টি লেখা রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিরোনাম, লেখার ধরণ (বই, বইয়ের অধ্যায়, নিবন্ধ, সম্মেলন পত্র, কারিগরি প্রতিবেদন) প্রভৃতি এবং ভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত। "কর্মজীবনের সেরা" পাঁচটি প্রকাশনার ভাষা অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। যা ইংরেজিতে লেখা এবং গড়ে প্রায় ৫-এর মধ্যে ৪.০২ (পুরুষের মধ্যে ৪.১৩ এবং নারীদের মধ্যে ৩.৯১)। প্রাচীনতম প্রজন্মের (যাদের বয়স ৬৫-৮৫) ক্ষেত্রে এই গড় সামান্য কম। তবে পার্থক্যটিও নুন্যতম। যা ইঙ্গিত দেয় যে ইংরেজিতে লেখার চলন কয়েক দশক আগে আর্জেন্টিনায় ফিরে এসেছে। ভাষা প্রাক-প্রাধান্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণগুলি দেখায় যে ইংরেজিতে প্রকাশনার বড় অংশ হচ্ছে "নিরেট" বিজ্ঞান (গড়ে ৪.৭৭)। যেখানে সাবিমাবি-এর ক্ষেত্রে গড়ে ৫-এর মধ্যে ১.২৩।

প্রকাশনার ধরন থেকে আরও পার্থক্য বোঝা যায়। যেমন বই বা বইয়ের অধ্যায়গুলোর কাজ বেশি করতে দেখা যায় বয়স্ক পণ্ডিতদের এবং সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে। সর্বকনিষ্ঠ দলের (যাদের বয়স ৩১-৪৪ বছর) মধ্যে দেখা যায় যে, তাদের "কর্মজীবনের সেরা" প্রকাশনীর ৫ টির মধ্যে ৪.৪ টি হল নিবন্ধ। এতে প্রমাণিত হয় যে, "নিবন্ধ" বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সাবিমাবি গবেষকদের জন্য নিবন্ধ সংখ্যা গড়ে ৫-এর মধ্যে ২.৮ এ দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, একাডেমিক বইয়ের প্রকাশনার কোন আঞ্চলিক বা জাতীয় গবেষণা নেই।

চিত্র ১ঃ ২০১৫ সালে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার-সেরা পাঁচটি প্রকাশনা (সংখ্যা = ২৩,৮৫২)।
ভাষা ও গবেষণার বিষয় ভিত্তিতে গড় (৫ রে মধ্যে)[১]

মজার ব্যাপার হল নমুনা দলে থাকা ৯৪১ জন সাবিমাবি গবেষকের মধ্যে বেশিরভাগই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বা যৌথ কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এদের মধ্যে কনিসেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বুয়েনোস আইরেস (ইউবিএ) এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে। তাদের শিক্ষা অনুযায়ী, ৩৩.৭% ইউবিএ থেকে তাদের ডক্টরেট অর্জন করেছে যা নমুনা দলের গড়ের তুলনায় একটু বেশি। এছাড়াও ৪৩.৫% তাদের স্নাতক ইউবিএ থেকে গ্রহণ করেছেন যা নমুনা দলের গড়ের তুলনায় বেশি। লিঙ্গ অনুযায়ী সাবিমাবি গবেষকদের ৫৬% নারী এবং তাদের "কর্মজীবনের সেরা" প্রকাশনাগুলো গড়ে ৫-এর মধ্যে ১.১৪ ইংরেজিতে লেখা। পুরুষদের মধ্যে ইংরেজিতে কাজ করার গড় সংখ্যা তুলনামূলক বেশি যা ৫-এর

>>

মধ্যে ১.৩৫। তুলনামূলকভাবে যেসব বিষয়গুলি "নারীবাদী" বলে মনে করা হয় তাদের ভাষার ব্যবহারে অনেক বৈচিত্র রয়েছে। তাই লিঙ্গ এখানে একটি চূড়ান্ত উপাদান নয়। উদাহরণস্বরূপ সাহিত্যের বেশিরভাগ প্রকাশনাগুলি স্প্যানিশ ভাষায় যেখানে মনোবিজ্ঞানের বেশিরভাগ প্রকাশনাগুলি ইংরেজিতে।

এই গবেষকদের বাছাইকৃত "কর্মজীবন সেরা" প্রকাশনার প্রচলন সম্পর্কে আমরা কি শিখতে পারি? চিত্র ২-এ দেখা যায়, ৮৩% প্রকাশন মূলধারা বলয়ের দিকে। বাকি ১৭% হল প্রভাবশালী বলয়ের বাইরে যা সাবিমাবই গবেষকরা (৭৬%) অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বুদ্ধিজীবী মালিকানা দলিলে (২৪%) উপস্থাপিত গবেষণাকর্ম।

চিত্র ২: ২০১৫ সালে কর্মজীবনের সেরা পাঁচটি প্রকাশনার গড় (সংখ্যা= ৭,০৭১)

কনিসেট-এর সামাজিক বিজ্ঞান মৌলিকত্বের চেয়ে তালিকাভুক্তকরণের উপর ভিত্তি করে নিবন্ধের মান মূল্যায়নকে সাধারণ ধরণ হিসেবে বিবেচনা করে। যদিও এই ক্ষেত্রে মূলধারা বলয়ের কম প্রকাশনা রয়েছে তবুও আঞ্চলিক তালিকাভুক্তকরণের অগ্রাধিকারটি লক্ষণীয়। লাতিনেক্স এবং ডোয়েজে এবং ডায়ালনেটের মতো বহুজাতিক সংস্থার তথ্য ভান্ডার রয়েছে যেখানে সাবিমাবি-এর অধিকাংশ প্রকাশনা তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে। আর্জেন্টিনার প্রকাশনা মোট-এর মধ্যে ৭% এর নিচে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এইগুলির একটি বড় সংখ্যা সাবিমাবি এর সাথে সম্পর্কিত। এই জ্ঞানশাখাগুলোর প্রভাবশালী প্রবণতা হল স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ ভাষায় ল্যাটিন আমেরিকার জার্নালগুলি প্রকাশ করা যাকে মূলত বলা যায় লাতিনেক্স।

তাদের সম্পূর্ণ সিভিতে, অধিকাংশ সাবিমাবি গবেষকরা আন্তর্জাতিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয় প্রকাশনাকে তুলে ধরে। কিন্তু তাদের "কর্মজীবনের সেরা" প্রকাশনাগুলির এই গবেষণা কনিসেটের বৈজ্ঞানিক ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ সম্পর্কে একটি ক্রমবর্ধমান ঐক্যমতের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। যদিও এই গবেষণাটি সুপারিশ করে না যে এই বিশ্বাসগুলি সম্পূর্ণভাবে এই পণ্ডিতদের কর্মজীবনের চলমানতা নির্ধারণ করে। কনিসেট সারা দেশে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে এবং এইভাবে আর্জেন্টিনার একাডেমিক সম্প্রদায় জুড়ে বিভিন্ন ডিগ্রির জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রদর্শিত হয়। তারপরও বৈধতা এবং স্বীকৃতি বলয়ের সহজাত এবং বিভিন্ন নীতির সাথে আর্জেন্টিনার একাডেমিতে মর্যাদার বিন্যাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। ■

১ উপরের দুইটি চিত্রের তথ্য পাওয়া যাবে Beigel, F. (2010) "Social Sciences in Chile (1957-1973). A laboratory for an autonomous process of academic-building" in Alats and Sinha-Kerkhoff (eds.), *Academic Dependency in the Social Sciences: Structural Reality and Intellectual Challenges*. New Delhi: Manohar, pp. 183-212; এবং
Beigel, F. (2016) "Peripheral Scientists, between Ariel and Caliban. Institutional Capital and Circuits of Recognition in Argentina. The 'career-best publications' of the researchers at CONICET" in *Dados 59(4): 215-255.*

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ফারনান্দা বেইগেল <mfbeigel@mendoza-conicet.gob.ar>

> আর্জেন্টিনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

আলেজান্দো গ্রিমসন, সান মার্টিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা

বলিভিয়ার অভিবাসীরা ২০১৬ সালে বুয়েনোস আইরেসের সমকামী দর্পের সময় অভিবাসীদের প্রতি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বৈচিত্র্যতা ও একই সঙ্গে প্রতিবাদ সভা গড়ে তোলে। চিত্র গ্রহণে ফেদেরিকো কারুসো।

প্রত্যেক জাতিই তার নিজস্ব ভাবমূর্তির তুলনায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলির প্রতি বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু আর্জেন্টিনা সম্ভবত একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। আর্জেন্টিনার বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করে যে ব্রাজিলে আর্জেন্টিনার তুলনায় বেশি আদিবাসী রয়েছে। কিন্তু আসলে ২০১০ সালের জাতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী, যখন ব্রাজিলে ৮৫০,০০০ জন লোক নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে শনাক্ত করেছিল, তখন আর্জেন্টিনাতে ৯৫০,০০০ জন স্ব-স্বীকৃত আদিবাসী নাগরিক ছিল। পরিসংখ্যান মতে আর্জেন্টিনার জনসংখ্যার ২.৪%-এর প্রেক্ষিতে ব্রাজিলের জনসংখ্যার ০.৪% হল আদিবাসী।

আর্জেন্টিনাতে তাদের সরকার দক্ষিণ আমেরিকার ইউরোপীয় সমাজের একটি নিজস্ব ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। যেন সমগ্র দেশ (যা পৃথিবীতে অষ্টম) তার রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের প্রতিরূপ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলোয় এই চিত্র ছিল খুবই বিরল। আদিবাসী আন্দোলন, নব্য অসাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্রের দুর্বলতা এবং এর স্বল্প স্বজাতিকরণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমাগত গ্রহণযোগ্যর দাবি সামাজিক বিজ্ঞানের বিস্তর গবেষণার সাথে মিল রয়েছে। যা দেশটির নিজস্ব ভাবমূর্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। যেমন ইউরোপিয়ান, শ্বেতাঙ্গ ও ভৌগোলিকভাবে কেন্দ্রীয়কারীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। কিন্তু গবেষকরা সঙ্কুচিত করার চেষ্ঠাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন যা নব্য উদার বহুসংস্কৃতির সাথে যুক্ত বিশ্বব্যাপী মডেলগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে।

> ঐতিহ্যগত কারণঃ ইউরোপীয়বাদ এবং আমূল পরিবর্তন

"আমূল পরিবর্তন" হিসেবে আর্জেন্টিনার বর্ণনাটি দেশটির জাতীয়তাবাদী প্রকল্প থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই কারণে "জাহাজ থেকে উৎক্ষিপ্ত"-সীমিত ও প্রাকৃতিক এমন একটি দর্শন যা আর্জেন্টিনীয়দের মধ্যে বিদ্যমান জনগণের শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় চরিত্রকে (স্প্যানিশ, ইতালীয়, পোলিশ ইত্যাদি) নির্দেশ করে। আপাত আদিবাসী এবং আফ্রিকান বংশধরদের অনুপস্থিতির মাধ্যমে এটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। আধিপত্য মতবাদের অংশ হিসেবে দেশটির বিশেষ সংগঠনের সাথে জড়িত

>>

কেন্দ্রীয়বাদী এবং "বন্দরের অধিবাসীরা" সুবিধা পেয়ে থাকে (যেমন বুয়েনোস আইরেসের জনগণ)।

ব্রাজিলের মতো আর্জেন্টিনার আমূল পরিবর্তনের মধ্যে আদিবাসী ও আফ্রো-আর্জেন্টিনীয়দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে শুধু "জাতিগোষ্ঠী" ইউরোপীয় জাতীয়তা থেকে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর্জেন্টিনা অভিবাসন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জনসাধারণের শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে একটি "সভ্য জাতি" গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এই প্রকল্পটি ইউরোপীয় অভিবাসনের ভৌগোলিক সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে দেশীয় জনসংখ্যার সাংস্কৃতিক অভ্যাসকে ছিনিয়ে নেয়- যা প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নের প্রধান বাধা হিসেবে দেখা হয়।

সমজাতীয় সংস্কৃতির সাথে জাতি গঠনে সরকারের চাপ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি গড়ে তোলার কার্যকর দক্ষতাকে জাতিগতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর অর্থ এই যে প্রতিটি প্রকরণ বা বিশেষত্বকে নেতিবাচক বলে মনে হয় অথবা সরাসরি অদৃশ্যতার দিকে ধাবিত হয়। যতদিন সমগোত্রীয় প্রকল্পটি সফল ছিল ততদিন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিরুৎসাহিত হয়ে জাতিগুষ্ঠি একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছিল।

সুতরাং আর্জেন্টিনা একটি চুক্তির ভিত্তিতে "সমতা"-এর দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রদান করেঃ সমস্ত জাতিগত পার্থক্য পরিহার বা অদৃশ্যতা এবং নাগরিকত্বের সুযোগ সুবিধা পাবার পূর্বশর্ত হিসেবে সাংস্কৃতিক অভিন্নতা।

এই চুক্তির মাধ্যমে অভিজাতদের বা শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যোগ দিতে সক্ষম প্রত্যেক আর্জেন্টাইন ছিল "শ্বেতাঙ্গ" সুতরাং যে কেউ বৈষম্য এড়িয়ে যেতে পারে। তবে এই অপরিহার্য বিভাজন শ্রমিক ও জনপ্রিয় দলগুলির একটি বড় অংশকে দরিদ্র, "নিগ্রো" বর্বর এবং "অভ্যন্তরীণ অভিবাসী" বিবেচনা করে আলাদা করেছিল। বিশেষ করে যখন তারা বড় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। এই বর্বরতার বিপরীতই ছিল সভ্যতা। যা আর্জেন্টাইন, শ্বেতাঙ্গ, ইউরোপীয়, শিক্ষিত হলেই বিবেচনা করা হত ।

বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% আদিবাসী রয়েছে। যদিও এর মানে এই নয় যে তারা আজকে আদিবাসী হিসেবে পরিচিত। আর্জেন্টিনা দীর্ঘদিনের বর্ণসাঙ্কর্য-এর সাথে আদিবাসীদের উপস্থিতি এবং আঞ্চলিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক ইতিহাসের বেশিরভাগই ঐতিহাসিক আদর্শের ছাঁচে ও বহিষ্করণ থেকে শুরু হয়।

আর্জেন্টিনা সভ্যতার প্রতিরূপটি গভীরভাবে দুই ভাগে বিশিষ্ট এবং দ্বৈত সামাজিক ভাবমূর্তি এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এটি রাজনীতির সাথে দেশের "অন্তঃকরণ অভ্যাসকে" চলমানভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। যেমন সাদা বা কালো; সভ্যতা বা বর্বরতা; রাজধানী শহর বা প্রদেশ; পেরোনিস্টরা (পেরোনিস্ট দলের সমর্থক) বা পেরোনিস্ট বিরোধী।

> বর্ণবাদ এবং শ্রেণীবাদ

আর্জেন্টিনা দেশটি "বর্ণবাদীদের ছাড়াই বর্ণবাদ"-এর উদাহরণ। রুপকথা অনুযায়ী "আর্জেন্টিনাতে বর্ণবাদ নেই- কারণ সেখানে কোন *"নিগ্রো"* নেই"। যদিও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত লোকের সংখ্যা খুব কম তবে প্রায়ই দরিদ্র, শহরের বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের সাথে মিলিত শ্রমিক, রাস্তায় প্রতিবাদকারী, বোকা জুনিয়র্স ফুটবল দল ভক্ত বা পেরোনিস্টদের *"নিগ্রো"* বা *"নিগ্রো দে আলমা"* (কালো আত্মা) অভিব্যক্তিতে অভিহিত করা হয়।

তবুও কোন রাজনৈতিক দলই সরাসরি বর্ণবাদী বা সাম্প্রদায়িকতা প্রচারণার মাধ্যমে কোন ভোট পায়নি। আর্জেন্টাইনরা সবাই বর্ণবাদী নয়, এমনকি বর্ণবাদী আচরণের মতো নয়। প্রতিবেশী দেশগুলোতে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ মূলত প্রদেশগুলি (*"অভ্যন্তরীণ"*) থেকে অন্ধকার অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ থেকে আলাদা। যেমন আফ্রিকান বংশধরদের (বিশেষ করে সেনেগাল থেকে আগত) বিরুদ্ধে, অথবা এশিয়ান অভিবাসীদের এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বর্ণবাদ। উপরন্তু বর্ণবাদ প্রায়ই শ্রেনিবাদকে আলাদা করে যেখানে "দরিদ্র' শব্দটির সাথে প্রায়ই *"নিগ্রো"* শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক গবেষণা দেখা যায় যদিও শ্বেতাঙ্গ অধীনস্ত উচ্চ জীবনমানের এলাকাগুলোতে বর্ণবাদ ও শ্রেনিবাদ প্রকট আকারে দেখা যায়, কিন্তু প্রায় সময় এই ব্যাপারগুলো এখন জনসাধারণের কথাতেও উঠে আসে। এর চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো *"নিগ্রো"* শব্দটি বন্ধু, শিশু এবং পিতামাতা অথবা দম্পতিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং স্নেহ প্রকাশ করতে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয়। *"চে নিগ্রো"* হল প্রিয় বন্ধুকে সম্বোধন করে অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহৃত একটি ভালবাসার অভিব্যক্তি।

> আঞ্চলিক, ভাষাগত ও ধর্মীয় বৈষম্য

আর্জেন্টিনার সমাজ বিশ্বাস, অভ্যাস, অনুষ্ঠান এবং শনাক্তকরণে গভীরভাবে বৈষম্যমূলক। যাইহোক সমরুপের প্রথাগত ও আধিপত্যবাদী সংস্কৃতি শুধু দেশটির বিভিন্ন আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক পরিস্থিতির বাস্তবতা উপেক্ষা করে না, বরং কোনও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রদর্শন করে যা আপাত সমজাতীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

আর্জেন্টিনার আত্ম-পরিচয় স্পষ্টভাবে স্প্যানিশভাষী এবং ক্যাথলিক উভয়ের মতবাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে। তবে বাস্তবতা আরো জটিল। আদিবাসী ভাষা যেমন কিচওয়া এবং গুয়ারানি-তে কিছু প্রদেশে কথা বলা হয়। চীনা ও কোরিয়ানদের অভিবাসী হিসেবে পরিচিত করানো হয় এবং ১৯৮০ সাল থেকে তা দৃশ্যমান হয় এবং বিভিন্ন প্রভাব নানাভাবে কাজ করেছে। যেখানে বিভিন্ন শব্দকরণ, প্রবাদ বচন, বিভিন্ন উচ্চারণসহ নানাভাবে স্প্যানিশ ভাষায় সারাদেশে কথা বলা হয়। বিশেষ করে ব্যাপক স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান অভিবাসনের কারণে। ধর্মীয় বৈচিত্রটি একই রকম জটিল। যখন অনেক আদিবাসী মানুষ খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত হয়, যখন অনেক আর্জেণ্টাইন আজ ইহুদিবাদ, বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মবিশ্বাস, আফ্রো-ব্রাজিলিয়ান ধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা অনুশীলন করেন তখনও কিছু আদিবাসী বিশ্বাস তাদের নিজেদের পরিচিত ধরে রাখে।

> সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং আর্জেন্টিনার ভবিষ্যত

যদি আর্জেন্টিনীয়রা তাদের দেশের বৈচিত্র্যকে আরো বেশি মনোযোগ না দেয়, তবে দেশটি যে কোন সংকটপূর্ণ অবস্থা মধ্য দিয়ে যেতে পারে। যা আর্জেন্টিনায় চক্রাকার বলে মনে হয় এবং বৈষম্যমূলক বক্তৃতা ও চর্চার জন্ম দেয়। নৈতিকতা, প্রতিপত্তি এবং অধিকারগুলির অনুক্রমের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। কয়েক দশক ধরে এটি ধারণা করা হয় যে কেবলমাত্র সঠিক উচ্চারণ ছিল বুয়েনোস আইরেসের, অন্য সব উচ্চারণকে নিকৃষ্ট মানের চিহ্নিত করা হয়েছিল।

আজ অভিবাসীদের একটি দেশ হিসেবে, আর্জেন্টিনিয়ানরা "নতুন অভিবাসীদের" কাজের জন্য স্বাগত জানায়। কিন্তু দৈনন্দিন সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলিতে তাদের প্রত্যাখ্যান করে। এই "নতুন অভিবাসীরা" "নতুন" নয় বললেই চলে। বৈষম্যের মূল লক্ষ্য বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে মত সীমান্ত থেকে আসা লোকেদের উপরে। ১৮৬৯ সালের জাতীয় আদমশুমারি অনুযায়ী যাদের উপস্থিতি আর্জেন্টিনাতে স্থিতিশীল যা জনসংখ্যার ২% এর কম ও ৩.১% এর বেশি না। এই অভিবাসীদের

>>

আর্জেন্টিনীয় শিশুদেরকে প্রায়ই বলিভিয়ান হিসাবে বিবেচনা করা হয়- এমন একটি শব্দ যা সাধারণত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অভিবাসীদেরকে বোঝায়, এমনকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য।

এই ঘটনাটি ১৯৯০-এর দশক থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন বেকারত্ব প্রথমে ১৫% ও পরে ২৩% পৌঁছায়। "চাকরি চুরি করা" অভিবাসীদের সম্পর্কে এই ধারনাগুলি অনেক সমাজে সুপরিচিত। তবে আর্জেন্টিনার সেক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যতিক্রম। ২০০২ সালের অর্থনৈতিক সংকট একদমই বিদেশীদের সম্পর্কে ভীতি হ্রাস করেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ২০০৪ সালে অভিবাসীদের অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য একটি আইন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, চরম বর্ণবাদ ও শ্রেণীবাদ দীর্ঘস্থায়ী যা কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে কোন প্রকার অভিবাসিভীতি ছাড়াই এক ধরণের সামাজিক নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টি করছে।

তথাপি প্রত্যেক সময় মন্দা চলাকালে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, বৈষম্যমূলক বক্তৃতা জনসাধারণযুক্ত জায়গাগুলোতে প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। তাই যতদিন বৈচিত্র্য থাকবে ইউরোপীয় হিসেবে আর্জেন্টিনা-এর ঐতিহ্যগত নিজস্ব ভাবমূর্তিকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আরও অধিক গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তি এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যতদিন এটি প্রতিস্থাপন করবে না, ততদিন জাতিগত ও শ্রেণীগত অবিচারগুলি অব্যাহত থাকবে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
আলেজান্দো গ্রিমসন <alegrimson@gmail.com>

> সমসাময়িক আর্জেন্টিনায় সামাজিক অসমতা

অগাস্টিন সালভিয়া ও **বেরেনিচ রুবিও**, বুয়েনোস অ্যায়ারস বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা

বুয়েনোস অ্যায়ার্সে ধনী ও গরীব এলাকা। চিত্র গ্রহণে জুয়ান ইগনাসিও পিওভানি।

অধিকাংশ লাতিন আমেরিকার সমাজ বিশিষ্ট তাদের পুরাদ-স্তর অসমতা ও অনুন্নয়নের কারণে। মধ্য বিংশ শতাব্দীতে তা সত্ত্বেও আর্জেন্টেনীয় সমাজ একটি বিকল্প উপস্থাপণ করতে সক্ষম হয়েছেঃ উচ্চ নগরায়ন, পরিপূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা, উন্নত মধ্যবর্তীকালীন শিল্পায়ন ও একটি বিস্তীর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেনী- সহনীয় মাত্রার অসমতা ও বিস্তর সামাজিক গতিশীলতা সমৃদ্ধ একটি অপেক্ষাকৃতভাবে সমন্বিত সমাজ।

কিন্তু এই সমাজ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, যার ফলে একে

>>

এর অগ্রগতির প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, নব্যউদারপন্থী কাঠামোগত সংস্কারগুলোর আলোকে, আর্জেন্টেনীয় সমাজ অনুন্নয়নের ফাঁদ পরিহার করতে পারে নি। অর্থনৈতিক উদারীকিকরণ, বানিজ্য উন্মুক্তকরণ এবং আর্থিক নমনীয়করণ এর ফলে অস্থিতিশীলতা, অনুন্নয়ন, দারিদ্র্য ও সামাজিক প্রান্তিকীকরণ ঘটেছে এবং সেই সাথে গণস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার অধগমন ঘটেছে।

এসকল প্রক্রিয়াগুলো এমন একটি সমাজ তৈরী করেছে যাকে সুগভীর অসাম্য, অন্তর্দ্বন্দ এবং সামাজিক অস্থিরতার মাধ্যমে আলাদা করে চেনা যায়, যেই দুষ্টচক্রটি ২০০১-২ সালের অর্থনৈতিক, সামজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্ম দিয়েছিল, যেটা ছিল আর্জেন্টিনার আধুনিক ইতিহাসের গভীরতম সংকট।

এর বিপরীতে, একবিংশ শতকের প্রথম দশকে একটি অনুকূল আন্তর্জাতিক সূত্রের সহযোগিতায় কিছু অর্থনৈতিক, পেশাগত, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক আরোগ্য লাভ করা সম্ভব বলে প্রমানিত হয়েছিল। কিন্তু এই কালটি বেশিদিন স্থায়ী ছিল নাঃ অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং সমাজের টুকরোটুকরো কাঠামো পুনরায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২০১৫ সাল নাগাদ, আর্জেন্টিনীয় সমাজ দরিদ্র, প্রান্তিক ও সমাজ বর্জিত জনগোষ্ঠীর কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৩০ ভাগকে দরিদ্র বলে বিবেচনা করা যায়, যার প্রায় শতকরা ৬ শতাংশ একেবারে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, যারা তাদের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার জোগাড় করতে পারে না। শহরাঞ্চলে ব্যাপকহারে প্রান্তিকতার কারণে দারিদ্র অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে: ৩৫ শতাংশ পরিবারের নর্দমা নেই, শতকরা ২০ শতাংশের ঘরে পানির সংযোগ নেই এবং ১৫ শতাংশ নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করে।

এই দরিদ্র সামাজিক অবস্থার প্রতিক্রিয়ায়, প্রত্যাখ্যানমূলক, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও প্রতিশোধমূলক নিপীড়ন সম্বলিত লেখা দেখা গিয়েছে। প্রায় সময়ই, আর্জেন্টেনীয়রা নিজেরা একটি সমসত্ত্ব, সংসক্তিপ্রবণ, সংহত এবং গুণতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করে বলে কল্পণা করে থাকেন, যেটা জাতি গঠনের প্রাক্কালে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত চিন্তাহীনভাবে বাঁধাধরা পৌরানিক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়, পরবর্তীতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরীর মধ্য দিয়ে যেই ধারণাকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। কিন্তু অন্য অনেক আর্জেন্টেনীয় বিশ্বাস করেন যে তারা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র ও সবচেয়ে নিন্দিত সমাজে বসবাস করছেন, যে সমাজে বিশ্বের নিকৃষ্টতম সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান।

এই বিসদৃশ চিত্রগুলো - সোনালী অতীত আর ক্ষয়িষ্ণু বর্তমান - আমাদের কমন সেন্স কে বিহ্বল করে দেয়, সেই সাথে মিডিয়া আর রাজনৈতিক বয়ানকেও। এই পরিস্থিতিতে, আর্জেন্টিনার জাতীয় সামাজিক কাঠামোর উপর করা জরিপ, যেটা সমকালীন সমাজের উপর জাতীয় গবেষণা কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান প্রকল্প, দুটো আঁটসাঁটভাবে জড়িত প্রক্রিয়ার বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেঃ সামাজিক অসমতার কাঠামো এবং অসুরক্ষিত জনগোষ্ঠী, সমাজের বিশেষ অংশ ও সাধারণ জনসাধরণের জীবনযাপনের পরিবেশ। যেহেতু আর্জেন্টিনায় দৃঢ় সামাজিক পরিসংখ্যান অথবা সমাজের বিস্তীর্ণ কাঠামোগত গবেষণার অভাব রয়েছে, ইএনইএস এক্ষেত্রে একটি বড় রকমের অবদান রেখেছে, তারা একদিকে প্রাথমিক উপাত্ত তৈরী করছে এবং অন্যদিকে সামাজিক স্তরবিন্যাস, গতিশীলতা, আবাস, জীবন যাপনের অবস্থা এবং বিভিন্ন অঞ্চল, সেক্টর ও সামাজিক গোষ্ঠীর পুনরুৎপাদনশীল সামাজিক কৌশলের মতন ইশ্যুগুলো নিয়ে অনুসন্ধান করছে। সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, ইএনইএস সমাজের পৌরানিক ও বাঁধাধরা আত্ম-উপস্থাপণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে সমাজের একটি প্রায়োগিক ভিত্তিক ভাবমূর্তি তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, আর্জেন্টিনার বর্তমান সামাজিক কাঠামো নানাধর্মী, অসম এবং খন্ডিত। এর একেবারে শীর্ষে অবস্থান করছে, সমাজের মোটে শতকরা ৩ শতাংশ লোককে প্রতিনিধিত্ব কারী, চিরাচরিত পরিবারগুলো থেকে উঠে আসা ও নব্য বুর্জোয়া এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলিট গোষ্ঠী। এই চূড়ার নিচে, একটি উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের ভেতর কর্পোরেট পরিচালক, নানান পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, কৃষিজ উৎপাদক, মধ্যম আকারের বনিক রয়েছেন, সেই সাথে রয়েছে দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং অর্থনীতির সবচেয়ে গতিশীল অংশের কর্মীরা। এলিট দের সাথে মিলে এই অংশটি সমাজের এক-তৃতীয়াংশ গঠন করে। এ সমস্ত সামাজিক সেক্টর দৃঢ়ভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সংহত, যেটা দক্ষিণ ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার মাত্রা, জীবনের মান ও ভোগের ধরণের সমতুল্য। এসব মানুষের অধিকাংশ বুয়েন্স আয়ার্স ও এর আশেপাশের উপশহর, কেন্দ্রীয় পাম্পাস এর মূলশহরগুলো এবং প্রাদেশিক রাজধানীগুলোর দ্বাররুদ্ধ এলাকাগুলোতে বসবাস করতে জড়ো হয়েছে।

পরবর্তী, ৩৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিকাশহীন মধ্যবিত্ত অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যে স্তরের ভেতরে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মালিক, মধ্য ও নিম্ন যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী ও শ্রমিক, অবসরপ্রাপ্ত পেনশনধারী ও মুক্ত পেশাজীবীরা রয়েছেন। যদিও তাদের আয় দারিদ্র্য সীমার উপরে আয় রয়েছে এবং রয়েছে চাকরীর স্থায়িত্ব (সেই সঙ্গে, গুরুত্বপূর্ণ ভাবে,তাদের কাজের সূত্রে জাতীয় নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে সমন্ধ রয়েছে)। এই শ্রেণীটি একেবারেই কম পরিমান সামাজিক গতিশীলতা প্রদর্শন করে থাকে, এবং এই শ্রেনীভুক্ত লোকগুলো অতি মাত্রায় প্রাযুক্তিক বদল ও অর্থনৈতিক মন্দা দ্বারা আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে। যেহেতু সরকারী সেবাসমূহ ধসে পড়েছে, এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই বেসরকারী পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার শরণাপন্ন হন যাতে তারা তাদের জীবনমান উন্নত করতে পারেন - তাদের এই প্রচেষ্টা যদিও অধিকাংশ সময় অসফল রয়ে যায়।

পরিশেষে, পিরামিডের একেবারে নীচে, সর্বশেষ ৩৩ শতাংশ আর্জেন্টাইনস ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সংযোগ সাধন করে। যেমনঃ দরিদ্র বনে যাওয়া প্রাক্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নব্য দরিদ্র গোষ্ঠী এবং সমাজবর্জিত শ্রেণী। সাধারণত, এই স্তরটিতে রয়েছে যোগ্যতাহীন স্বনির্ভর শ্রমিকেরা, ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিধিবহির্ভুত মজুরীর শ্রমিক, গ্রামীণ শ্রমিক অথবা সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ছোট কৃষিজ উৎপাদকেরা। সচরাচর, তাদের আয় অস্থায়ী বা নৈমিত্তিক কাজ থেকে ও সামাজিক সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে আসে। এরা নিম্ন মানের সরকারি পরিষেবার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভগ্ন পরিকাঠামোর প্রধান ব্যবহারকারী হয়ে থাকে। তারা বিচ্ছিন্ন বসবাস করতে থাকে, অথবা বড় পাবলিক হাউজিং প্রকল্পের মধ্যে, বিশেষ করে আর্জেন্টিনা এর উত্তরপূর্ব এবং উত্তরপশ্চিম মধ্যে

এই শেষ দলে, অনেক পরিবার গুরুতর বঞ্চনা, অবকাঠামো ঘাটতি এবং পরিবেশগত ঝুঁকি অনুভব করে। এছাড়াও, দেশের অধিকাংশ বেকার (৯%), এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মী (৩০%) এই অংশের অন্তর্গত। এই অংশের অন্তর্ভুক্ত ৪৫ শতাংশ যুবক যারা উচ্চ বিদ্যালয় শেষ করেনি, পাশাপাশি শিশু শ্রমিকদের ১৫ শতাংশ এবং ৮ শতাংশ শিশু যারা গুরুতর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। উপরন্তু, এইসব পরিবারের মহিলারা কঠোর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বর্জনের শিকার হয়, প্রায়ই গার্হস্থ্য দায়িত্ব অথবা আনুষ্ঠানিক শ্রম বাজারে কাজ করতে মাত্র কয়েক বছর পরে স্কুল ছেড়ে দেয়।

একটি বহু-প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকের দল বর্তমানে ইএনইএস দ্বারা উতপাদিত উপাত্ত বিশ্লেষণ করছে, যে উপাত্ত এ পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক মাত্রায় সমসাময়িক আর্জেন্টাইন সমাজের বর্ণনা হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। এই বিশ্লেষণ সম্পন্ন হওয়ার কারণে, এই ফলাফল আমাদের সমাজের গভীর বৈপরীত্য এবং বৈষম্য প্রকাশ করছে, আর্জেন্টিনীয়দের দারিদ্র্য এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিপর্যয়ের বিবিধ অভিজ্ঞতা সবার দৃষ্টিগে-

>>

াচর করছে। এছাড়াও এই ফলাফল আর্জেন্টিনা এবং এই অঞ্চলে ব্যাপ্তি-শীল সুদূরপ্রসারী নব্য উদারনৈতিক আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ করে, যেটা কিনা একটি গুণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে প্রাপ্ত সামাজিক সাফল্যকে ব্যক্তি-গত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে বর্ণনা করতে থাকে, এবং, পালাক্রমে, দারিদ্র্য-কে ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। আর্জেন্টিনা সমাজের জীবনযাপনের সেই ভঙ্গুর অবস্থা এবং অসম সেই সুযোগ কাঠামো বিশ্লে-ষণ করে, আমাদের উপাত্ত কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে, সামাজিক শ্রেণীর ভিতরে ছড়িয়ে থাকা বৈষম্য যেটা একত্রে জমাট বেঁধে আছে এবং অসম সেই সামাজিক কাঠামোতে, যা থেকে খুব কম লোক নিষ্কৃত পেতে পারেন। একত্রে ছড়িয়ে থাকা বৈষম্য যেভাবে জমাট বেধেছে সেটা প্রকট করেছে।

দেশের সব প্রদেশে ২,০০০ এর অধিক বাসিন্দাদের ৩৩৯ টি শহরের ৮,০০০ এরও বেশি পরিবার এবং ২৭,০০০ এরও বেশি ব্যক্তি সমেত একটি নমুনা ব্যবহার করে, এএনইএস এর এই ফলাফল বৈষম্যের বিভিন্ন রুপ - শ্রেণী, লিঙ্গ, বয়স, বসবাসের অঞ্চল, পরিমণ্ডল, লেখাপ-ড়ার প্রাপ্তি ইত্যাদি - কিভাবে পরস্পরকে বিভক্ত করে সেটা দৃষ্টিগোচর করে। এই উপাত্ত সমাজের একটি জটিল ছবির যোগান দেয়, আঞ্চলিক পর্যায়ে মন্তব্য করার পাশাপাশি আন্তঃপ্রাদেশিক তুলনা করতে অনুমতি দেয়, এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক বৈসাদৃশ্য ও বিষমসত্ত্বতা সম্বন্ধে অর্ন্তদৃষ্টি প্রদান করে, বৃহত্তম শহুরে কেন্দ্রগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা পূর্ববর্তী গবেষ-ণাগুলোতে যা অস্পষ্ট ছিল।

এই ধরনের গবেষণা আমাদেরকে আর্জেন্টিনায় দারিদ্র্য, প্রান্তিকীকরণ এবং সামাজিক বৈষম্যকে ভালভাবে বুঝতে দেয়। আমাদের ফলাফল একাডেমি ছাড়াও জনগণের মধ্যে উপস্থাপন করে, আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি সে বিষয়ে একটি গণতান্ত্রিক বিতর্ক উৎসাহিত করবে। আমরা আশা করি, যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তা সর্বজনীন বিতর্ক সমৃদ্ধ করতে, জণগণকে নিযুক্ত করতে, হ্রাসমূলক ও সরল সামাজিক আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ করতে, এবং আর্জেন্টিনার পুঞ্জীভূত সামাজিক সমস্যাগুলোকে আমলে নিয়ে বানানো সর্বসাধারণের জন্য নীতিমালা নির্মাণ করতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
অগাস্টিন সালভিয়া <alegrimson@gmail.com>
বেরেনিচ রুবিও <beer.rubio@gmail.com>

> আর্জেন্টিনায় সামাজিক পুঁজির অনুসন্ধান

গ্যাব্রিয়েল কেসলার, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ লা প্লাটা, আর্জেন্টিনা এবং আইএসএ-এর ভবিষ্যমান গবেষণা (আরসি ০৭), সামাজিক স্তরবিন্যাস (আরসি ২৮) এবং সামাজিক মনোবিজ্ঞান (আরসি ৪২) বিষয়ক গবেষণা কমিটির সদস্য।

২০১৬ সালে সত্য ও ন্যায় বিচারের স্মরণে একদল তরুণ নর্তক নৃত্য প্রদর্শন করে, যা সেনা অভ্যুত্থানের ৪০তম বার্ষিকীর চিহ্ন। হাজার হাজার আর্জেন্টাইন মানুষের অধিকার রক্ষার জন বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।
চিত্র গ্রহনে জুয়ানজো দোমিনগুজ।

আর্জেন্টিনার ক্ষুদ্রাকার সামাজিক সম্পর্কগুলো কী রকম দেখায়? দেশের ভেতরে সেগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে কীভাবে আর্জেন্টিনার তুলনা করা হয়? সেগুলো কীভাবে আর্জেন্টিনার অতীত ও তার অধুনা নব্য-উদারনৈতিক সময়কাল দ্বারা প্রভাবিত? সামাজিক পুঁজি, সমাজ বাৎসল্য, আত্ম-পরিচয় ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, উত্তেজনা, অংশগ্রহণ ও সংঘবদ্ধ কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রেখে পিআইএ-সএসি-এর (সমসাময়িক সমাজের উপর আর্জেন্টিনার জাতীয় গবেষণা কার্যক্রম) সামাজিক সম্পর্কের উপর জাতীয় সমীক্ষা (ইএনআরএস) এসব প্রশ্নের অনুসন্ধান করবে। ভৌগোলিক আওতা ও বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে এরকম সমীক্ষা এবারই প্রথম, তাই এটি আর্জেন্টিনা সম্বন্ধে নতুন তথ্য দিবে এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের সমীক্ষায় একটি কাঠামো হিসেবে কাজ করতে পারে।

আর্জেন্টিনার পূর্বের গবেষণাগুলোতে সবচেয়ে অনগ্রসর খাতগুলোর মধ্যে, যেমন ২০০১ সালের সংকটে, সামাজিক সহায়তা নেটওয়ার্কগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে একটি চিরাচরিত প্রেক্ষাপট থেকে নেটওয়ার্ক ও সামাজিক পুঁজির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। ইএনআরএস-এর পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমরা তারতম্যগুলো দেখানোর জন্য আন্তর্জাতিক গবেষণাসমূহের দ্বারস্থ হয়েছি, তবে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবন করার জন্য আমরা নির্দেশকগুলোরও সমন্বয় সাধন করেছি। সম্প্রতি সফল হওয়া অস্থায়ী পরীক্ষণগুলোর পর (গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ই) আমাদের মাঠ পর্যায়ের কাজ ২০১৭ সালের নভেম্বরে ধার্য করা হয়েছে। আর্জেন্টিনায় ক্ষুদ্রাকার সামাজিক সম্পর্কগুলোর এই সর্বাঙ্গীণ অনুসন্ধানের সাথে জড়িত প্রধান ধারণা ও প্রকল্পগুলো আমরা এখানে উপস্থাপন করছি।

মানুষের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীভেদে পরিবর্তিত হয়? আমরা কি প্যাটার্ন ও ধারাবাহিকতা খুঁজে পেতে পারি? আর যদি পারি, তাহলে সেই প্যাটার্নগুলো কী? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা একটি "নাম উৎপাদক" ব্যবহার করি, যেটা আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দেওয়া ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো পুনর্গঠন করতে অনুমোদন দেয়। একটি প্রধান ইস্যু হল অতীতের আরো সংসক্তিপ্রবণ আর্জেন্টিনা সমাজ, এবং সাম্প্রতিক নব্য উদারনৈতিক কাল বিভাগের রেখে যাওয়া পথানুসরণ করা (আগুস্তিন সালভিয়া ও বেরেনিছ রুবিও এটি এই ইস্যুতে বর্ণনা করেছেন, জিডি ৭.৪)। নির্দিষ্টভাবে, আমরা সন্দেহ করি বয়স্ক মানুষের সামাজিক নেটওয়ার্ক তরুণ প্রজন্মের তুলনায় আরো ভিন্ন উপাদানে গঠিত হতে পারে কিনা, যে তরুণ প্রজন্মের সমাজিকীকরণ আরও বিভক্ত একটি সমাজে নিষ্পন্ন হয়েছে। অন্য দিকে, ল্যাটিন আমেরিকা সহ উন্নত দেশগুলিতেও, আন্তর্জাতিক উপাত্ত দেখায় যে, আমরা সামাজিক কাঠামোর যত নিচে যেতে থাকি, ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কগুলি তাদের আরো আত্মীয়দের এবং স্থানিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলিকে অন্তর্ভূত করে। আমাদের হাইপোথিসিস হল যে পৃথকীকরণের অন্যান্য মানদণ্ড- যথা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি, সাংস্কৃতিক এবং

>>

ভোগের জ্ঞাতিত্ব - শ্রেণী বিভেদগুলিকে সমাপতিত করবে। লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমরা অল্প বয়স্ক মহিলা-দের নেটওয়ার্কগুলিতে আরো বৈচিত্র্যের আশা করি। যা তাদের সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে বর্ধিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেখানে আমরা দেখতে চেষ্টা করব তরুণদের ভার্চুয়াল জগতে তীব্রভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি ইন্টারনেটের বাইরে তাদের নেটওয়ার্ককে প্রভাবিত করে কিনা। জরিপ এছাড়াও দেশের সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে ঐতিহ্য-গত অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য অন্বেষণ করবে।

সামাজিক পুঁজি বলতে আমরা কি বুঝতে পারি? এবং এটা কিভাবে মাপা যাবে? জরিপের দ্বিতীয় মডিউলের থিম এটাই। আমরা সামাজিক পুঁজির ধারণা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করি, সম্পর্ক এবং সম্পদের পরিপ্রে-ক্ষিতে এটিকে সংজ্ঞায়িত করেছি। প্রকৃতপক্ষে, সব সম্পর্ক একই "মূল্য" ধারণ করে না, কেননা তাদের "কদর" তারা যে পরিমাণ এবং মানের সম্পদ জোটবদ্ধ করতে সক্ষম তা দ্বারা নির্মিত হয়। আজকে নব্য উদার যুগের শিখরে, বহুপাক্ষিক সংগঠনগুলো মনে হচ্ছে এটা "ভুলে" গেছে; অনেক নীতি নির্ধারক দরিদ্রদের আত্মীয়দের সম্পদের অভাব যে পুঁজির মূল ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করে সেটা বিবেচনায় না নিয়েই ধরে নিয়েছে যে দরিদ্র মানুষেরা গুরুতর পরিস্থিতি অতিক্রম করতে ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্প-র্ক তৈরি করে (যেটাকে তারা "সামাজিক পুঁজি" বলছেন)।

ল্যাটিন আমেরিকায় এই বিষয়ে দুইটি বিপরীত ধারনা সহাবস্থান করে। এক হাতে, নৈতিক অর্থনীতির ক্লাসিক দৃষ্টিকোণ (১৯৭০ এর দশকে চিলির নৃতত্ত্ববিদ লারিসা লোমিনেট এর অগ্রণী কাজ সম্পর্কিত) দাবি করে যে, সামাজিক খাতগুলি বেঁচে থাকার জন্য বাজারের মাধ্যমে বা রাষ্ট্র নির্মিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন মেটানোতে অক্ষম। এই-জন্য ব্যক্তি উচ্চ প্রান্তিকতার সঙ্গে শক্তিশালী জীবিকানির্বাহের নেটওয়ার্ক আশা করে। অন্য দিকে রবার্ট ক্যাসেলের অসন্তোষের ধারণার আশ্রয় নিয়ে, শ্রম বাজার থেকে বহিষ্কার যে সামাজিক অবনতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেটা নব্য উদারনীতিবাদের সময় সার্বজনীন ভাবে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও শ্রম বাজার থেকে বহিষ্কার ক্ষুদ্রাকার-সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে বরং দুর্বল করে দেয়। আমাদের হা-ইপোথিসিস হল যে সবচেয়ে অনগ্রসর সামাজিক খাতগুলির মধ্যে উভয় ব্যাখ্যাই যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে, সুতরাং কেন আমরা কিছু ক্ষেত্রে সংযুক্তি-হীনতা এবং কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী সামাজিক নেটওয়ার্ক খুঁজে পাই সেটা ব্যাখ্যা করা চ্যালেঞ্জের হবে।

আমরা এছাড়াও নেটওয়ার্ক এবং সম্পদের মধ্যে সংযোগগুলিকে অন্বে-ষণ করব: কি সংবাহিত হয়, কাদের মধ্যে এবং কি উপায়ে। পণ্যদ্রব্য, শ্রম চুক্তি, তদারকি, পরামর্শ এবং বিভিন্ন ধরনের সহায়তা এই আদান-প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বিসদৃশ সামাজিক দলগুলি দ্বারা বিনিময় করা সম্পদের পার্থক্য বুঝতে পারব। অধিকন্তু আমরা কিভাবে টাকা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটা অন্বেষণে আগ্রহী: ঋণ, উপহার, তৃতীয় পক্ষ দ্বারা দেওয়া পারিশ্রমিক ইত্যাদি। আমরা কি দেওয়া হয় এবং কি পাওয়া যায় তা পর্যবেক্ষণের আশা করি, যাতে সঞ্চলন এবং পারস্পরিকতাকে আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারি। আবার এখানে আমরা সামাজিক মূলধ-নের ধারণাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি যেহেতু আমরা "সুবর্ণ যোগাযো-গের" অন্বেষণ করি, অর্থাৎ, ক্ষমতার কারণে একটি বিশেষ অবস্থানে থাকা কোন সম্পর্ক, টাকা এবং / অথবা সামাজিক যোগাযোগ, এবং যারা মুখ্য কোনো মুহূর্তে কোনো প্রকার বিশেষ উপকার করে থাকতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের বন্ধুভাবাপন্নতার সম্পর্কগুলো কেমন হবে? এটা হল চতুর্থ মডিউল এর প্রশ্ন, যেটা বন্ধুত্ব, পরিবার এবং আরো অভিব্যক্তিশীল সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, হয় মুখোমুখি নয় ভার্চুয়াল, পুঁজি এবং আদান-প্রদানের মধ্যে কোনোটাই যেথায় ঝুঁকির সন্মুখীন নয়। আমরা এছাড়াও সম্পর্কের ধরন এবং যোগাযোগের ফ্রিকোয়েন্সিতে আগ্রহী যেটা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী তাদের আত্মীয়দের সাথে আছে।

ভার্চুয়াল বিশ্বের বিষয়ে আমরা খুঁজে পেতে আশা করি যে একটি হ্রাস-কৃত সুসংবদ্ধতায় পৌঁছানোর পরিবর্তে ভার্চুয়াল এবং মুখোমুখি সম্পর্ক পরস্পরকে শক্তিশালী করে বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে। কিন্তু যেহেতু আর্জেন্টিনা তীব্র শহুরে সামাজিক জীবন সম্বলিত একটি দেশ, যেখানে বন্ধুভাবাপন্নতা অনুশীলন করা হয় এবং যেখানে সাক্ষাতকারের ঘটে সেসব জায়গা নিয়ে উদ্বিগ্ন। উপরন্তু, আমরা অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে লিঙ্ক অন্বেষণ করি, প্রকল্প রচনা করি যে, এইগুলো অভিবাসী জন-গোষ্ঠীর মধ্যে এবং উপরতলার লোকেদের মধ্যে শক্তিশালী হবে, তাদের আন্তর্জাতিক সংযোগ থাকার কারণে। বন্ধুত্ব আর্জেন্টিনীয় সমাজে একটি অপরিহার্য মূল্যবোধ; সামাজিকতার বিভিন্ন বলয়কে আমলে নিয়ে আমরা এটি কিভাবে এবং কি স্পেসের মধ্যে উৎপন্ন হয় তা নির্ণয় করতে আগ্রহী।

স্ব-সনাক্তকরণের এবং সামাজিক বাধা সম্পর্কিত মডিউল স্ব-সনাক্তকরণের আকার এবং নেটওয়ার্ক-বিল্ডিংয়ের সাথে তাদের অনু-ষঙ্গ অনুসন্ধান করে। এই অর্থে, আমরা রিলেশনাল নেটওয়ার্ক স্থাপণের প্রশ্নে কুসংস্কার এবং বাঁধাধরা ধারণা কী ধরণের বাধা হিসাবে কাজ করে তা নির্ধারণ করার আশা করি। পরন্তু, যেহেতু দ্বন্দ্ব ক্ষুদ্রাকার সামাজিক সম্পর্কের অংশ, জরিপটি সব ধরনের সহিংসতা এবং আগ্রাসন সহ অসুস্থ সম্পর্কগুলিকে এবং দ্বন্দ্বের ধরনগুলিকে গবেষণা করে।

সর্বশেষ কিন্তু অন্তত নয়, বিভিন্ন মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তর্গত, যতটুকু সময় তারা এগুলোতে বিনিয়োগ করে এবং তারা যে কার্যক্রমগুলি পরিচালনা করে রহস্যভেদের একটি উপায় হিসাবে আমরা তা গবেষণা করি। সাধারণভাবে, পূর্ববর্তী গবেষণাগুলো সুপারিশ করে যে সাংগঠনিক অংশগ্রহণের মাত্রা বরং কম, তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এটা পরি-বর্তন করেছে কি না আমরা সেটা জিজ্ঞাসা করতে আগ্রহী এবং অংশগ্রহ-ণের খুব নির্দিষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ধরণ যেটাকে গতানুগতিক জরিপের সময়ে উপেক্ষা করা হতে পারে সেটা বোঝায় আগ্রহী।

ইএনআরএস যেগুলো ধরার চেষ্টা করবে সেসব মাত্রা ও বিষয়গুলির মধ্যে অল্প কিছু হল এইগুলি। পিসাকের অন্যান্য প্রকল্পগুলির সাথে, আমরা প্রথমবারের মত, আর্জেন্টিনা সমাজের একটি গভীর চিত্রণ প্রকাশ করার আশা করি। এটি আমাদের সমাজকে আরও ভালভাবে জানার জন্য শুধু নয়, সেইসাথে সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান আন্তর্জাতিক আলোচনায় আরো সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে অনুমতি দেবে। সমান গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা আশা করি জরিপের ভিত্তিতে জনসাধারণের বিতর্কে নুত-নভাবে যুক্ত হবার এবং সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান দ্বারা তথ্যাভিজ্ঞ পাবলিক পলিসিগুলির উন্নয়নে উচ্চ প্রতিশ্রুতির একটি ভিত্তি স্থাপিত হবে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
গ্যাব্রিয়েল কেসলার <gabriel_kessler@yahoo.com.ar>

>>

> আলী শরিয়াতি
ইসলামের ভুলে যাওয়া সমাজবিজ্ঞানী

সুহেল রসূল মীর, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর, ভারত

আলী শরিয়াতি।

অনেকে আলী শরিয়াতিকে (১৯৩৩-১৯৭৭) ইরানের ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের ভলতেয়ার হিসেবে গণ্য করেন। তিনি একটি ধর্মীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্যারিসের স্বনামধন্য সবরন বিশ্ববিদ্যালয় এর মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে শরিয়াতি ইংল্যান্ডে মারা যান। প্যারিসে, শরিয়াতি খুব উৎসাহ নিয়ে পশ্চিমা সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং দর্শনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে অনেক পড়া শুনা করেন তিনি কার্ল মার্কস, জ-পল সার্ত্র, জর্জ গুরভিচ, ফ্রাঞ্জ ফানন এবং লুই ম্যাসিগ্ন দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। শরিয়াতি প্রাক বিপ্লবী ইরানে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ছিলেন যেখানে তিনি তাঁর বিভিন্ন অপ্রিয় প্রশ্নের জন্য একজন প্রান্তিক এনফ্যান্ট টেরিবল অর্থাৎ দুর্বিনীত শিশু বলে বিবেচিত হয়েছিলেন- একজন "ইসলামিক মার্কসবাদী" হিসেবে পরিচিত হওয়ার পর অনেকেই তাঁকে নিশ্চুপ করতে সক্রিয় হন। তাঁর অনন্য অবদান ছিল এই যে, তিনি অন্য সব বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকারের সাথে ধর্মকে একই গ্রন্থিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে সচেষ্ট হন।

অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মত ডঃ আলী শরিয়াতি আধুনিক, পশ্চিমা-শাসিত বিশ্বের মুসলমানদের সমস্যাগুলির উত্তর দিতে চেয়েছিলেন।

তাঁর মতে, স্বতন্ত্র বোধ এবং স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত একটি নতুন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মুসলিম সমাজকে তাদের স্থবিরতা এবং অনুন্নত অবস্থার কাঠামোগত কারণগুলি অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পারে।

তাঁর উপনিবেশবাদ বিরোধী আলোচনাতে শরিয়াতি সামাজিক মুক্তিতে ধর্মের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেন । ফ্রান্জ ফ্যানন-এর "নূতন মানুষ" গড়ার আহ্বান-এর প্রতিধ্বনি তুলে শরিয়াতি "নতুন চিন্তা," একটি "নতুন মানবতা", এবং আরও মানবিক আধুনিকতার জন্য তৃতীয় বিশ্বকে এগিয়ে যেতে বলেন এবং একটি বিকল্প ইউরোপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিণত না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেন ।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন ছিলেন শরিয়াতি। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে ইরানের মৌলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে ধর্মীয়-ভাবধারা কেন্দ্রিক এক চিন্তা ধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে আলী শরিয়াতি ভূমিকা প্রধান ছিল। এই কারণেই অনেক পণ্ডিতরা শরিয়াতি রাজনৈতিক ইসলামের একজন প্রবক্তা হিসাবে দেখেন। ম্যাক্স ওয়েবার এবং এমিল ডুরখাইমের মত সমাজে ধর্মের ভূমিকা এবং কার্যকারিতা তুলে ধরার জন্য শরিয়াতিকে উলামাদের থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ আছে। শরিয়াতির কাজের একটি বড় অংশ মার্কসবাদের সাথে সম্পৃক্ততা। তিনি বিভিন্ন মার্কসবাদী প্রত্যয়, যেমন ঐতিহাসিক নিমিত্তবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রাম ইসলামকে 'পুনরায় ব্যাখ্যা' করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এই "ধর্মভিত্তিক মার্কসবাদ" বা "ধর্মতাত্ত্বিক মার্কসবাদ" শরিয়াতির সবচেয়ে উদ্ভাবনী বৌদ্ধিক অবদান। তাঁর জন্য, মার্কসবাদ ব্যর্থ হয়েছে বলেই সমাজ পরিবর্তনের জন্য ইসলামের একটি পুনর্বিন্যাসিত সংস্করনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

শরিয়াতির দৃষ্টিভঙ্গিতে, ধর্ম আধুনিক চিন্তাধারা বা আদর্শের আলোকে একটি আন্দোলনের মত এবং একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম হচ্ছে গোঁড়ামির একটি সংগ্রহশালা। "ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্ম" গ্রন্থে শরীয়তী ধর্মীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের ব্যাখ্যার উপর যাজক বা ধর্মীয় শ্রেণীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে দায়ী করেন; তাঁর ভাষায়, এটি মানব ইতিহাসে সর্বাধিক নিপীড়িন মূলক স্বৈরাতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র, এক কথায়, " স্বৈরাতান্ত্রীক নিপীড়নের ও একনায়কতন্ত্রের মা"। শরিয়াতি নিজেই এই পার্থক্যের উপর জোর দেনঃ "ধর্মের দুটি দিক আছে; একটি দিক অন্যটির বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ আমার মতো ধর্মকে ঘৃণা করে না এবং একই সাথে ধর্মের আশায় আশ্রয় নেয় না। শরিয়াতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি চরম পন্থা ধর্ম তৈরিতে সফল হয়েছিলেন যা ঐতিহ্যগত ধর্মযাজক বর্গের থেকে নিজেকে আলাদা করেছিল এবং ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক বিপ্লব, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সাংস্কৃতিক আত্ম-দাবির ত্রিত্বের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিল।

শরিয়াতি বিশ্বাস করতেন যে যদি আলোকিত চিন্তাবিদগণ, বুদ্ধিজীবীগণ তাদের বিশ্বাসের

>>

সত্যতা উপলব্ধি করেন, তাহলে সামাজিক পরিবর্তন সফল হবে। শরিয়াতির বিবেচনায় বুদ্ধিজীবিরা সমাজের সমালোচনামূলক বিবেক এবং তাঁরাই সমাজের পুনর্জাগরণ ও সংস্কারের জন্য দায়ী। এই প্রেক্ষিতে, তরুণ শরিয়াতি "প্রতিশ্রুতিবদ্ধ/পরিচালিত" গণতন্ত্রের ধারণাকে সমর্থন করেন। *কমিউনিটি এবং লিডারশিপ* গ্রন্থে তিনি "প্রতিশ্রুতিবদ্ধ / পরিচালিত গনতন্ত্র" র ধারণাকে সমর্থন করেন, যার অর্থ বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবোত্তর পরিবর্তনশীল সমাজে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণের মতামত গঠনে ভূমিকা রাখবে। একজন সামাজিক কর্মী হিসেবে তিনি সর্বদা সামাজিক ন্যায়বিচারের বার্তা প্রদান করেন এবং সমতাবাদ ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। শরিয়াতির মতে বিদ্যমান গণতন্ত্র অত্যান্ত সীমিত। শরীয়তীর ব্যাপকবাদী গণতন্ত্রের ডাক মূলত একটি চরমপন্থা গণতন্ত্রের আহ্বান।

শরিয়াতির শক্তিশালী সাম্যবাদী চেতনা এবং শ্রেণী বৈষম্যের কঠোর সমালোচনা তাঁকে একটি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ হিসাবে প্রমানিত করে। তবে, তাঁর জন্য সমাজতন্ত্র কেবল উৎপাদনের একটি প্রক্রিয়া বা অর্থনৈতিক একটি ব্যবস্থা নয় বরং জীবন যাত্রার একটি উপায়। তিনি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করেছিলেন যা ব্যক্তিত্ব, দল এবং রাষ্ট্রের উপাসনা করত। তিনি একটি "মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রের " প্রস্তাব করেছিলেন। শরীয়তীর মতে, রাষ্ট্রের বৈধতার উৎস সামগ্রিক জনতার যুক্তি (পাবলিক রিসন) এবং মানুষের মুক্ত সমষ্টিগত ইচ্ছা থেকে এসেছে। তার মতে, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার আধুনিক আধ্যাত্মিকতার সাথে পরিপূরক। স্বাধীনতা, সমতা ও আধ্যাত্মিকতার ত্রিত্বের একটি "বিকল্প আধুনিকতা"এর ধারণাটি তাঁর একটি অনন্য অবদান।

শরিয়াতির ধারনা এবং তাঁর সমসাময়িক অনুগামীরা ইসলাম বনাম আধুনিকতা, ইসলাম বনাম পশ্চিম, এবং পূর্ব বনাম পশ্চিমের মিথ্যা বাইনারিগুলির বিলোপের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। এই সব সরল বিভাজন কে পরিহার করে, একটি তৃতীয় পন্থা সমর্থনে, শরিয়াতির চিন্তাধারার সাথে অন্যান্য সমসাময়িক সংস্কারবাদী যেমন, আবদুল কারিম সোরোশের ইসলামী উদারনীতি এবং আব্দুল্লাহি আহমেদ আন-নায়েম এর চিন্তাধারার সাদৃশ্য রয়েছে। অ-পশ্চিমা সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার অবিচ্ছিন্ন আধিপত্যকে আলী শরিয়াতি তাঁর সমাজবিজ্ঞানের অবদানের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। সেহেতু, তাঁর অনেক লেখা বিশেষ করে তাঁর প্রথম জীবনের লেখাগুলী তাঁর সময়ের মত সমসাময়িক বিশ্বেও প্রাসঙ্গিক। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
সুহেল রসূল মীর
<mirsuhailscholar@gmail.com>

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এর চাইনিজ সংস্করণ

জিং-মাও হো।

জিং-মাও হো ২০১০ সালে *গ্লোবাল ডায়ালগে*-এ যোগ দিয়েছিলেন যখন তিনি তাইওয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডং-শেং চ্যানের গবেষণা সহযোগী ছিলেন। ডঃ চ্যান প্রথম কয়েক বছরে অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজ তত্ত্বাবধান করেন (মাঝে মাঝে মাও-কুয়েইং চাং-এর সাথে, যিনি তাইওয়ানের একাডেমিয়া সিনিকাতে সমাজবিজ্ঞানের রিসার্চ ফেলো)। জিং-মাও হো ইংরেজি *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর ভলিউম ১, ইস্যু ১ থেকে এ পর্যন্ত চীনা সনাতন ও সরলীকৃত উভয় ভাষায় অনুবাদ করতে এবং শিখতে পেড়ে অনেক বেশি আনন্দিত। তিনি কম্পিউটার বিজ্ঞানে এম.এস ডিগ্রি এবং ন্যাশনাল তাইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভের পর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি প্রার্থী। পাবলিক বুদ্ধিজীবিদের প্রতীকী সংগ্রামের উপর তাঁর মাস্টার্স থিসিসটি তাইওয়ানীয় সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা দ্বারা শ্রেষ্ঠ মাস্টার্স থিসিস পুরস্কার লাভ করে। তার ডক্টরেট ডিগ্রি তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি গ্রহনের মাধ্যমে পরিসংখ্যান ও জাতি রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নিরীক্ষা করে। তিনি আরও বিশদভাবে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান, পরিমাণগত পদ্ধতি এবং তত্ত্বের বিষয়ে গবেষণা করছেন।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জিং-মাও হো <hojingmao@gmail.com>